চন্দ্রহাস গীতাভিনয়।

শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ চক্রবর্ত্তী

প্রণীত।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক

সংশোধিত।

"উলুবেড়িয়া গ্রেট বেঙ্গল অপেরা" কর্ত্তৃক

প্রশংসা-সহিত অভিনীত।

৮ নং ডিহি শ্রীরামপুর রোড, বাগীগঞ্জ

"গণেশ আশ্রম" হইতে

শ্রীআশুতোষ মল্লিক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রথম প্রচার।

কলিকাতা;

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, "হরি-যন্ত্রে"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০, আশ্বিন।

10 AUG

গণেশজী দেবরাজ।

গীতাভিনয়োক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

নারায়ণ		
ব্রহ্মা		
বিষ্ণু	...	দেবগণ।
ইন্দ্র		
চন্দ্র		
যম		
পবন		
রাজা	...	কেরলাধিপতি।
চন্দ্রহাস	...	ঐ পুত্র।
রাজা	...	কুন্তলপুরাধিপতি।
ধৃষ্টবুদ্ধি	...	ঐ মন্ত্রী।
মদন	...	মন্ত্রী পুত্র।
কুলীন্দ	...	চন্দনাবতীর রাজা এবং চন্দ্রহাসের পালক পিতা।
কুন্দহাস	...	চন্দ্রহাস সখা।
শাক্তানন্দ	...	শক্তিমন্ত্র উপাসক।
ভদ্দো, মদ্দো	...	চণ্ডালদ্বয়।

সেনাপতি, দূতগণ, রাজবিদ্রোহীগণ, ঋষিগণ, চণ্ডালগণ, অস্ত্রধারীগণ, বাদ্যকরগণ, শাক্তগণ, পণ্ডিতগণ, ঢুলীগণ, পরামাণিক প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ।

কালী		
লক্ষ্মী		
রাণী	...	কেরলরাজমহিষী।
মেধাবতী	...	কুলীন্দ রাজমহিষী।
বিষয়া	...	মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির কন্যা।
চম্পক মালিনী, কনকলতা	...	বিষয়ার সখীদ্বয়।
গৌরী	...	গোয়ালিনী।

ধাত্রী, প্রতিবাসিনীগণ, ডাকিনীগণ প্রভৃতি।

চন্দ্রহাস গীতাভিনয়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কেরল-রাজধানী ; রাজ-অন্তঃপুর।

(সিংহাসনে কেরলাধিপতি আসীন)।

রাজা। (স্বগতঃ) আহা! এই উন্নত বয়সে বংশধর পুত্র লাভ ক'রে, আমার সমস্ত বিশুষ্ক আশা-লতিকা একক্কালে পুনর্ব্বার উৎসাহ-বারিতে সতেজিত হ'য়ে উঠ্‌লো ; আহা! বৎসের অকলঙ্ক শশধর তুল্য বদন-চন্দ্র সন্দর্শন ক'রে, আমার হৃদয়ের আনন্দ-স্রোত অহর্নিশি দেহ মধ্যে প্রবাহমান হচ্ছে ; অপুত্রক ব'লে পুন্নাম নরকে নিপতিত হওয়ার যে ভয় সর্ব্বদা মনোমধ্যে উদিত হ'ত, বৎস আমার সে আশঙ্কা নাশের উপায় হ'লো ; হরি হে! তোমার কৃপাবলে আমি চিরপ্রীত হলেম, দয়াময়! চিরকাল যেন তোমার ঐ কমলা-সেবিত কোমল চরণে এই অধম দাসের মতি থাকে, কৈ, ধাত্রী যে বৎসকে এখনও নিয়ে এলোনা।

(চন্দ্রহাসকে কোলে লইয়া ধাত্রীর প্রবেশ)।

(চন্দ্রহাসকে দেখিয়া প্রকাশ্যে) এস এস আমার নয়নরঞ্জন এস, (কোলে ধারণ) বৎস! তুমি কি খেলা খেল্‌তে ভালবাস বলতো, কথা কচ্ছনা কেন? বাপ! একবার কথা কয়ে পিতার মনোব্যথা দূর কর।

ধাত্রী। মহারাজ! কুমার যে কি একটী শ্লোক শিখেছে, দিবারাত্র কেবল তাই বলে আর অন্য খেলা ও ভালবাসে না।

রাজা। বৎস! কি শ্লোক শিখেছ বলতো।

চন্দ্র। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরিনাম মোক্ষধাম জগতের সার।
হরি বিনে ত্রিভুবনে বন্ধু নাহি আর॥
দিবানিশি দেব-ঋষি যাঁর গুণ গায়।
রে অধম চিত্ত মম নিত্য ভাব তাঁয়॥

রাজা। হরি হরি, বৎস! তুমি এ অমৃত কোথায় পেলে? আজ আমি তোমার মুখে হরিনাম শুনে জীবন সার্থক কল্লেম, বাপ! এ সুধা তুমি কোথায় পেলে?

জুরির গীত।

রাগিণী পরজ বাহার।—তাল আড়খেম্‌টা।

কোথায় এ সুধা পেলি রে প্রাণধন (বল)।
আবার বল বল শুনি, (রে)
সুমধুর বাণী, শীতল হ'ক রে জীবন॥
সদা নারদ-ঋষি, যে নাম অভিলাষী,
গান করে ত্রিগুণ বীণাতে ;—
ত্যজিয়ে ভবন, সে ভাবে মগন, দিবানিশি ত্রিলোচন।
হরে কৃষ্ণ হরে, শ্রবণ কুহরে, প্রবেশিলে বিপদ বিনাশে,—
বাসনা বিকার, করে প্রতিকার, হরিনাম রসায়ন॥

আজ তুমিই ধন্য, আমিও ধন্য, আমার এই কেরল-রাজ্যও ধন্য হ'ল, বৎস! তুমি আর একবার ঐ নাম কর-ত শুনে প্রাণ শীতল করি।

চন্দ্র। হরি বল হরি বল হরি বল মন।
হরি সম প্রিয়তম নাহি কোন জন॥
হরি সত্য হরি সত্য হরি নিত্য ধন।
ধন্য তাঁরা করে যাঁরা হরি আরাধন॥

রাজা। বৎস! তুমি চিরজীবি হও, হরি তোমার মঙ্গল করুন।

(নেপথ্যে)

কেরলরাজ! তোমার আর নিস্তার নাই, তুমি আজ বন্দী।

রাজা। (সচকিতে) একি! একি! বিপক্ষগণের চীৎকার শুন্‌ছি কেন?

(জনৈক দূতের প্রবেশ)।

দূত। মহারাজ! সর্ব্বনাশ হয়েছে সর্ব্বনাশ হয়েছে শত্রুগণ আমাদের সেনাপতিগণকে সংহার করেছে, সম্প্রতি রাজধানী আক্রমণে উদ্যত।

রাজা। কি! কি! কি! শত্রুগণ এখানে পর্য্যন্ত আক্রমণ করেছে! ধাত্রি! তুমি কুমারকে লয়ে শীঘ্র অন্তঃপুরে যাও।

(ধাত্রীর কুমারকে লইয়া প্রস্থান)।

হরি হে! দয়াময়! অনাথ বন্ধু! দাসের প্রতি প্রসন্ন হও, হরি হে! তুমি মঙ্গলময় দাসের অমঙ্গল দূর কর।

(অসিহস্তে দুইজন রাজবিদ্রোহীর প্রবেশ)।

জয় দাক্ষিনাত্যের জয়, জয় দাক্ষিনাত্যের জয়, জয় দাক্ষিনাত্যের জয়।

রাজা। কি সাহসে মূঢ়গণ! প্রবেশিলি হেথা,
জানিস না কেরল-রাজ্য কৃষ্ণের রক্ষিত,
কার সাধ্য যুদ্ধ করি জিনিবে আমারে,
দুরাশার প্রতিফল পাইবি এখনি ॥

১ম বিদ্রো। পাগলের প্রায় তব প্রলাপ সম্প্রতি,
হবে না কখন ক্ষান্ত, অন্তক আলয়ে
পাঠা'ব এখনি তোরে জানিস্ নিশ্চয় ॥

রাজা। দূর হ'রে দুষ্টগণ দুর্ম্মতির দাস,
আর না ফিরিতে হবে, ভীষণ মৃত্যুর
করাল গ্রাসে অদ্য পড়েছিস্ তোরা।

২য় বিদ্রো। ধর্ অস্ত্র, আয় রণে অগ্রসর হ'রে,
দেখি কত বীর্য্য তোর কৃষ্ণ বা কেমন,
রক্ষা ক'রে তোরে এই অন্তিম সময়ে ॥

রাজা। ক্রীড়া পরবশ যেন বালক নিচয়,
চূর্ণীকৃত করে, করে বিশুষ্ক প্রবল,
কিম্বা অজাদলে যেন পড়িলে শার্দ্দূল,
নাশে রাশি রাশি হাসি পলকে হরিষে,
তেমনি রে দুষ্টগণ বধিব সকলে,
নিমিষেতে পাঠাইব কৃতান্ত সদন।
কি আর ধরিব চর্ম্ম, এই অসি ধারে,
নিধনিব তো সবার ঘৃণীত জীবন।
হের ভীম করমুষ্টি গুরু গদা সম,
প্রহারে সমর সাধ পূরাব সবার ॥

(যুদ্ধ)

[বিদ্রোহীদ্বয়ের প্রস্থান।]

দূর হরে দুষ্টগণ।

(স্বগতঃ) কৃষ্ণ যার মূল, তার অঙ্গ পরশিতে,
পারে কি কখন কেহ, সে যে মৃত্যু-জয়ী,
তারে হেরে অন্তকের অবনত শির ॥

(বিদ্রোহীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)।

১ম বিদ্রো। এবার নিস্তার আর নাহি রে বর্ব্বর,
কৃষ্ণ, বিষ্ণু কাহাকেও না শঙ্কা করি মোরা
অসির আঘাতে অদ্য ধরাশায়ী হ'বি,
আর নাহিরে অপেক্ষা, রক্ষা কে করিবে,
ডাক্ তোর ইষ্টদেব কৃষ্ণকে এখন,
ভব-লীলা সাঙ্গ তোর জানিস্ পামর ॥

রাজা। পুনঃ অগ্রসর হ'লি বল্ কি সাহসে,
নাহি লজ্জা, রে নির্লজ্জ! এই যে পালালি
ধায় যথা শিবাদল হেরি মৃগরাজে ॥

২য় বিদ্রো। বৃথা বাগাড়ম্বরে আর নাহি প্রয়োজন,
দেহ রণ অবিলম্বে।—

রাজা। আয় তোদের সমর-সাধ পূর্ণ করি।

(যুদ্ধ)

(রাজার পতন)।

১ম বিদ্রো। কেমন হে কেরল-রাজ যুদ্ধে জয়ী হ'লে ?
এখন কোথায় সে রক্ষক কৃষ্ণ, পুনঃ ডাক তারে,
চলিলাম এবে মোরা তব ধনাগারে ॥

(বিদ্রোহীদ্বয়ের প্রস্থান)।

রাজা। (পতিতাবস্থায়)
কোথায় হে অনাথ নাথ, চিন্তামণি হরি।
মৃত্যুকালে দেখা দাও, দেহ পরিহরি ॥

সহে না যাতনা আর ইন্দ্রিয় অবশ।
নয়নেতে শূন্যময়, হেরি দিক্ দশ॥
হৃদয়ে উদয় হও, শ্যামল বরণ।
বঞ্চিত ক'র না দাসে বাঞ্ছিত চরণ॥
বিশ্বময়! দুঃসময় দাঁড়াও সম্মুখে।
মৃত্যুকালে হরিনাম করি সুখে মুখে॥

(মৃত্যু)

(রাণীর প্রবেশ)।

রাণী। (শশব্যস্তে) এ কি! এ কি! এমন সর্ব্বনাশ কে কল্লে? মহারাজতো কখন কারও অপকার করেন নাই, তবে তাঁর প্রতি এমন নিষ্ঠুরাচরণ কেন? উঃ! আর যে দেক্তে পারি না, রাজার এমন শত্রু আছে তাতো স্বপ্নেও জান্তেম না, নাথ! প্রাণবল্লভ! দাসীকে উত্তর দিন্, কৈ? কিছুতো উত্তর দিলেন না, (পদ-ধারণ) মহারাজ! মহারাজ! হায়! হায়! তবে কি দাসীর সর্ব্বনাশ হয়েছে, হা হতবিধে! তোর মনে কি এই ছিল— (মূর্চ্ছা)।

(চন্দ্রহাসকে লইয়া ধাত্রীর পুনঃ প্রবেশ)।

ধাত্রী। হায়! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ! মহিষি! উঠুন২।

রাণী। (সংজ্ঞা লাভান্তে) ধাত্রি! আমাদের সুখ-শশী অস্তমিত, ঐ দেখ প্রাণকান্তের জীবনান্ত হয়েছে, প্রাণেশ্বর! উঠুন উঠুন, আপনার প্রাণ-কুমারের হরিনাম শুনুন, জীবিতেশ্বর! আর কতক্ষণ নিদ্রিত র'বেন, কুমারকে কোলে নিন্, আমাদের আর কে আছে, কার কাছে দাঁড়াব, চক্ষু মেলুন, চিরসঙ্গিনীকে ত্যাগ কর্ব্বেন না, ধাত্রি! কাকে বল্‌ছি, আর কি আমার সে কপাল আছে, পাপাত্মারা যে আমার সর্ব্বনাশ করেছে, উঃ!

কি কষ্ট, কি যাতনা। জীবন-ধন! একবার তুমি সম্বোধন করে দেখ দেখি, চৈতন্য হয় কি না।

চন্দ্র। বাবা! বাবা! উঠুন, উঠুন, আমাকে কোলে নিন্ আমি আর মার কান্না শুন্‌তে পারি না, মার সঙ্গে কথা কন্, মা! বাবা যে কথা কচ্ছেন না, তোমার উপর কি বাবা রাগ করেছেন, হাঁ মা! তুমিও যে কেবলই কাঁদ্‌ছ, কারণ কি আমাকে বল, মা! আমার কাছে বল্‌বেন না, বাবা! বাবা গো! আপনিও কথা কচ্ছেন না, মাকে জিজ্ঞাসা কল্লেম, মাও কথা কচ্ছেন না, কেবল কাঁদছেন, তবে আমি কার কাছে যাব, কে আর আমাকে আদর কর্ব্বে, (ধাত্রীর প্রতি) হ্যাঁগা! বাবার কি হয়েছে গা! বাবা আজ্ মাটীতে পড়ে কেন, ঐ যে বাবার গায়ে সমস্ত রক্ত, তুমি কি এর কিছু জান?

ধাত্রী। বাছারে! তোমাকে আমি আর কি বল্‌বো, কথা শুনে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আর কি মহারাজ জীবিত আছেন।

চন্দ্র। কি বল্লে! কি বল্লে! বাবা বেঁচে নাই, বাবা গো! আমি আর কার কাছে যাবো, কে আর আমাকে কুমার ব'লে কোলে কর্ব্বে, বাবা! একবার কথা ক'ন্ একবার আমাকে কোলে নিন্, বাবা গো! আমি আর আপনার এ দুরবস্থা দেখ্‌তে পারি না, মা! এখন আর আমাদের উপায় কি হবে, কে আর আমাদের রক্ষা কর্ব্বে।

রাণী। বাছা! চিন্তা কি, হরি রক্ষা কর্ব্বেন, ধাত্রি! তুমি কুমারকে কোলে কর, কুমার আজ পর্য্যন্ত তোমার কুমার হলো, আমি আর এ পাপ প্রাণ রাখ্‌ব না, মহারাজের সহগামিনী হ'ব, দূত! মহারাজের মৃত-দেহ এ স্থান হ'তে ল'য়ে যাও, আমিও এখনি যাচ্ছি।

(রাজার মৃত-দেহ লইয়া দূতের প্রস্থান)।

চন্দ্র। মা! তুমি বাবার সঙ্গে কোথা যাবে বল, আমিও যাব।

রাণী। বাপ্‌রে। শাঠ শাঠ শাঠের বাছা, অমন কথা কি ব'ল্‌তে আছে, তুমি বেঁচে থাক, সুখে থাক, রাজ-রাজেশ্বর হও, হরি তোমার মঙ্গল করুন।

চন্দ্র। মা! তুমি যদি বাবার কাছে যাও আমি তবে কার কাছে থাক্‌বো।

রাণী। কেন বাপ্! ধাত্রীর কাছে থাক্‌বে, এই ধাত্রীই তোমাকে রক্ষা কর্ব্বে, আমিতো কেবল প্রসব ক'রেছি মাত্র, তোমার পালন-মাতা এই ধাত্রী, তুমি এই ধাত্রীর কাছেই থাক্‌বে, প্রাণাধিক! তোমার চিন্তা কি, তুমি যে হরি-নাম শিখেছ, সেই হরিই তোমাকে রক্ষা কর্ব্বেন, হরিই তোমাকে খেতে দিবেন, হরিই তোমাকে জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, বনে, ভবনে সর্ব্বত্রই রক্ষা কর্ব্বেন, তুমি সেই চিন্তামণি চক্রপাণী হরির চরণ চিন্তা কর, বাছা! এখন তোমার হরিই পিতা, হরিই মাতা, হরিই সহায়, তুমি হরি-পদ সম্পদ পেয়ে সকল বিপদ হ'তে ত'রে যাবে, আমি আশীর্ব্বাদ করি, হরি তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকুন, ওহে কমলাকান্ত! ওহে ভক্তবৎসল ভগবান! এই পুত্র-রত্ন তুমিই দয়া করে দিয়েছ, এখন এই অনাথ বালককে তোমার অভয়-পদে সমর্পণ কল্লেম, মধুসূদন! তুমি বিপদ-বারি দানবারি গোলক-বিহারী হরি, আমি অল্পবুদ্ধি অবলা ভজন সাধন কিছুই জানিনা, তোমার অনন্ত রূপ, অনন্ত গুণ, অনন্ত লীলা, ওহে বিশ্বরূপ! এই দৃশ্য-রূপও তোমার অনন্ত লীলার এক লীলা, আমি আর কিছুই চাইনা

ঐহিকের যা হ'বার তাতো আ'জ অবসান হবে, প্রণত-পালক! পরিণামে যেন হরিনামে প্রীতি থাকে, জীবনান্তে যেন পদপ্রান্তে স্থান পাই, অধমতারণ! আর একটী প্রার্থনা এই, যে আমার প্রাণকুমারকে কৃপা-কটাক্ষে রক্ষা করো।

জুড়ীর গীত।

রাগিণী পরজ বাহার।—তাল আড়াঠেকা।

দেখোহে দয়াল হরি।
গোলোক বিহারি, অনাথ বালকে মম, কৃপা বিতরি॥
তুমি বিশ্ব মূলাধার, ভবনদীর কর্ণধার,
বিপদে কর উদ্ধার, বিপদ বারি॥
আমার এই অবোধ শিশুকে, কৃপা করে রেখো সুখে,
নাথ তোমা বৈ, ত্রিলোকে, অন্য না হেরি॥

রাণী। ধাত্রি! সুখ-শশী অস্তমিত নাহিক বাসনা,
বহিতে এ দেহ ভার।
অনুক্ষণ অন্ধকার হেরি দশ দিক্,
দহিছে অন্তর পতি বিচ্ছেদ-অনলে।
মহারাজ কেরলপতি তেজেছে জীবন,
হব তাঁর সহগামি,
নাশিব বৈধব্য জ্বালা পশি চিতানলে,
সতির গতি প্রাণপতি, সেজন বিহনে,
যে রমণী ধরে প্রাণ, বিড়ম্বনা তার।

ধাত্রী। হেন অমঙ্গল বাণী ব'লোনা, মহিষি!
কি হ'বে বালকের দশা কে রক্ষিবে তারে,
কালপূর্ণ মহারাজার পরিহরি দেহ,
গিয়াছেন স্বর্গবাসে।

কেন কর শোক, ধর ধৈর্য্য, বিদুষী গো তুমি,
বুঝাইবে দাসী তোমায় কি আর অধিক ।

রাণী। পতি পত্নী এক অঙ্গ জানতো বিশেষ,
অর্দ্ধ অঙ্গ ছাড়ি কেহ জীয়ে কি কখন ?
প্রাণপতি বারম্বার আহ্বানিছে মোরে,
হ'তে তাঁর সহগামি,
অনুরোধ মম, আর না রহিতে পারি,
ধাত্রি ! রেখোগো স্মরণ,
আজ্ হ'তে বালকের তুমি মাতা পিতা,
হায় প্রাণাধিক !
বৎস ! কেন জন্মেছিলি অভাগীনীর উদরে,
তুই না দেখিলি সুখ মুখ,
ভাসিলিরে দুঃখার্ণবে জনমের মত,
প্রাণাধিক ! পথের ভিকারী তোরে করিল বিধাতা,
নাহি শঙ্কা তোর, হরিভক্ত তুমি,
রক্ষিবেন হরি তোমায় অনলে জঙ্গলে,
ক্ষুধায় আহার, তৃষ্ণায় জল, মিলাইবেন তিনি,
মম আশীর্ব্বাদে তুই হইবি ভূপাল,
তব মুখে হরিনামে মাতিবে জগৎ,
ধাত্রি ! তব করে বালকের কর সমর্পিনু,
দেখিস্ দুঃখে বাছার চক্ষে নাহি পড়ে জল,
আর না রহিব হেথা,
মায়া কুহুকিনী আসি দিলে দরশন, হবে ভঙ্গ, পতি সঙ্গ,
করিতে শীতল অঙ্গ, যাই পতি পাশে ।

(প্রস্থান ।)

ধাত্রী। করেছিনু বহু পাপ পূর্ব্ব জন্মে আমি,
ভুঞ্জিতে দুষ্কর্ম্ম ফল নিয়োজিল বিধি,
নতুবা এ বৃদ্ধ বয়সে লইতে হইবে কেন
এ কার্য্যের ভার, বৃথা চিন্তা আর,
অবশ্য ঘটিবে যাহা আছে হরির মনে,
যাবো অন্য রাজ্য
মাগিব ভিক্ষা দ্বারে দ্বারে লইয়ে বাছারে,
তত্রাচ শত্রু পুরিতে আর নাহি প্রয়োজন,
আয় বাপ দুঃখিনীর জীবন কোলেতে আমার,
চলো যাই ত্যজি রাজ্য,
বিলম্বিলে হবো বন্দী শত্রু সমাগত।

(সকলের প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কুন্তল-রাজ্য ; রাজপথ।

(একাকী চন্দ্রহাস আসীন।)

চন্দ্র। (স্বগতঃ) হরি হে! তোমার মনে কি এই ছিল, আমার মাতা নাই, পিতা নাই, এক ধাত্রী সহায় ক'রে এই রাজ্যে এসেছিলেম, আজ্ সেই ধাত্রীও মৃত্যু-মুখে পতিত হ'লো, আমি এখন কার কাছে থাক্‌বো, কে আমাকে পালন কর্ব্বে, আহা! ধাত্রী আমাকে যেরূপ যত্ন কর্ত্তো, তা বোধ হয় অনেক গর্ভধারিণীরাও জানেন না, সেই ধাত্রী পরের বাড়ী দাসী-বৃত্তি এবং সময় সময় ভিক্ষা করেও আমাকে পালন কর্ত্তো, কোন দিন নিজে না খেয়েও আমাকে খেতে দিত, হায়! হায়!! আজ্ আমি সেই মাতৃ-তুল্য ধাত্রীকে হারালেম, এখন কোথায় যাই, কি করি, আমার তো আর এ জগতে কেহই নাই, ও হো হো ভাল মনে পড়েছে, মা বলেছিলেন, যে জগতে যার আত্মীয় কেউ না থাকে, সেই নিরাশ্রয়ের রক্ষাকর্ত্তা এক মাত্র হরি, সেই অনাথ বান্ধব হরির কৃপা হ'লে সকল কষ্ট দূর হয়, হরির মত দয়া কারও নাই, হরি দয়ার সাগর, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, তবে এখন আর অন্য চিন্তা না ক'রে সেই অনাথ-নাথ হরিকে ডাকি।

কোথায় হে করুণাময় শ্রীমধুসূদন।
অগতির গতি হরি বিপদ বারণ॥
করুণা নয়নে হের অনাথ বালকে।
একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা তুমিহে ত্রিলোকে॥

ছেলের গীত।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল আড়াঠেকা।

বিপদে শ্রীপদে আমারে রাখহে কমলাপতি।
কৃপা কর কৃপাময় তুমি অগতির গতি॥
কেহ নাই মোর এ বসুধায়, অনাথ বলে যে সুধায়,
ভরসা হরিনাম সুধায়, ক্ষুধায় জিনিব সম্প্রতি॥

(দুইজন প্রতিবাসিনীর প্রবেশ।)

১ম। দিদি! এমন আশ্চর্য্যতো কখন দেখিনি, আহা! এই বালক একাকী রাজপথে ব'সে কাঁদছে দ্যাখ, ওর কি কেউ নাই।

২য়। যদি কেউ থাক্‌বে, তবে কি ঐরূপ কাঙ্গালের মত পথে পথে কেঁদে বেড়ায়।

১ম। দিদি! তুমি ওর পরিচয় নাওতো, আমার বোধ হচ্ছে এ ছেলে সামান্য বংশোদ্ভব নয়, রূপ যেন ধরেনা, মুখ খানি দেখ্‌লে চন্দ্রকে তুচ্ছ বলে বোধ হয়, আমার ইচ্ছা হচ্ছে ওকে কোলে করি।

২য়। জানতো, এই রাজ্যের মন্ত্রী সেই খলস্বভাববিশিষ্ট ধৃষ্টবুদ্ধি, সে কেবল ছল খুঁজে বেড়ায়, কি জানি, অপরিচিত বালককে আশ্রয় দিলে যদি কোন দোষ টোষ ধ'রে একটা ভয়ানক অত্যাচার করে, আমি তাই ভয় পাচ্ছি বন্, তা না হ'লে এমন বালককে কোলে কর্ত্তে কার না ইচ্ছা হয়, আহা! দ্যাখ দ্যাখ বালকের কি রূপ এমন রূপ তো কখন দেখি নাই।

ছেলের গীত।

রাগিণী বেহাগ।—তাল যৎ।

ঐ চেয়ে দ্যাখ কিবা রূপ আমরি মরি।
আমরি মরি, না জানি বিধি কি ছলে, চাঁদকে আনিল ভূতলে,
(এমন রূপরে কভু দেখি নাই গো,—
বাছার বালাই লোয়ে মরে যাইগো)
বক্ষ ভাসে চক্ষের জলে, মুখে কয় হরি ॥
ধূলো মাখা সোণার বরণ, নাহি তার কোন আভরণ,
তবু কোটী চাঁদের কিরণ, আহা মরি কি মাধুরী ;—
ইচ্ছা হয় বাহু পশারি, ধূলো ঝেড়ে কোলে করি,
(আমি থাকিতে না পারি আরগো—
শিশুর কান্না দেখে কান্না পায় মোর)
সুখী হই দিবা সর্ব্বরি, ও মুখ হেরি।
ক্ষুধাতে কাতর বড়, ঘামিয়াছে কলেবর,
আকুল আমার অন্তর, হেরিতে নাহিকো পারি ;—
এমন আর শুনি নাই কোথা, মরি কি মধুর কথা,
(এযে সুধা হ'তে সুমধুর গো, শুনে শ্রবণ জুড়ালো আমার)
ইচ্ছা হয় ঘুচাই গো ব্যাথা, হৃদয়ে ধরি ॥

চন্দ্র। কৈ, হরিতো আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না, হরিতো আমার কথায় কর্ণপাত কল্লেন না, আমার যে ক্ষিদে পেয়েছে, এখন আমাকে কে খেতে দেবে, মা বলেছিলেন, হরিকে ডাক্‌লেই তিনি সকল কষ্ট দূর কর্ব্বেন, তিনি ভক্তের দুঃখ দেক্তে পারেন না, ভক্ত তাঁর প্রাণ হ'তেও প্রিয়, তবে কি আমি ভক্ত নৈ, আমি ডাক্‌লে কি তিনি আস্‌বেন না, তবে এখন উপায় কি, আমি কিরূপে হরিভক্ত হ'বো? হরিভক্ত কি রূপে হয়, মাতো আমাকে তা ব'লে দেন নাই, এখন জান্‌বই বা কার কাছে, আমার মা নাই বাপ নাই, জগতে কেউ নাই, হরিভক্ত

কোথায় পাওয়া যায় তাতো জানিনা, হরি হে। তোমার ভক্তি জানিনা, কি বল্লে তুমি কাছে আসো, কি বলে ডাক্‌লে তুমি উত্তর দাও, আমি তাতো কিছুই জানিনা, কেবল মার কাছে শুনেছি যে হরিই সকলের রক্ষাকর্ত্তা, হরি। তবে আমাকে দেখা দিচ্ছনা কেন? আমার খাবার সময় হ'য়েছে, তুমি খেতে না দিলে কে দেবে, জান তো, তুমি বৈ, আর আমার কেউ নাই হরি! দ্যাখা দাও দ্যাখা দাও।

১ম। দিদি! আর আমি থাক্তে পাচ্ছি না, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, ক্ষুধা পেলে ছেলের যে কি কষ্ট, তা আমি জানি, আমার কপালে যা আছে তাই হবে, আর আমি অত পরিণাম ভাব্‌তে পারি না, বালকের কান্না দেখে আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে, আমি এই সন্দেশটী বাছাকে খেতে দিই, বাছা! বাছা!! ধর, এই সন্দেশটী খাও।

চন্দ্র। কে ও এসেছ, হরি এসেছ, দাসকে মনে পড়েছে, খাবার এনেছ দাও, (গ্রহণ) হরি। মা যা বলেছেন তাতো ঠিক, তুমি ডাক্‌লেই কাছে যাও, তুমিই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, হরি! তবে এতো বিলম্ব কেন, তোমার দয়া আছে বটে, কিন্তু একটী দোষ শীঘ্র কাকেও দ্যাখা দেওনা, এই দ্যাখ পিপাসায় আমার মুখ শুখিয়ে গিয়েছে, হরি! আর এরূপ কষ্ট দিওনা, হরি! আমি একা থাক্তে পারিনা, তুমি আমাকে সঙ্গে লও, আমি তোমার কাছে থাক্‌বো, হরি! আমি মার মুখে শুনেছি, যে তোমার রূপের অন্ত নাই, তুমি যখন যেরূপ ইচ্ছা কর, তাই ধর, তুমি কখন স্ত্রী, কখন পুরুষ তোমার রূপের স্থিরতা নাই, তাই বুঝি আজ মার মতোন হয়ে এসেছ, তোমার মুখ দেখ্‌লে আমার মার কথা মনে পড়ে।

১ম। বাছা! আমিই তোমার মা, এসো আমার কোলে এসো, একবার আমাকে চাঁদ মুখে মা বলে ডাক, দিদি! আজ আমার জন্ম সফল হলো, আজ হরির পরম ভক্তকে কোলে কোরে দেহ পবিত্র কল্যেম, বাছা! চলো আমার বাড়ী চলো আর কেঁদোনা।

(সকলের প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কুন্তলপুর; মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির সভা।

(মন্ত্রী আসীন।)

(ঋষিদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ম ঋ। জয়স্তু মন্ত্রীসত্তম! মন্ত্রী মহাশয় মঙ্গল তো?

মন্ত্রী। আসুন আসুন আজ্ আমার পরম সৌভাগ্য, আজ্ আমার পিতৃলোক তৃপ্ত, আপনাদের পদার্পণে এই কুন্তল-রাজ্য পবিত্র হ'ল।

২য় ঋ। মহারাজ কুন্তলক কুশলে আছেন তো?

মন্ত্রী। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার সর্ব্বই মঙ্গল।

১ম ঋ। যখন মহাশয় মন্ত্রী, তখন অমঙ্গলের সম্ভাবনাই বা কি? রাজা'ত সর্ব্বদাই ধর্ম্মচিন্তা করেন, রাজ্যভার'ত সকলি আপনার হস্তে, তা, উপযুক্ত পাত্রেই মহারাজ রাজ্যভার দিয়েছেন, পৃথিবীর ভার সহস্রশির অনন্ত ভিন্ন অন্য সর্পে কখন বহন কর্‌তে পারে না।

২য় ঋ। তার আর সন্দেহ কি? মন্ত্রী মহাশয় যেমন বুদ্ধিমান তেম্‌নি দয়াবান, আমি অনেক স্থানে অনেক লোক দেখেছি, কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়ের মত দাতা বক্তা পণ্ডিত পরিণামদর্শী কোথাও দেখি নাই; যাহা হউক মন্ত্রীবর! চিরজীবি হন্‌ চিরজীবি হন্‌।

মন্ত্রী। সকলি আপনাদের দয়া (উচ্চৈঃস্বরে) কে আছিস্‌রে।

(জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)।

ব্রাহ্ম। কি আজ্ঞে হয়?

মন্ত্রী। এই ঋষি যুগলের যথাযোগ্য জলযোগ করাও।

ব্রাহ্ম। যে আজ্ঞে।

মন্ত্রী। একবার পদ প্রক্ষালণ ক'রে দাসকে কৃতার্থ কর্‌তে হবে।

ঋষিদ্বয়। অবশ্য অবশ্য।

ব্রাহ্ম। আসুন মহাশয়! আমার সঙ্গে আসুন।

(ঋষিদ্বয়কে লইয়া ব্রাহ্মণের প্রস্থান।)

(মদনের প্রবেশ।)

মদন। পিতঃ! একটী অপরিচিত বালক আমাদের দ্বারে এসেছে, দেখ্‌তে বড়ই মনোহর, সে যে হরিনাম গান কর্‌ছে, তা শুন্‌লে পাষাণ পর্য্যন্ত গলে যায়, তার মুখে হরিনাম শুন্‌তে পথে আর লোক ধরে না, তাকে কি এখানে আন্‌বো।

মন্ত্রী। বাধা কি? নিয়ে আস্‌তে পার।

(মদনের প্রস্থান।)

(মদন সহ গাইতে গাইতে চন্দ্রহাসের প্রবেশ।)

ছেলের গীত।

রাগিণী মধুমালতী।—তাল একতালা।

কৃষ্ণনাম মোক্ষধাম ভজরে মন আমার।
বিষম বাসনা সন্নিপাত নাশিবে তোমার॥

আমি আমার এই বিকার, রবে না ঘুচিলে মনের আঁধার,
হবে না ভবে আসিতে আর, পাপ নদী হবে পার॥

(ঋষিদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)।

১ম ঋ। আহা হা। এমন বালক ত কখন দেখি নাই, এত অল্প বয়সে এত হরিভক্তি, এতো সহজ ব্যাপার নয়, শুনেছি ধ্রুব প্রহ্লাদের এইরূপ অল্প বয়সে হরিভক্তি হয়েছিল, বোধ হয় এই বালকও সেইরূপ হবে।

২য় ঋ। দেখ্‌ছ না বালকের অবয়ব কি সু-গঠন, বোধ হয় যেন রাজপুত্র, সে যাই হউক এ যে একজন মহামতি হবে তার আর সন্দেহ নাই। মন্ত্রীবর! আপনি এই বালককে অতি যত্নে পালন করুন, এই বালক, কালে আপনার সমস্ত ধনের অধিকারী হবে।

মন্ত্রী। কি বল্লে? কি বল্লে? আবার বল দেখি।

১ম ঋ। এই বালক এই রাজ্যের রাজা হবে।

মন্ত্রী। যাও আর তোমাদের কথা শুন্‌তে চাই না, আমার যথেষ্ট হয়েছে, আমার পুত্র মদনকে আশীর্ব্বাদ না করে, একটা পথের ছেলেকে আশীর্ব্বাদ, কথায় বলে, খায় রামার, গায় শ্যামার এও তাই ঠিক দেখ্‌ছি।

২য় ঋ। মন্ত্রী মহাশয়! আমরা যেমন দেখ্‌ছি, তেম্‌নি বল্‌ছি, ফল কথা আপনি আমাদের কথার অন্যথা ভাব্‌বেন না, জানোতো অমোঘা ব্রাহ্মণ বাক্য, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ কখনই মিথ্যা হবেনা, আমরা এই বালকের হরিভক্তিতে যারপর নাই সন্তুষ্ট হয়েছি, বৎস! তুমি পরমভক্ত আমরা আশীর্ব্বাদ করি, তুমি রাজরাজেশ্বর হও, এই সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর তুমিই হবে, মন্ত্রীবর! এই বালককে সাবধানে পালন করুন, এর দ্বারায় আপনার নাম থাক্‌বে।

১ম ঋ। মন্ত্রি! এ ছেলেটী কার, এর বাড়ী কোথায়, এর নাম কি বল্‌তে পার?

মন্ত্রী। আমার তো আর কাজ নাই, আমি পথের ছেলে-দের বাপের নাম খুঁজে বেড়াই, ভাল আপদ দেখ্‌ছি।

২য় ঋ। কি বল্‌লি পামর! আমরা তোর আপদ হলেম, ভগবান করুন তোর বাড়ীতে যেন আপদই আসে।

মন্ত্রী। আর বক্‌তে হবে না, পেট্‌তো ঠাণ্ডা হয়েছে, এখন বাড়ী যাও, আমার কাছে আর বাম্‌নামি ফলাতে হবে না।

১ম ঋ। কি বল্‌লি নরাধম! আমাদের কাছে অহঙ্কার, তুই কি জানিস না যে, ব্রাহ্মণের কোপানলে সগর-বংশ ধ্বংস, নহুশ রাজা সর্প, রাজা দশরথের পুত্র শোকে মৃত্যু, তুই নিশ্চয় জানিস, এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে অহঙ্কার কর্‌ছিস এতেই তুই উচ্ছন্নের পথে যাবি, এই বালক নিশ্চয়ই রাজা হবে, তোর দুর্দ্দশার সীমা থাক্‌বে না, এই আমি পৈতে ছুঁয়ে বল্‌ছি, তোর সর্ব্বনাশ হবে হবে।

জুড়ীর গীত।

রাগিণী বাহার।—তাল একতালা।

তোবে আর অধিক কি বল্‌বোরে।
মত্ত আজ তত্ত্বপদে দেখিস্‌না পাপাত্মারে॥
ওরে দুষ্টবুদ্ধি, তোর যে কুবুদ্ধি, সমৃদ্ধি জানে রে ছারখারে;—
মনে পেয়ে ব্যথা, বলিলাম যে কথা, সে কথা অন্যথা হবেনা রে,
ও তোর সর্ব্বনাশ জানিবি অতঃপরে।
পেয়ে অনিত্য ধন, উন্মত্ত তুই এখন, রাজ্য ধন চিন্‌লিনা অহঙ্কারে;
কল্লি যে অপমান, অবশ্য ভগবান, এর বিধান করিবেন বিচার করে,
এই বংশ তোর ধ্বংস হবে সত্বরে॥

মন্ত্রী। আমি অমন অনেক ব্রাহ্মণ দেখেছি ও সব কথা আমি শুনি না, এখন মানে মানে প্রস্থান করো, এরূপ যদি আগে জান্‌তেম, তা'হলে খাবার দূরে থাক্, বস্‌তে দিতেম না, ব্রাহ্মণ জেতের স্বভাব এই, প্রথম যেন ভিজে বেড়াল, তার পর সম্মান কল্লে শেষে রাগ, তোমাদের কি মরণ নাই।

১ম ঋ। বেদগর্ভ! ভাই চলো আর এ চণ্ডালের বাড়ী থাকা উচিত নয়, থাক্‌রে চণ্ডাল, থাক্, পরে জান্‌বি যে ব্রহ্ম-কোপানলের কত তেজ, বেদগর্ভ! দুরাত্মা আবার খাবার খোঁটা দেয় হে, ছি ছি ছি আগে না জেনে এই পাপীষ্ঠের প্রদত্ত পৃষ্ঠপায়স খেয়েছি, এই চণ্ডালের পৃষ্ঠপায়স এখনি বার করে ফেল্‌বো, ওয়া ওয়া (উদ্গার)

২য় ঋ। চলো চলো বাড়ী গিয়ে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো, (যাইতে যাইতে) থাক্‌রে পাপীষ্ঠ! তুই জানিস যে আজ হ'তে তোর সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ।

মন্ত্রী। (স্বগতঃ) ব্রাহ্মণের বাক্য কখনই মিথ্যা হয় না, তবে কি সত্যসত্যই এই বালক আমার উত্তরাধিকারী হবে, না না না, এতো কখনই সম্ভব নয়, একজন সামান্য বালক তার রাজ্যলাভ, এমন ঘটনা হ'তে পারে না, সে যাই হ'ক, নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হচ্ছে না, আচ্ছা যদি এই বালকের প্রাণ বিনাশ করা যায়, তা হ'লে তো আর কোন আশঙ্কাই থাকে না, হাঁ তাই কর্ত্তব্য, এই যুক্তিই স্থির, তা হ'লেই ঋষিবাক্য মিথ্যা হবে, মদন! তুমি শীঘ্র অন্তঃপুরে যাও।

মদন। যে আজ্ঞে।

(মদনের প্রস্থান।)

মন্ত্রী। (চন্দ্রহাসের প্রতি) বালক! তোমার বাড়ী কোথায়,

তোমার পিতার নাম কি, তুমি কোন জাতি, এখানেই বা এসেছ কি জন্য ?

চন্দ্র। মহাশয়! আমার বাড়ী সর্ব্বত্রেই, যেখানে যখন যাই সেই খানেই বাড়ী, আমার পিতার নাম হরি, আমি হরিদাস; হরিই আমার চালক, হরিই আমার পালক, হরিই আমার মতি, হরিই আমার গতি, হরি যেখানে যখন ল'য়ে যান আমি সেই স্থানেই যাই, আজ হরির ইচ্ছায় এখানে এসেছি, তাই আপনার সঙ্গে দেখা হ'লো।

মন্ত্রী। বাবা, এতো সামান্য ছেলে নয়, এযে আমার বাবার কর্‌তেও বড় দেখ্‌ছি, যেন এঁচোড়ে পাকা, হাঁরে বালক! তুইতো একাকী পথে পথে বেড়াস্ তোর কি ভয় নাই, তোকে যদি কেউ মেরে ফেলে।

চন্দ্র। আমাকে মারে কার সাধ্য, আপনাকে দেখ্‌তেই প্রাচীন কিন্তু বুদ্ধিতে বালক, আমি যে বল্‌লেম হরি আমার চালক, হরি আমার পালক সে কথা বুঝি আপনার মনে ধর্‌লোনা।

মন্ত্রী। হাঁরে নির্ব্বোধ! হরি কি তোর কাছে থাকেন যে হরি তোকে রক্ষা কর্‌বেন, আমি যদি এখনি তোর মাতা কেটে ফেলি, তুই কি কর্‌তে পারিস।

চন্দ্র। আপনি ইচ্ছা কর্‌লেই কি কেটে ফেল্‌তে পারেন, সেটী আপনার ভ্রম মাত্র, এই জগতে হরির ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হ'তে পারে না, আপনি নিশ্চয় জানেন না যে হরি যার সহায়, তার সংহার নাই, আর হরি যার প্রতি বৈমুখ তার রক্ষা নাই, হরি জগতের কর্ত্তা হরিই জগতের নিয়ন্তা, সেই হরির অনিচ্ছায় কার কোন সাধ্য নাই, আপনি কি ধ্রুবের কথা শোনেন নাই,

একা বালক ধ্রুব কেবল হরিনামের বলে সকল বিপদ হ'তে উদ্ধার হ'য়েছিল।

মন্ত্রী। তা জানি কিন্তু এই অসির আঘাতেই কি নিস্তার থাক্‌বে।

চন্দ্র। তুমি যতই কেন ভয় দেখাও না, আমি কিছুতেই ভীত নৈ, তুমি কি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু করতে বলবান, হরি-ভক্ত প্রহ্লাদকে মার্‌বার জন্য সেই ক্রূর দৈত্য কত কৌশল করে-ছিল, সে স্বীয় পুত্রের স্নেহ ত্যাগ করে, কখন বিষদান, কখন বা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ, কখন বা হস্তীর পদতলে পরিত্যাগ, পরি-শেষে পাষাণ গলায় বেঁধে সমুদ্র মধ্যে ফেলেছিল, পরম ভক্ত প্রহ্লাদ কেবল হরিনামের বলে বেঁচে গেল, হরির কৃপায় তার কিছুমাত্র অমঙ্গল হ'লনা, পাপ কর্ম্মের প্রতিফল সেই দৈত্যা-ধমই ভোগ কর্‌লে, তুমি কি এসব কথা শোন নাই।

মন্ত্রী। তুই কি সেই প্রহ্লাদের মত ভক্ত যে হরিকে ডাক্‌লেই হরি তোর কথা শুন্‌বেন।

চন্দ্র। হরি হরি! তোমাকে বুঝান যে বড় কঠিন দেখ্‌ছি, তুমি বল দেখি এক জনের পাঁচটী ছেলে হ'লে কি সে সকলের কথায় উত্তর দেয় না, বাপের কাছে সকল ছেলেই সমান, যে যখন বিপদে পড়ে পিতা তখনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন, হরি আমার পিতা, জগতের জীবন, জগতের অধীশ্বর, তিনি যে কেবল প্রহ্লাদকে আহ্লাদে রাখ্‌বেন, আর আমাকে আদর কর্‌বেন না তার মানে কি, বিপদে প'ড়ে যে তাঁকে ডাকে, তিনি তারই হন, নদীর জল যেমন পিপাসু মাত্রের পিপাসা বারণ করে, বায়ু যেমন সকল জীবের প্রতি সমান ভাবে বহমান হয়, অগ্নি যেমন সর্ব্বত্র সমান উষ্ণ ভাব প্রকাশ করে, আকাশ যেমন সক-

লের কাছে এক ভাব, তেম্‌নি সেই দয়াময় হরির কৃপাও সকলের প্রতি সমান, এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা কেবল এক মাত্র হরি, আর দ্বিতীয় নাই, কেবল একমাত্র হরিনামই আমার ভরসা, হরিনামই আমার সহায়, হরিনামই আমার পরম সম্পদ।

মন্ত্রী। (স্বগতঃ) বালকটী তো বড় সহজ নয়, ঋষি যা বলেছেন ঠিক তাই ঘট্‌বার সম্ভব, এই বয়েসেই এতো, না জানি শেষে কি কর্‌বে, যা হ'ক নিশ্চিন্ত থাকা হচ্ছে না, শীঘ্রই এর প্রতিকার করা আবশ্যক, বিনাশ না করে বর্দ্ধিত হ'তে দিলে পরিণামে এর দংশনে, জীবনান্ত হবার সম্ভব, এক্ষণে কি উপায়ে এর নিধন সাধন করি, কি আশ্চর্য্য! এমন সাহসী বালক তো কখন দেখি নাই।

জুড়ীর গীত।

রাগিণী বাহার।—তাল কাওয়ালী।

এমন বালক কভু দেখি নাই নয়নে।
অকুত সাহসের কথা ভয় নাহি মনে॥
কিবা নাম কোথায় ধাম, কেহ নাহি জানে,
অবিরাম অভিরাম হরিনাম বদনে॥
বলিল ব্রাহ্মণ গণ প্রফুল্ল বদনে,
হবে এর অধিকার সম রাজ্য ধনে,
বিষম ভাবনা হ'লো অন্তরে এক্ষণে,
এ দুষ্ট বালকে আমি বধিব কেমনে॥

এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করে এর নিধন সাধন করা যায়, (ক্ষণচিন্তা পরে) হাঁ, হাঁ, এই যুক্তিই ভাল, এই রাজ্যের দক্ষিণ দিকে যে নিবিড় বন আছে সেই বন মধ্যে চণ্ডালের দ্বারায় অতি গোপনে একে বধ করাই সুযুক্তির কার্য্য, তাহ'লে আমার পরম শত্রু বিনাশ হবে, এবং ব্রাহ্মণের বাক্যও মিথ্যা হবে,

এ অতি উত্তম কৌশল আবিষ্কার হয়েছে, (প্রকাশ্যে) কে আছিসরে ?

দূত। কি আজ্ঞে হয়।

মন্ত্রী। দূত। চণ্ডাল গণকে ডাক্‌তো।

দূত। যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান)।

(চণ্ডালগণের প্রবেশ)।

চণ্ডাল। মন্ত্রী মহাশয়! প্রণাম করি।

মন্ত্রী। দেখ এই বালককে নিয়ে যা, রাজ্যের দক্ষিণ দিকে যে নিবিড় বন আছে সেই বনমধ্যে এর মস্তক ছেদন করে নিদর্শন স্বরূপ কোন চিহ্ন এনে আমাকে দেখাবি, কেমন পার্‌বি তো।

ভদো। কেন পার্‌ব না, এই বালকটীকে মার্‌তে আর কত-ক্ষণ, হুকুম দিন না, এই খানেই এর গলা টিপে মেরে ফেলি।

মদো। ওরে চুপকর রে চুপকর, এ সমস্ত কাজ গোপনে করে থাকে, বাবারও বাবা আছে, জানিস্‌তো বুড়ো রাজা কেমন ধার্ম্মিক বালক মারা শুন্‌তে পেলে সর্ব্বনাশ কর্‌বে, তাই মন্ত্রী মশায় চুপে চুপে কাজ সার্‌চে।

ভদো। আচ্ছা মন্ত্রী মশায়! এ কার্য্যের বক্‌শীস কি মিল্‌বে।

মন্ত্রী। দুই মোণ মদ আর দুই শত মহিষ।

মদো। বেশ বেশ তবে আর দেরি কেনরে, বলি হ্যাঁগা মন্ত্রী মশায়! এমন সুন্দর ছেলেটা কেন কাট্‌বেন গা।

মন্ত্রী। আমার ইচ্ছা, তোর বাবার কি ?

মদো। আচ্ছা তবে যে আজ্ঞে, চল্‌রে বালক চল্‌।

চন্দ্র। হরির ইচ্ছা হ'লে যেতেই হবে।

মদো। ওরে! আমরা হরি টরি বুঝিনি এখন চল (বন্ধন)।

চন্দ্র। দয়াময় হরি! এ সময় কোথায় আছ রক্ষা কর, রক্ষা কর।

ভদো। আর তোর হরি, এখন যমের বাড়ী চল।

(চন্দ্রহাসকে লইয়া চণ্ডালগণের প্রস্থান।)

মন্ত্রী। হইল আশঙ্কা দূর,
যাহার কারণে নিয়ত দহিছে চিন্তা অনলে অন্তর,
কি আশ্চর্য্য কথা,
অনাথ বালক হ'বে এ রাজ্যের রাজা,
থাকিতে জীবন মোর, বৃথা নাম ধরি,
হেন অসম্ভব যদি হয় সঙ্ঘটন,
স্বপনে না জানি যাহা, আমি ধৃষ্টবুদ্ধি
মম সম দুষ্ট বুদ্ধি কার আছে জগতে,
কৌশলে করিয়াছি রাজ্য হস্তগত,
রাখিয়াছি মহারাজে যেন বন্দী প্রায়,
সাধিয়াছি অসাধ্য যা, নাহি পারে নরে,
বালকে বধিবে চণ্ডালে নিশ্চিত নহিবে অন্যথা,
জুড়াইব প্রাণ, হেরি মৃত্যু নিদর্শন,
বেলা অবসান প্রায়,
নাহি প্রয়োজন হেথা, যাই অন্তঃপুরে।

(প্রস্থান)।

(ঐক্যতান বাদ্য)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—নিবিড় বন।

(হস্তমুখ বদ্ধ চন্দ্রহাসকে লইয়া চণ্ডালগণের প্রবেশ।)

ভদো। ওরে মদো! জায়গাটা কি গরম ভাই চারিদিকে সব বাগ ভাল্লুক ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে, একটী মানুষেরও দেখা নাই, এখানে আস্‌তে অপর লোকের কথা দুরে থাক, আমাদেরই ভয় পায়।

মদো। সে কথা একবার করে ব'ল্‌ছিস, এসব কাজ এম্‌নি জায়গাতেই হ'য়ে থাকে আর বেশী দেরি ক'রে কাজ নাই, শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর কাজ শেষ করে নে যাই চল, এ সব কাজ যতই কর্‌বি ততই লাভ হবে, হয়তো এতক্ষণ আবার একটা এসে জুট্‌লো।

ভদো। আচ্ছা তবে তুই ওর চখের বাঁদন্‌টা খুলে দে দেখি।

মদো। কেনরে খুলে দোব কেন?

ভদো। আমি ওকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি।

মদো। আরে দূর শালা এখনি চেঁচাবে যে।

ভদো। আরে শালা এখানে যে জায়গা চেঁচালে যমে শুন্‌তে পাবে না, তোর ভয় নাই তুই খুলে দে।

মদো। আচ্ছা তবে দিই। (বন্ধন মোচন।)

ভদো। ওরে বালক! তোর যদি কেউ গুরু লোক থাকে, তা'হলে এই সময় ডেকেনে, তোর মরণ কাল উপস্থিত, আর আমরা অপেক্ষা কর্‌তে পারিনি।

চন্দ্র। ভাই চণ্ডালগণ! কেন তোমরা আমাকে প্রাণে মার্‌বে, আমিতো তোমাদের কোন অনিষ্ট করি নাই।

মদো। হাকিমের হুকুম্।

চন্দ্র। হাকিম্, কে।

মদো। সেই মন্ত্রী মশায়।

চন্দ্র। আমিতো মন্ত্রীর কোন অনিষ্ট করি নাই, তবে তিনি মার্‌বেন কেন?

ভদো। ওরে ও সব খবর আমরা রাখিনি।

চন্দ্র। আচ্ছা ভাই চণ্ডালগণ! আমাকে বধ কল্লে তোমাদের কি লাভ হবে।

মদো। কেন টাকা পাব আর মদ খাব।

চন্দ্র। মদ খেলে কি হবে।

মদো। মদ খেলে কি হবে তা তুই কি জান্‌বি, যদি খাস্ তবে টের পাস্, এক বোতল খেলে এতো আহ্লাদ হয় যে গায়ে আর ধরে না, আমরা জেতে চণ্ডাল আমরা কেবল মদ চাই আর চাট্ চাই, যারা আমাদের এই খাবার দ্যায়, তারাই আমাদের মা বাপ, তাদেরি আমরা চাকর, তুই কি মদ খাওয়াতে পার্‌বি, মন্ত্রী মশায় আমাদের আজ্ ভরপুর মদ দেবে।

ভদো। ওরে ছোঁড়া মদের মতো জিনিস আর ব্রহ্মার সৃষ্টিতে নাই।

চন্দ্র। ভাই চণ্ডালগণ! মদ পেলেই কি তোমরা খুসী হও।

মদো। হাঁ, তা, হই বৈকি।

চন্দ্র। আচ্ছা তবে আমি তোমাদের মদ দিই খাও।

ভদো। কৈ, আগে বোতল আর চাট্ দ্যাখা।

চন্দ্র। ভাই! আমি তোমাদের যে মদ দোব সে মদ চক্ষে দেক্‌তে পাবে না, মুখ দিয়ে খাবে না।

ভদো। হা, হা, হা, ওরে মদো ছোঁড়াটা কি বলেরে ও যে মদ দেবে সে মদ চক্ষে দেক্‌তে পাবে না মুখ দিয়ে খাবে না, তবে কি পোঁদ দিয়ে খাবেরে শালা।

চন্দ্র। ভাই চণ্ডালগণ! হাস্য কচ্ছ ক্যান, আমি মিথ্যা কথা কই নাই, আমি যা বল্‌ছি তা ঠিক্। মদ বলে কারে, যাতে নেশা হয়, মনের আহ্লাদ বাড়ে, কেমন।

মদো। হাঁ, আচ্ছা তোর কি ভাব বল শুনি।

চন্দ্র। জগতে যতো রকম মদ আছে তার মধ্যে হরিনাম মদই সর্ব্ব প্রধান, সে সর্ব্বদা প্রস্তুতই থাকে, সাধু লোকের পবিত্র হৃদয়ই বোতল ঐ মদ সাধুর মুখ দিয়ে নির্গত হয় ঐ মদ কান দিয়ে পান কর্‌তে হয়, ভক্তি তার চাট্ হরিনাম মদে যারা মত্ত হয় তারা নিত্য-সুখে থাকে, তাদের নেশা কখনই ছোটেনা, অঙ্গ এতো অবশ হয় যে, কাম্ ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য এই ছয়টা সর্পের ভীষণ দংশনেও তাদের ভাবান্তর হয় না, তারা বিষয়-বিষের যাতনা জান্‌তে পারে না, ঐ মদ খেলে এতো বল হয় যে সংসার-শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারে ঐ মদের যে কত গুণ আর কত আস্বাদন তা কেবল প্রহ্লাদই জেনে ছিল, নারদ ঋষি ঐ মদে মত্ত হয়ে অনেক লোককে মাতাল করেছে, ও মদ টাকায় মেলে না, বাজারে বিকোয় না, ও মদের মূল্য নাই অমূল্য, তুল্য নাই অতুল্য, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, এই তিন অবস্থাতেই সমান, ভাইরে! যদি মদই খাও, তা'হলে হরিনাম মদ ভিন্ন, বৃথা ধেনো মদ খেয়ে মাতলামি করো না, তোমরা এই স্থানে বসো, আমি মদ খাওয়াই একবার খেলে আর ভুল্‌তে

পার্‌বে না, স্থির চিত্তে বসো। (চণ্ডালগণের উপবেশন)

(কাণের কাছে) হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

কেমন ভাই নেশা হয়েছেতো, মনের স্ফূর্ত্তি হয়েছে।

মদো। ওরে ভদো! একি মদ্‌রে এ মদ আমরা ভাল বাসিনি এ মদ আমাদের কাজ নাই।

ভদো। আরে শালা মিছে মিছে সময় নষ্ট কচ্ছিস্ কেন, শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর কাজ সেরে চলে যাই চনা।

মদো। ওরে বালক! আমরা হরি টরি বুঝিনি, এখনি মর্‌বি তা জানিস্।

চন্দ্র। ভাই চণ্ডালগণ! যদি তোমরা আমাকে একান্তই বধ কর্‌বে, তবে একটু অপেক্ষা কর, একবার আমার হরিকে ডেকে নিই।

মদো। আচ্ছা নে শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ডেকে নে।

চন্দ্র। হরিহে দয়াময়! এ সময় কোথায় আছ একবার এসে দ্যাখা দাও।

ছেলের গীত।

রাগিণী সোহিনী বাহার।—তাল আড়খেম্‌টা।

ওহে ভব কাণ্ডারি।
একবার দেখা দাও দুখ নিবারি॥
উদ্ধার বিপদ সাগরে বিতরি চরণ তরি,
(ওহে দয়াময় দয়াময় হে হের কৃপা নয়নে,
দিননাথ দিননাথ হে দয়া কর এ দিনে)
তোমা বিনে ত্রিভুবনে,
দয়াময় আর নাহি হেরি।

দ্বিজ রাজকুমার তোমার অভয় চরণের ভিখারি,
(ওহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে বড় বাসনা মনে,
জগবন্ধু জগবন্ধু হে দীনে রাখ চরণে)
এ সংসারে আর কেহ নাই আমার,
আমায় আমার বলে হরি ॥

চন্দ্র। বিপদবারণ! মধুসূদন! পতিতপাবন! অধম-তারণ! দয়ারসাগর হরি! এখনো এলে না, তবে কি তোমার ইচ্ছা যে এই অনাথের জীবনান্ত হবে, যদি তাই হয় তাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার ভুবনমোহন রূপ যে আমি দেখ্‌তে পেলেম না, এই দুঃখই মনে রৈলো, কাঙ্গা-লের ধন! তুমি কি এই অনাথের নাথ হবে না, কৈ? হরিকে আমি এতো করে ডাক্‌লেম, কৈ, হরিতো কোন কথার উত্তর দিলেন না, তবে মার আদেশ মত একবার হরিনাম করি, (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবিষ্ট) হরি হে! তব পদে সঁপিলাম মস্তক যা ইচ্ছা কর। (ভূমিষ্ঠ)

ভদো। ওরে মদো! ছোঁড়াটা বুঝি ভয়েতেই মরে গ্যাল রে।

মদো। ওরে না না, তুই জানিস্‌নি, ও যে ঐ চক্ বুজে বসে হরি হরি করে ডাক্‌ছিল, আমার বোধ হচ্ছে ঘুমের ঘোরে ঢলে পড়েছে, আর যদি মরেই থাকে তা'হলে ভালই হয়েছে, সহজেই কাজ শেষ হয়ে গ্যাল।

ভদো। তবে তুই আর দেরি কর্‌ছিস্ কেন, এই সময় ওর মাথাটা কেটে ফ্যাল্ না।

মদো। বেশ বলেছিস্ দে দিকি তোর খাঁড়া খানা, হে ধর্ম্ম! হে মা বনদেবী কালি! তোমরা সকলেই সাক্ষি, আমি

মন্ত্রীর হুকুমে এই বালকের মাথা কাট্‌লেম। (গলে অসির আঘাত) ওরে ভদো ! এ কিরে এমন কাণ্ডতো কখন দেখি নাই, আমি হাজার হাজার মাথা কেটেছি কিন্তু, এমনতো কখন দেখি নি, আমার বোধ হ'লো ছোঁড়াটার ঘাড়ে যেন কি একটা কঠিন বস্তু আছে তাতেই লেগে খাঁড়া খানা ঠিক্‌রে উঠ্‌লো।

ভদো। ওরে ক্ষান্ত হ, ক্ষান্ত হ, ও সহজ ছেলে নয়, আর ওকে কাটাও বড় সহজ ব্যাপার নয়, ও যে হরি ঐ হরি হরি করে ডাকছিল, ওর সেই হরি এসে গলায় হাত দিয়ে ছিল, আমি স্বচক্ষে একটা কাল হাত দেক্‌তে পেয়েছি, সেই হাতের উপর লেগে তোর খাঁড়া খানা ঠিকরে উঠ্‌লো।

মদো। হা, হা, হা, এ ভদো খেপেছে দেখ্‌ছি, তোর ঠিক্ চখে চাল্‌সে ধরেছে তাই তোর চখে ধাঁদা লেগে গেছে, ওরে হরিই হক্ আর যেই হক্ আমার এই খাঁড়ার কাছে আর কেউ নয়, আচ্ছা যদি হরির হাতই হবে, তা'হলে কাট্‌-বেনা কেনরে, এমন মানুষ কে আছে যে হাতে খাঁড়া আট্‌কাতে পারে।

ভদো। ওরে শালা ও যে বল্লে সে মানুষ নয়, সে জগতের কর্ত্তা।

মদো। ভাল ভাল তুই যে একেবারে খেপে উঠ্‌লি দেখ্‌ছি, চুপ্‌কর চুপকর এই দ্যাখ এবার আমি ঠিক কেটে ফেল্‌ছি, (গলে অস্ত্রাঘাত) তাইতো একি হ'লো, ওরে ভাই তুই যা বলে-ছিস্ ঠিক তাই, আমিও সেই রকম একটা কাল হাত দেক্‌তে পেয়েছি, ওর সেই হরিরই এই কাজ আচ্ছা দ্যাখাই যাক্ পরে কি হয়।

চন্দ্র। (উঠিয়া চক্ষু মুদ্রিতাবস্থায়) আহা ! কিবা ত্রিভঙ্গ

ভঙ্গি, কিবা চরণ যুগলের সুচারু চিহ্ন, তাতে ভক্ত-দত্ত তুলসী চন্দনের কিবা অপূর্ব্ব শোভা, আহা! হরির আমার কিবা রূপ! কাল রূপের কি মাধুরি, কিবা স্নেহের চক্ষু, (চক্ষু মেলিয়া নিরীক্ষণ) হরিহে! কোথায় গেলেন কোথায় গেলেন এই যে আমার কাছে কত কথা বল্লেন, হায়! হায়! আমি চক্ষু মেলিইতো সেই চিন্তামণি হরিকে হারা হলেম, হরি! আবার আমি চক্ষু মুদ্রিত কর্‌লেম, আর একবার দ্যাখা দাও। (চক্ষু মুদ্রিত)

মদো। ওরে বালক! মর্‌বার পূর্ব্বে যেমন প্রলাপ বকে, তোর আজ্‌তাই ঠিক দেখ্‌ছি, এখনি মর্‌বি তা জানিস এই দ্যাখ তোর মরণ খাঁড়া।

চন্দ্র। আর্‌তো রক্ষা নাই, এইবার্‌তো চণ্ডালগণ একেবারে আমাকে কেটে ফেল্‌বে, তবে কি আমার এই রূপ মৃত্যুই হরির অভিপ্রায়, না না না, এই যে আমার হরি বল্‌লেন যে বৎস! তোর ভয় নাই, তুই খ্যালার সময় পথিমধ্যে যে শীলা খণ্ড পেয়েছিলি, এবং যে শীলার গুণে তুই সকল শিশুকে খ্যালায় পরাস্থ করেছিস সেই শীলা খণ্ডই আমি, সেই শীলার নাম সালগ্রাম, সেই শীলা রূপে আমি তোমার মুখের মধ্যে আছি তুমি সেই শীলা, মুখ হতে বার করে জয় শব্দে হস্তে ধারণ কর্‌লেই চণ্ডাল গণের মোহ হবে আমি বৈষ্ণবী মায়ায় চণ্ডাল গণকে বিমোহিত কর্‌বো, তবে আর আমার ভয় কি, মন! তুমি স্থির হও একবার ভক্তি ভাবে হরি হরি বল।

ছেলের গীত।

রাগিণী বেহাগ।—তাল কীর্ত্তনে।

বল মন হরি হরি আর ভবে ভয় রবেনা।
মধুসূদন ব'লে ডাকরে হ'বে শমন দমন,
রাধারমণ নামে হবে শমন দমন,

হরি মম কাঙ্গালের ধন রে, সে যে বিপদ বারি,
(বেদাগমে বলে, তারে ডাকরে মন)
নাশিবে মনেরি ব্যাথা, কহ মন কৃষ্ণ কথা,
হরি বিনে ত্রিভুবনে, সকলি বৃথা,
মুখে বলে হরি হরি, যাবো গোলক পুরি,
(ভবে আর ভয়কি আছে, দিবেন চরণ তরি,
কৃপাময় কৃপাকরি) ॥

চন্দ্র। তবে আমি হরির আদেশমত কার্য্য করি, (মুখ হইতে শীলা বাহির করিয়া হস্তে ধারণ।)

জয় জনার্দ্দন জয় জনার্দ্দন জয় জনার্দ্দন হে হরে।
আয়্রে চণ্ডাল আয়্রে চণ্ডাল আয়্রে চণ্ডাল কাট্রে মোরে॥

মদো। ওরে ভদো! ছোঁড়াটার হাতে ওটা কাল পাত-রের মত কি বল্ দেখি।

ভদো। ওরে আমার গাটা কেমন আন্চান্ আন্চান করছে, ওরে আমার মাতা-ঘুর্ছে, গা-ঘুর্ছে, ওরে আমার বুঝি নেশা হয়েছে।

মদো। ওরে মদ খেলিনি তবু নেশা কিরে! ওহো বুঝেছি, ঐ যে ছোঁড়াটা বল্ছিল, যে হরিনাম-মদ কান দিয়ে খায়, তার-পর যে কতকগুলো কি বল্তে লাগ্লো রে, আমার বোধ হচ্ছে সেই হরিনাম-মদ তোর কাণে ঢেলেছে, তাই তোর নেশায় গা ঘুর্ছে, মাতা ঘুর্ছে।

চন্দ্র।

জয় জনার্দ্দন জয় জনার্দ্দন জয় জনার্দ্দন হে হরে।
আয়্রে চণ্ডাল আয়্রে চণ্ডাল আয়্রে চণ্ডাল কাট্রে মোরে॥

উভয়ে। মন্ত্রী মহাশয়! গলাম গো গলাম গো চোক্ গেল

গো, কি সর্ব্বনাশ কি সর্ব্বনাশ, আগুণ আগুণ, চার্ দিকেই আগুণ, (পতন)।

চন্দ্র। হরির খ্যালা কে বুঝ্তে পারে, যে চণ্ডালগণ আমার কাছে কত দর্প কোর্ছিল, সেই চণ্ডালগণই এখন ভূমে অচেতন, হরি হে! তোমার অনন্তলীলা।

ভদো। (উঠিয়া) ওরে শালা! পালাই চল্ পালাই চল্, আর ওকে মেরে কাজ নাই, পালাই চল্, আপ্নি বাঁচ্লে বাপের নাম।

মদো। বালক! তুমি একজন মহাপুরুষ আর তোমার সেই হরিই জগতের কর্ত্তা তোমাকে যে আমরা কটু বলেছি সে অপরাধ ক্ষমা কর, কিন্তু একটী ভিক্ষা চাই, জানতো ধৃষ্ট-বুদ্ধি কত বড় দুষ্ট, তোমার মৃত্যুর কোন নিদর্শন না নিয়ে গেলে, আমাদের সবংশে কেটে ফেল্বে, আমরা গিয়ে তাকে বল্বো, যে বালককে কেটেছি, কিন্তু নিদর্শন কি দ্যাখাব, তাই বল্ছি তোমার যে ঐ একটী অঙ্গুলি অধিক আছে আমরা ঐটী কেটে নিয়ে যাই, তুমি পরম ধার্ম্মিক, একটী অঙ্গুলি দিয়ে এত গুলি প্রাণীর প্রাণ রক্ষা কর।

চন্দ্র। (স্বগতঃ) এই কার্য্যসিদ্ধির জন্যই বুঝি হরি আমাকে ষষ্ঠাঙ্গুলি দিয়েছেন, (প্রকাশ্যে) আচ্ছা চণ্ডালগণ! তোমরা তাই কর।

(চণ্ডাল কর্ত্তৃক চন্দ্রহাসের পায়ের অঙ্গুলি চ্ছেদন।)

চন্দ্র। উঃ উঃ উঃ, যাতনায় প্রাণ যায় যাতনায় প্রাণ যায়, হরি রক্ষা কর, দয়াময় হরি রক্ষা কর।

(সকলের প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বৈকুণ্ঠধাম।

(সুরবালা সহ লক্ষ্মী আসীনা।)

(নারায়ণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। নাথ! আপনার হাতে ওসব চিহ্ন কিসের, কে যেন আঘাত করেছে, হায়! হায়!! এই যে কোমল-করে রুধির পড়্‌ছে, কে এমন কর্‌লে, নাথ! বলুন বলুন, আহা! এমন পাষাণ হৃদয় কার? যে এই কোমল অঙ্গে আঘাত করেছে, আমি আর দেখ্‌তে পারি না, প্রাণেশ্বর! আর সহ্য হয় না সহ্য হয় না, শীঘ্র বলুন শীঘ্র বলুন।

ছেলের গীত।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।—তাল ঢিমেতেতালা।

একি অকস্মাৎ, হেরি প্রাণনাথ, রুধির হয় পাত, তোমার ঐ করে।
বল বল বল, প্রাণ যে চঞ্চল, হৃদয়কমল দুঃখে বিদরে॥
কাল কর আলো করেছে শোণিতে, দাসীর বাসনা সে কথা শুনিতে,
স্বর্গে কি পাতালে কিম্বা অবনীতে, হেন শক্তি কার তোমারে প্রহারে।
ইন্দ্র কিম্বা ইন্দু, অগ্নি কি অনীল, অকালেতে কে কালে আহ্বানিল,
শুকাল করকমলে হানিল, কহ কৃষ্ণ আমি বিনাশি তাহারে॥

লক্ষ্মী। প্রাণবল্লভ! দাসীকে বলুন কি হয়েছে?

নারা। প্রিয়ে! আমার হস্তে চণ্ডালেরা আঘাত করেছে।

লক্ষ্মী। অধমতারণ! শুনেছি ত্রেতাযুগে রাম অবতারে আপনি গুহক নামক চণ্ডালের সহিত মিত্রতা করেছিলেন, চণ্ডালগণ আপনার রামনামে মত্ত হযে ভৃত্যের ন্যায় অনুগত ছিল, আজ সেই চণ্ডালবংশীযেরা আবার আপনার সঙ্গে বিরোধ কচ্ছে কেন?

নারা। সিন্ধুসুতে! চণ্ডালেরা আমার সঙ্গে বিরোধ করে নাই, তবে এর বিশেষ বিবরণ বলি শোন, তুমি চিৎশক্তি অন্তর্যামিনী, তোমার অবিদিত আর কিছুই নাই, কুন্তলক রাজ্যের রাজমন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধিকেতো জান।

লক্ষ্মী। হাঁ জানি বৈকি।

নারা। অদ্য সেই ধৃষ্টবুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধির পরতন্ত্র হয়ে কেরলদেশীয় রাজকুমারকে বনমধ্যে কাটিতে উদ্যত, পঞ্চমবর্ষীয় বালক নিরাশ্রয় হয়ে, আমাকে হরি ব'লে বার বার আহ্বান করে, পদ্মালয়ে! পঞ্চমবর্ষীয় পরম ভক্তের প্রাণান্ত হয় দেখে, আমি ব্যস্ত হয়ে বালকেব গলদেশে হস্তাচ্ছাদন করেছিলেম, চণ্ডালের অসীখণ্ড আমার হস্তস্পর্শে দ্বিখণ্ড হয়েছে, ভক্তের কোন অমঙ্গল হয় নাই, সেই অসীর আঘাতেই আমার হস্তে রুধির পড়েছে, আর কোন কারণ নাই।

লক্ষ্মী। নাথ! ধন্য আপনার দয়া, প্রভো! আপনার যদি এতো দযাই না হবে, তবে জগতের লোকে আপনাকে দয়াময় বলে ডাক্‌বে কেন? যা'রা স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সমস্ত ভালবাসা ত্যাগ কোরে বনে গেছে, তারাওতো আপনার ভালবাসা ভুল্‌তে পারে না, তারা কেবল আপনাকেই ভালবাসে; আপনাকেই ভক্তি করে। প্রাণবল্লভ! বিষয়বিরাগী অসংখ্য যোগী, নিবিড় কাননে যোগাসনে, অনন্যমনে কেবল আপনার ধ্যানে

নিমগ্ন আছে, তার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল আপনার ভক্তবৎসলতা মাত্র, ভূতভাবন! ভক্তকে যে কিরূপ ভালবাস্‌তে হয়, ত্রিলোকতলে তা আপনিই জানেন, ভগবন্! আপনার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত স্বীকার কোরে যে ভক্তের ভাল করা, তা কেবল আপনিই করেন, দয়াময়! আপনি যে চক্ষে ভক্তগণকে নিরীক্ষণ করেন, যে মনে ভক্তবৃন্দকে ভালবাসেন, যে পদে ভক্তবৃন্দের বিপদনাশ হয়, এই চিরদাসী লক্ষ্মীকেও যেন সেই চক্ষে দ্যাখেন, সেই মনে ভালবাসেন, সেই পদে স্থান দ্যান, ঐ অভয়পদে এ দাসীর এইমাত্র প্রার্থনা।

নারা। সেকি প্রিয়ে! তুমি আমার হৃদয়ের ধন, নয়নের মণি, দেহের প্রাণ, তুমি আবার প্রার্থনা কর্‌বে, এমন আমার কি আছে, আমি যখন তোমাকে আত্মসমর্পণ করেছি, তখন আমার সমস্ত বস্তুতেই তোমার সম্পূর্ণ অধিকার, তোমার প্রার্থনার আর কিছুই নাই, তুমি আমার শক্তি ব'লেই সকলে আমায় সম্মান করে, আমাদের যুগলরূপ দ্যাখ্‌বার জন্যই ভক্তগণ আমার চরণযুগল সাধন করে।

লক্ষ্মী। প্রাণবল্লভ! ভাল মনে পড়েছে, আপনি সেই চণ্ডালগণকে বধ কল্লেন না কে।?

নারা। প্রিয়ে! তা'রা যে আমার হরিনাম শুনেছে, কেরলরাজকুমার তা'দের কাণে যে হরিনাম দিয়েছে, জীবিতেশ্বরি! স্বেচ্ছায় হোক্ আর অনিচ্ছায় হোক্, ভক্তিতেই হোক্ আর অভক্তিতেই হোক্, যে কোন প্রকারে হোক্ না, আমার হরিনাম যার মুখে উচ্চারিত হয়, যার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় তার আর অকালমৃত্যু হয় না, তাদের বিপদ নাই, অমঙ্গল নাই, চণ্ডালগণ যখন আমার প্রিয়ভক্ত বালকের মুখে হরিনাম শুনেছে,

তখন কি আর আমি তা'কে বধ কর্‌তে পারি, তা'রাও জগতে অজেয় ও অবধ্য।

লক্ষ্মী। প্রাণকান্ত! আমি একবার সেই বালককে দেখ্‌বো, যাঁর প্রতি আপনার এতো দয়া।

নারা। প্রিয়ে! যদি বালককে দ্যাখ্‌বার জন্য তোমার একান্ত ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে এসো সেই নিবিড় বনমধ্যে যাই।

লক্ষ্মী। যে আজ্ঞে চলুন।

(প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য – নিবিড় বন।

(পরিক্রমণপূর্ব্বক চন্দ্রহাসের প্রবেশ।)

(লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রবেশ।)

নারা। প্রিয়ে! ঐ দ্যাখ বালক একাকী বিপিনমধ্যে রোদন কর্‌ছে, ওর রোদন দেখে বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত প্রসন্নভাবে চতুষ্পার্শে বসে আছে, ঐ দ্যাখ ঐ দ্যাখ।

লক্ষ্মী। আহা হা! বালকের মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, বাসুদেব! আপনি কোন প্রাণে এই অনাথ বালককে একাকী অরণ্যমধ্যে রেখে নিশ্চিন্ত আছেন, বালককে যদি কোন অরণ্যচারি, হিংস্রক জন্তুতে আহত করে, তা'হলে কে রক্ষা কর্‌বে, আহা! ওর মাতা নাই, পিতা নাই, কাছে আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই, এই জনশূন্য বনমধ্যে ওকে ক্ষুধার সময় কে খেতে দেবে, অম্বুজাক্ষ! অধিনীকে অনুমতি করুন, আমি ঐ বালককে কোলে করি, আমি ওকে স্তন্যদুগ্ধ দিয়ে পালন কর্‌বো।

নারা। কমলা! তুমি স্বভাবতঃ চঞ্চলা, তাই এতো চপলতা প্রকাশ কর্‌ছো আর বার বার বালকের বিষয় ভেবে অস্থির হচ্ছো, সমুদ্রনন্দিনি! তুমি কি সম্প্রতি আমার হরিনামের মহিমা বিস্মৃত হয়েছ, আমার হরিনামের যে কতগুণ তা বুঝি

তোমার স্মরণ নাই, প্রিয়ে! তুমি কি ভেবেছ, ঐ বালক একাকী অরণ্য মধ্যে আছে, তা ভেব না, এই জগতে একবার যে হরিনাম করে, আমি সর্ব্বদা তার হৃদয়ে থাকি, তাতে ঐ পঞ্চমবর্ষীয় শিশু, অনবরত এক চিত্তে আমার হরিনাম কর্‌ছে, ওর কি কোন বিপদ হ'তে পারে, আমি সর্ব্বদা সুদর্শন চক্র ধারণ কোরে, অলক্ষিত ভাবে ওর সকল বিপদ বিনাশ কর্‌ছি, ঐ দ্যাখ, বালকের মুখের হরিনাম শুন্‌তে, বনের পশু পক্ষী এক চিত্তে কাণ পেতে রয়েছে, রাজীব-লোচনি! ভবক্ষুধানাশক হরিনামামৃত পান কর্‌লে কি সামান্য ক্ষুধা থাকে, বিষয়-তৃষ্ণা-বিনাশক হরিনাম-রস সেবন কর্‌লে কি সামান্য পিপাসা প্রকাশ পেতে পারে, কখনই না, মনোরমে! হরিনাম সুধারস সেবনে আজ্ ভক্ত-শ্রেষ্ঠ কেরলকুমার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, প্রভৃতি সকলকে পরাজয় করেছে, পদ্মে! তুমি ঐ হরিনামকারি ভক্তচূড়ামণি বালকের কোন বিপদ আশঙ্কা করো না।

জুড়ির গীত।

রাগিণী জাতমল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

কমলা কেন চঞ্চলা ভেবে ভক্তের ভাবি বিপদে।
ত্রিজগতে কে এমন সে, যম ভক্তকে বিনাশে,
আমার কর পরশে, জিনেছে সে সবাপদে॥
মন সাধে যে বলে হরি, আমি তার বিপদ হরি,
দিবানিশি থাকি প্রহরি, রাখি তারে নিরাপদে।
শুন শুন কমলাসনে, বালকের বিঘ্ন নাশনে,
রক্ষা ভার সুদর্শনে, দিয়েছি তারে কে বধে॥

চন্দ্র। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণের নাম।
কর মন অনুক্ষণ পাবে মোক্ষধাম॥

নারা। প্রিয়ে! ঐ শোন বালক এক মনে হরিনাম কর্‌ছে।

লক্ষ্মী। প্রাণেশ্বর! আমি স্ত্রীজাতি অল্প-বুদ্ধি হরিনামের গুণ কিছুই জানি না, নাথ! যদি না বুঝে অন্যায়ও ব'লে থাকি, তবে নিজ দাসী বোলে ক্ষমা কর্‌বেন, আমার স্ত্রী-বুদ্ধিতে শতবার ধিক্ (স্বগত) সত্যইতো হরিভক্তের বিপদ নাই, প্রহ্লাদ কেবল হরিনামের গুণেইতো সকল বিপদ হ'তে উদ্ধার পেয়েছে, আমার কি দুর্ব্বুদ্ধি, কি অলীক আশঙ্কা, হায়! হায়! জগদীশ্বর হরি যা'র রক্ষক আমি তার ভক্ষক আশঙ্কা কর্‌ছি, বিপদ-বারণ হরিনাম যা'র মুখে অবিরাম উচ্চারিত হচ্ছে, আমি সেই পরম ভাগবতের, ভাবি বিপদ ভাব্‌ছি, ধিক্ আমায়, সহস্রকিরণ সূর্য্যদেবের বিশ্বব্যাপী প্রভাপুঞ্জ প্রকাশত্বেও অন্ধকারের কল্পনা যেমন অজ্ঞানের কার্য্য, আমারও আজ্ তা'ই ঘটেছে, (প্রকাশ্যে) হরি হে! দয়াময়! হরিনামের প্রকৃত গুণ বিস্মৃত হয়ে আমি যে আজ্ ঐ হরিভক্ত বালকের বিপদ ভেবেছি, এবং ওকে বৈকুণ্ঠে এনে, স্তন্য-দুগ্ধ দিয়ে স্বয়ং পালন কর্‌বো, এইরূপ প্রলাপ বাক্য বলেছি, নাথ। আমার অজ্ঞানজনিত এই অপরাধ ক্ষমা কর্‌বেন।

নারা। লক্ষ্মি! ঐ শোন কোলাহল হচ্ছে, এখনি কুলীন্দ-রাজ, এই বনে মৃগয়া কোর্‌তে আস্‌ছে, সেও আমার পরম ভক্ত, তা'র পুত্র না হওয়াতে সে প্রতিদিন আমার পূজা করে, আজ্ এই বালককে তা'কে দিয়ে, তার প্রার্থনা পূর্ণ ও অনাথ বালকের আশ্রয় দান কর্‌বো, কমলে! আমি এখনি বালককে বৈকুণ্ঠে আন্‌তে পারি, কিন্তু তা'হলে কুলীন্দরাজের প্রার্থনা পূর্ণ হয় না, এবং আমার আদেশমত বিধাতা যে বালকের অদৃষ্টে লিখেছে যে ঐ বালক কুলীন্দরাজকে পুত্রভাবে পরিতুষ্ট কর্‌বে, চন্দ্র-হাস নামে বিখ্যাত হবে, ঐ বালক হ'তে পৃথিবীতে হরিনাম

বিশেষরূপে প্রচার হবে, সেই বিধাতার লেখা ও আমার আদেশ মিথ্যা হয়, তাই বালককে কিছু দিনের জন্য এই ধরা-ধামে রাখ্‌লেম, পরিশেষে ঐ বালক যখন বৈকুণ্ঠে আস্‌বে, প্রিয়ে! তখন তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে, কুলীন্দ-রাজ আস্‌চে, চলো এক্ষণে আমরা অন্তর্হিত হই।

(প্রস্থান।)

(কুলীন্দ রাজার প্রবেশ।)

কুলী। এ কোথায় এলেম, এ যে দেখ্‌ছি নিবিড় বন, মৃগটীকে লক্ষ্য ক'রে তা'র অনুগামী হ'য়ে এই জনশূন্য ভীষণ অরণ্য মধ্যে এসে পড়্‌লেম, উঃ কি ভয়ানক দৃশ্য! একটী মানবের সমাগম নাই, তাইতো কোথায় এলেম, এ স্থানটীতো পরিচিত নয়, বোধ হচ্চে কুন্তল রাজ্যের নিকটবর্ত্তী স্থান হবে, যা'হ'ক্ সে মৃগটী কোথায় লুকাল দেখ্‌তে হচ্চে, (ইতস্ততঃ দৃষ্টি) বনের মধ্যে আজ্‌তো মৃগ মাত্রই দেখ্‌ছিনা, এর কারণ কি? এ বনতো পশুদের আবাস স্থান, কিন্তু সমস্ত বন প্রায় অন্বেষণ কর্‌লেম, একটী পশু কি পক্ষী, কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না, (ইতস্ততঃ দৃষ্টি) ওকি? ঐ অন্ধকারাবৃত স্থানে যেন কতকগুলি কি দ্যাখ্যা যাচ্চে, (কিছু অগ্রসর) এ কি আশ্চর্য্য! সকল জন্তু একস্থানে কেন? তবে কি দয়াময় হরি আজ্ মৃগয়া কার্য্য এক স্থানেই সাঙ্গ কর্‌বেন, তাইতো, না, না, না, এমনতো কখনও দেখি নাই, সর্পের কোলে নকুল, ময়ূরের কোলে সর্প, ব্যাঘ্রের কাছে হরিণ, বিড়ালের সম্মুখে ইন্দুর উপবিষ্ট, কেহ কার হিংসা কর্‌ছে না, ক্রোধ হিংসা দ্বেষ সকল বর্জ্জিত, সকলে এক দৃষ্টে, অনন্যমনে কি যেন দেখ্‌ছে, কি যেন শুন্‌ছে।

চন্দ্র। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥

কুলী। ওকি? হরিনাম কর্‌ছে কে? পশু পক্ষীর মধ্যে এমন মধুর হরিনাম কে কর্‌বে, আজ্ কর্ণ পবিত্র হ'লো, হৃদয় শীতল হ'লো, ঐ হরিনাম শুনে আমার বন পর্য্যটনের সকল কষ্ট দূর হ'লো, এ হরিনাম কর্‌ছে কে? পক্ষীর রব্‌তো এতো সুমিষ্ট হবে না, তবে এতো সুমধুর রব কার? (কর্ণপাত)।

চন্দ্র। কোথায় হরি কৃপাবারি দাও দরশন।
আমার তুমি মাতা তুমি পিতা তুমিই জীবন ॥

কুলী। একি? বীণা বাজে, না, না, ও যে কণ্ঠস্বর, ও যে বালকের কণ্ঠস্বর শুন্‌ছি, ওঃ! তাই এতো সুমধুর, আমি অনেক রকম গান বাদ্য শুনেছি, এই হরিনামও অনেকের মুখে শুনেছি, কিন্তু এমন মধুর হরিনামতো কখনই শুনিনা, একেতো হরিনামই মধুর, তা'তে আবার বালকের কোমল কণ্ঠ হ'তে নির্গত হওয়াতে আরও মধুর হয়েছে, শুনেছি স্বর্গে সুধা আছে, সেই সুধা সুরগণে আস্বাদন করে, কিন্তু আজ্ আমি অরণ্য মধ্যে যেরূপ হরিনাম-সুধা আস্বাদন কর্‌ছি, বোধ হয় সুররাজ ইন্দ্রও এমন অমৃত আস্বাদন করেন নাই, আজ্ কি শুভক্ষণেই বনযাত্রা করেছিলেম, জীবন সার্থক হ'লো, বোধ হয় পশু পক্ষী সকলে ঐ সুধারসে আকৃষ্ট হয়ে স্থির চিত্তে রয়েছে, (ক্রমে অগ্রসর) এই যে, আ মরি! মরি! এমন রূপতো কখন দেখি নাই; এমন বালক কখনই, মর্ত্ত্যলোকে সম্ভবেনা, এই বালক যা'কে পিতা ব'লে সম্ভাষন কর্‌বে, তার জীবন সার্থক, শুনেছি বাল্যকালে ধ্রুব প্রহ্লাদের হরিভক্তি হয়েছিল, তা'রা হরিনাম কোরে সকল বিপদ হ'তে রক্ষা পেয়েছিল, কিন্তু এ বালকের হরিভক্তি সকল

হ'তে অধিক, এর বাহ্যজ্ঞান নাই, কেবল হরিনামেই মত্ত, সে যাই হ'ক, এই বালককে এই অরণ্য মধ্যে আন্‌লে কে ? এর কি পিতা মাতা নাই, (ক্ষণচিন্তা) আমিতো বড় নির্ব্বোধ, আমি এরূপ আশঙ্কাই বা কর্‌ছি কেন, জগতে যত কিছু কার্য্য হয়, তা'র মূলকারণই হরি, হরির ইচ্ছা না হ'লে কোন কার্য্যই হ'তে পারে না, আমার এখন নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, যে সেই অনাথনাথ বৈকুণ্ঠ-নাথ হরি, এতদিনে দাসের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন, হরি স্বয়ং যেমন বসুদেবের পুত্র হ'য়ে আবার নন্দালয়ে গিয়ে নন্দ ঘোষের আনন্দ বাড়াতে নন্দ-নন্দন হয়েছিলেন, বোধ হয় আজ্ কোন সৌভাগ্যবানের সু-তপস্যার ফলস্বরূপ এই হরিভক্ত বালকের দ্বারায় আমার পুত্র অভাবজনিত মনদুঃখ দূর কর্‌বেন, সন্দেহ নাই, এই বালক যার গর্ভে, যার ঔরসে, জন্মগ্রহণ করেছে, তা'দের যে কত পুণ্য তা' বলা যায় না, আমার আর অপেক্ষা করা উচিত হয় না, আমি এই দণ্ডেই এই বালককে লয়ে আলয়ে যাই, (ক্রোড়ে ধারণ) হরির কৃপায় এতদিনে কুলীন্দ পুত্রবান হ'লো, হরি হে ! তোমার মহিমা কে জান্‌তে পারে, তুমি কখন যে কোন ভাবে কা'রে প্রসন্ন হও তা' বুঝতে পারে এমন শক্তি কা'র নাই, ভক্তবৎসল ! নানাবিধ হিংস্রক জন্তু পরিপূর্ণ জন-শূন্য ভীষণ অরণ্য মধ্যে যে এই বালক একাকী অক্ষত শরীরে অম্লান মুখে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম গান কর্‌ছিলো, একি তোমার মহিমা নয় প্রভো ! অনাথ বালকের তুমিই রক্ষক তাই একে ভক্ষকগণ ভক্ষণ করে নাই, বাঞ্ছাপ্রদ ! আজ্ যে এই অধম কুলীন্দ, মহারণ্যে মৃগয়ায় এসে, পশুর পরিবর্ত্তে শিশুলাভ কর্‌লে, এতে কি তোমার কৃপাদৃষ্টি ভিন্ন অন্য কোন কারণ-গণ্য হ'তে পারে ? কখনই না, দয়াময় ! এই পুত্ররত্ন পেয়ে দাস আজ্

কৃতার্থ হ'লো, কমললোচন! এই কাঙ্গাল কুলীন্দের প্রতি যেন আপনার কৃপাদৃষ্টি থাকে, পতিতপাবন! আপনার প্রদত্ত এই পুত্ররত্ন, যেন প্রতি দিন পবিত্র হরিনাম গান কোরে, আমাকে পবিত্র করে, আমি এই শিশুর মুখে হরিনাম শুনে যেন কর্ণ পবিত্র করি।

জুড়ীর গীত।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল যৎ।

কৃষ্ণ হে কাননে পেলাম নন্দনে।
কি কব কমলাকান্ত, কেবল তোমার কৃপা গুণে॥
কে জানে তোমার অন্ত, তুমি অচ্যুত অনন্ত, হে, হে, হে,
করিলে অসুখের অন্ত, অন্ধের আঁখি প্রদানে॥
এই করো কমল নেত্র, তোমার প্রদত্ত পুত্র, হে, হে, হে,
করে যেন সুপবিত্র, নিত্য হরিনাম গানে॥

(চন্দ্রহাসকে লইয়া প্রস্থান।)

(ঐকতান বাদ্য।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চন্দনাবতি কুলীন্দ রাজার গৃহ।

(মহিষী মেধাবতি সহ কুলীন্দ রাজ আসীন।)

মেধা। প্রাণেশ্বর! হরির ইচ্ছায় যে পুত্রলাভ করেছি তাতে আর আমাদের সংসারচিন্তা করা উচিত নয়, আহা! বাছার মুখ-চন্দ্রের হাসি দেখ্‌লে আর গগণচাঁদের প্রতি চক্ষু যায় না।

কুলী। প্রিয়ে! আচার্য্যগণ ঐ কারণেইতো কুমারের নাম চন্দ্রহাস রেখেছেন।

মেধা। প্রাণকান্ত! চন্দ্রহাস অনেক দিন পর্য্যন্ত গুরু-গৃহে বিদ্যা অভ্যাস কর্‌ছে, বোধ হয় এখন তা'র পড়া সাঙ্গ হ'বার বাকি নাই, এই সময়ে তা'কে রাজ্যাভিষিক্ত করুন, সে সকল কাজেই সক্ষম, সুতরাং প্রজাগণেও তা'কে বিশেষ ভক্তি কর্‌বে, আমরা অবসর নিয়ে নির্জ্জনে দু-জনে হরি-সাধনা করিগে চলুন।

কুলী। মহিষি! ভাল মনে করেছ, প্রিয়ে! তোমার যদি এরূপ পরিণামদর্শিতা গুণ না থাক্‌বে, এবং অনুক্ষণ হরি আরাধনায় মন উৎসুক না হ'তো, তবে কি হরি আমাকে অরণ্য মধ্যে এমন পরম বৈষ্ণব পুত্র প্রদান কর্‌তেন, কখনই না, প্রিয়ে! কেবল তোমার হরিভক্তি গুণেই আমার এই উন্নতি, পতিব্রতে! তোমার এই অভিলাষ হরি অচিরেই পূর্ণ কর্‌বেন, কে আস্‌চে গুরু পুত্র নয়।

মেধা। গুরু পুত্রইতো বটে, এতো ত্রাস্ত ভাবে কেন?

(গুরু পুত্রের প্রবেশ।)

কুলী। গুরুনন্দন! এতো ব্যস্ত কেন? মুখের প্রসন্ন ভাবেরি বা অভাব কি নিমিত্ত বলুন।

গুরু। তোমার যদি কোন মঙ্গল দেখ্‌তে পাই, তবেইতো আমার মুখের প্রসন্নতা।

মেধা। প্রভো! আমার চন্দ্রহাসতো ভাল আছে?

গুরু। তা'র আবার কি হবে, খায় দায় গায় নেচে বেড়ায় এইতো তা'র কাজ।

মেধা। গুরুদেব! মঙ্গলময় হরির কৃপায় যদি চন্দ্রহাসের মুখের হাসি দেখ্‌তে পাই, তবে সংসারে এমন অশুভ কিছুই নাই যে, আমাদের অন্তরকে আকুল করে।

গুরু। বোলি তোমার ঐরূপ আদরেইতো ছেলেটার পরকাল গেছে।

কুলী। গুরুদেব! আপনি কি বল্‌লেন, চন্দ্রহাসের পরকাল গেছে, তবে কি সে এখন নিয়মিত হরিনাম করে না, তবে কি তা'র হরিভক্তির অভাব হয়েছে, যে জীব হরিণামে বৈমুখ তারিতো পরকাল নষ্ট হয়, তবে কি আজ আমার দুর্ভাগ্যক্রমে চন্দ্রহাসেরও তাই হয়েছে, গুরুদেব! বলুন বলুন, আপনার কথা শুনে প্রাণে বড় ব্যথা পাচ্ছি।

জুড়ীর গীত।

রাগিণী সুরট্।—তাল আড়খেম্‌টা।

আজি তব বচনে।
অন্তর আকুল হ'লো, ধারা বহে দু'নয়নে॥
প্রাণ হইল চঞ্চল, গুরুদেব বল বল,
চন্দ্রহাসের পরকাল, নষ্ট হ'লো কি কারণে॥

হারনাম যা'ব নহে ইষ্ট, তা'র হয় পরকাল নষ্ট, স্পষ্ট পুরাণে ;—
তবে কি মোর কপাল দোষে, মজিয়ে বিষয় রসে,
বাঞ্ছা করে না আর সে, হরিনাম সুধা পানে ॥

গুরু। "সংসর্গঃ যা দোষঃ গুণা ভবন্তীঃ" সংসর্গের দোষ কিছুতেই যা'বার নয়, এদের দোষেই ছেলেটা হরি-বলা হয়েছে, কুলীন্দ! তোমার কোন চিন্তা নাই, তোমার চন্দ্রহাস ভালই আছে, তবে কি জান, অল্প বয়সে পাকাম হ'লেই শেষটায় আর লেখা পড়ায় মন থাকে না, তাই তোমাকে বল্‌তে এসেছিলেম।

কুলী। পূজ্যদেব! চন্দ্রহাস কি লেখাপড়ায় সযত্ন নয়, তাকেতো আমি বড় ভাল জানি, সেত কখনই বৃথা কাজে সময় নষ্ট করে না, সে কি আপনার কথা শোনে না, প্রভো! বলুন, আমি তা'কে শাসন কর্‌বো, আর আমাকেই বা শাসন কোর্‌তে হবে কেন, আপনি যখন গুরু আমরা শিষ্য তখন আপনারিতো শাসন করা উচিত।

গুরু। বাবা, সে তেমন ছেলে নয়, যে আমি তা'কে শাসন কর্‌বো, তা'কে শাসন কর্‌বে কে, সে এমন অবাধ্য হয়েছে, যে আমাকে পর্য্যন্ত সময় সময় উপদেশ দ্যায়, সেত আমার কথাই শোনে না, অপর শিশুগুলিকে পর্য্যন্ত নষ্ট করেছে, আজ্ আমি কোন প্রয়োজন বশতঃ অন্যত্রে গিয়েছিলেম, এসে দেখি সমস্ত শিশুগুলিকে সঙ্গে নিয়ে "হরিবোল হরিবোল" শব্দ কর্‌ছে, যেমন আমার কথা শুন্‌তে পেয়েছে, অম্‌নি "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" কর্‌তে কর্‌তে গ্রামের মধ্যে চলে গ্যাল ; রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বল্‌তে লাগ্‌লো ধর্‌তে গেলেম তাও পার্‌লেম না, দেশের লোক গুলোই বা কেমন ছেলে গুলো বয়ে যাচ্ছে, তাদের বারণ কর তানয়, দেশ শুদ্ধ লোক ঐ ছেলেদের দলে মিশে কেউবা

বাজাচ্ছে, কেউবা নাচ্ছে, কেউবা হস্তে তালি দিচ্ছে, আমি এই সব কাণ্ড দেখে শুনে অবাক্ হয়েছি এর যা' কর্‌তে হয় আপনি করুন।

কুলী। গুরুদেব! আপনি বসুন আমি চন্দ্রহাসকে আন্‌তে পাঠাচ্ছি, প্রিয়ে! তুমি অন্তঃপুরে যাও সচন্দন তুলসী প্রস্তুত করগে, আমি চন্দ্রহাসের লেখাপড়ার একটা বিশেষঃ বন্দোবস্ত কোরে যাচ্ছি।

মেধা। যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান।)

(নেপথ্যে হরিধ্বনি।)

কুলী। গুরুদেব! ঐ দিকে হঠাৎ লোকের গোলযোগ হচ্ছে কেন?

গুরু। ও গোল নয়, ঐ যে শুন্‌তে পাও না "হরিবোল হরিবোল" কোচ্ছে, ঐ তোমার সেই বংশধর চন্দ্রহাসের বিদ্যে, আমি বোধ করি এই দিকেই আস্‌চে।

(হরি সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বৈষ্ণববেশে চন্দ্রহাসসহ সখা কুন্দহাস প্রভৃতি কতিপয় হরিভক্তগণের প্রবেশ।)

ছেলের গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

মনের সাধে কর কৃষ্ণনাম।
যদি যাবিরে বৈকুণ্ঠ ধাম॥
যাবে ভবব্যাধি, নামৌষধি,
তুমি পান কররে অবিরাম।
(দিয়ে ভক্তি সহপান।)
ভুলে নারায়ণে, বিষয় ধনে,
কেন ভ্রমিছ নাহি বিরাম।
(বল জয় নবঘন শ্যাম॥)

সেই দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু,
তোমার পুরাইবেন মনস্কাম।
(অন্তে দিবেন শ্রীচরণে স্থান) ॥

গুরু। (চন্দ্রহাসের প্রতি) হ্যাঁরে মূর্খ দিবারাত্রই যদি হরিনাম কোর্‌বি তবে লেখাপড়া শিখ্‌বি কখন, চন্দ্রহাস এখন ও সব কথা ছেড়ে দিয়ে তুই পড়্‌।

চন্দ্র। সখে কুন্দহাস! ভাই! গুরুনন্দন কি বল্‌ছেন তা'তো শুন্‌ছো আমি আর কি বল্‌বো তুমি যা' হয় বলো।

কুন্দ। গুরুদেব! এ কিরূপ কথা হ'লো, আপনি গুরু হোয়ে চন্দ্রহাসকে পড়্‌তে বোল্‌ছেন, শিষ্য যদি দৈবাৎ বিপদে পড়ে তবে গুরুই তাকে উদ্ধার করেন, এইরূপ তো দেখ্‌তে পাই, চন্দ্রহাস যেরূপ হরি-ভক্ত তা'তে কখনই তা'র পড়্‌বার সম্ভাবনা নাই, সখা চন্দ্রহাস অনবরত হরিনাম করেও যদি পড়ে, তবে আর কেহ হরিনাম কর্‌বে না, হরিনামের এম্‌নি মাহাত্ম্য যে,যদি কোন ব্যক্তি দৈব বশতঃ পড়্‌তে উদ্যত হয়, আর সেই সময় "হরি" এই দুইটী বর্ণ তা'র কর্ণে প্রবেশ করে, তবে আর তা'র পড়া হয় না, চিরকালের জন্য তা'র পড়া বন্ধ হয়, সখা চন্দ্রহাস যেন শয়নে স্বপনে জাগরণে এক মনে হরি চিন্তায় নিমগ্ন, হরিনাম ভিন্ন অন্য নাম গণ্য করে না, তখন যে তা'র পড়া বন্ধ হ'বে, তার আর বিচিত্র কি? আপনি হাজার বার বলুন না কেন, কিছুতেই চন্দ্রহাস পড়্‌বে না, তা'কে সেই অনাথনাথ দীননাথ হরিই উদ্ধার কর্‌বেন, গুরুদেব! আপনি হচ্ছেন বিজ্ঞ এ বিষয় ভাল কোরে বিবেচনা কোরে দেখুন, যা'তে গুরুত্ব আছে যে 'গুরু ব'লে বিখ্যাত, সেই শীঘ্র শীঘ্র পড়ে, সেই নিম্নগামী, সেই নিস্তেজ, আর যা'তে গুরুত্ব নাই, সে কখন

পড়ে না, সে কখনই নিম্নগামী নয়, স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধগামী, এ বিষয় ভেঙ্গে বল্‌বার আর আবশ্যক নাই, আমরা আপনার শিষ্য, সুতরাং লঘু, আমাদের গুরুত্ব নাই, আর আপনি জগতের গুরু, আপনাতেই বিশেষ গুরুত্ব আছে, সুতরাং আপনারই শীঘ্র পড়্‌বার সম্ভব।

গুরু। আরে মোলো এটা আবার কেরে, "একেনোৎপাটিত স্বর্গ কিমুতত্র চতুষ্টয়ং" এক চন্দ্রহাসের জ্বালায় অস্থির, উনি আবার উত্তর-সাধক হোলেন, আর বাচ্‌লামি কর্‌তে হ'বে না, তোরাই তো চন্দ্রহাসকে নষ্ট কর্‌লি, এই সব সংসর্গে থেকেই তো এই দশা ঘটেছে, তোদের সহবাসে থেকেই তো চন্দ্রহাস বিদ্যার বিমল জ্যোতি দেখ্‌তে পেলে না, সুতরাং পিতামহের অর্থ আর জনকের অর্থ এ হোতে রক্ষার সম্ভাবনা নাই, যদি এই রাজ ঘরটী নিরর্থক হয়, তবেই তো আমার দফা রফা, এই শিষ্য ঘরটী নিয়েই আমার এতো সাহস, এতো বল, সাধ করে কি বকি, তুই বেটা আমার এই দুঃখের সময় শ্লেস কর্‌ছিস্, এতে কি তোর ভাল হবে, কখনই না, তুই যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিদ্রুপ কর্‌ছিস্, তখন তুই নিশ্চয় উচ্ছন্ন যাবি।

কুন্দ। গুরুদেব! স্থির হন, স্থির হন এতো ক্রোধ কেন, আর আপনি যে বল্‌লেন চন্দ্রহাস বিদ্যার মুখ দেখ্‌তে পাবে না, সে কথাটি কি আপনার মত বিজ্ঞলোকের বলা ন্যায় সঙ্গত হোলো, হরি, হরি, আপনি শিক্ষক আপনাকে আর শিক্ষা দেওয়া ভাল হয় না, বিবেচনা করুন, হরিনাম কর্‌লে যখন অবিদ্যার সমূলে নির্ম্মূল হয়, সকল বিদ্যা এসে স্বয়ং দ্যাখা দ্যায়, তখন চন্দ্রহাস নিয়ত হরিনাম করে কি বিদ্যার বিমল জ্যোতি দেখ্‌তে পাবে না, হরিভক্তের বিদ্যালাভ হবে না, তবে হ'বে কার?

বিদ্যার আধাররূপা সরস্বতী দেবী যে হরিভক্তের ভক্তিপাশে নিয়ত আবদ্ধা আছেন, তাও কি আপনি শোনেন নাই; আর যে বল্‌লেন পিতামহের অর্থ আর জনকের অর্থ চন্দ্রহাস হোতে রক্ষা হ'বে না, সেকি কথা হোলো, চন্দ্রহাস নিয়ত সেই পিতামহের সঞ্চিত অর্থের আদর করে, নিয়ত জনকের প্রীতিজনক অর্থ চিন্তা করে, চন্দ্রহাস সামান্য অর্থকে কখন অর্থ ব'লে গ্রাহ্য করে না, চন্দ্রহাস লোকের অর্থের আকাঙ্খা করে না, কে পিতামহ? চতুর্ম্মুখে যে হরিনাম গান করেন, এবং জ্ঞানী গুণাগ্রগণ্য মহামান্য মিথিলাধিপতি জনক চিত্তমধ্যে চিরদিন যে হরিনাম চিন্তা করেন, সেই সারাৎসার হরিনাম স্বরূপ যে পিতামহের সঞ্চিত জনকের কিঞ্চিৎ পরমার্থ সেই বিষয়ে চন্দ্রহাস বিশেষ যত্নবান, গুরুদেব! তবে কেন আপনি সখাকে বৃথা বক্‌চেন।

গুরু। ভাল আপদ দেখ্‌তে পাই, হাঁরে তুই কি আমার কথার অন্যথা কর্‌তেই জন্মেছিলি, আমি যা' বল্‌ছি, তুই তা'রি অন্যভাবে ব্যাখ্যা কর্‌ছিস্, ভাব্‌ছিস্ আমার শ্লেষ বুঝ্‌তে পারে না, এখনকার দশাই এই এক পংক্তি কি দুই পংক্তি পড়্‌লেই আর অহঙ্কার ধরে না, কথায় কথায় শ্লেষ, কথায় কথায় উপহাস গুরুলোককে উপদেশ দিতে উদ্যত, আর বক্তৃতার ছড়াছড়ি, ঘাটে ঘাটে স্থানে স্থানে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করায় দেশটা উচ্ছন্ন গ্যাল, যা'রা রীতিমত লেখা পড়া শিখেছে তা'রা যদি উপদেশ দিত, তা'হ'লে দেশের মঙ্গল হোতো, তা' নয়, যা'র যা' মনে আসে তা'ই বলে, রাজ-পথে বা কোন রঙ্গ-ভবনে শরীর দুলিয়ে প্রাচীন মতের বিরুদ্ধ কথা অথবা নূতন ভাবের ভঙ্গী করে কতকগুলো বল্‌তে পার্‌লেই বক্তৃতা হয় না, তোদের ওসব

বক্তৃতার মুখে ছাই, গুরুলোকের কথার অন্যথা গুরুলোকের প্রতি শ্লেস, গুরুলোকের অপমান এই তো তোদের বক্তৃতার উদ্দেশ্য, কেবল রাজার ঔদাস্যই এই সকল আস্পর্দ্ধার কারণ, আমি আর এস্থানে থাকৃতে চাই না, তোরা রাজার মনোরঞ্জন কর্ হয়তো সন্তুষ্ট হোয়ে তোদের কোন সম্মানসূচক উপাধি দিবেন, হায়! হায়! ভেড়ের ভেড়ের পেটে ডুবুরি নামালে একটী ক অক্ষর খুঁজে পা'বে না, তা'তে আবার আমাকে শ্লেস, না, আর সহ্য হয় না, শুনে আমার আপাদমস্তক জ্বলে যাচ্ছে। (কম্পন)

কুন্দ। গুরুদেব! আজ্ আপনার ক্রোধ লক্ষণ নিরীক্ষণ কোরে মনে বড় সন্দেহ উপস্থিত হ'লো, আমরা জন্‌তেম যে ক্রোধ অতি অপবিত্র বস্তু, আপনার হৃদয়-রাজ্য যখন ক্রোধের অধিকৃত দেখ্‌ছি, তখন আর আমাদের সে সংস্কার সত্য হ'লো কৈ? পূজ্যদেব! আমিতো আপনার কোন অপকার করি নাই, তবে আমার উপর আপনি ক্রোধ প্রকাশ কর্‌ছেন কেন? যদি অপকারী ব্যক্তির প্রতি আপনার ক্রোধ করা উচিত হয় তবে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলের অপকারী হৃদয়চারী ক্রোধের প্রতি কেন ক্রোধ করুন না, প্রভো! আমি আপনার পায়ে ধরি, আমি আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি আমাদের প্রতি ক্রোধ না কোরে সেই ক্রোধের প্রতি ক্রোধ করুন, তা'হ'লে আর আপনার আপাদমস্তক জ্বল্‌বেনা, সদ্ভাব-রত্ন হারাবেন না, একবার মুখে হরিনাম করুন, বিবেক আদি সহায় সকল স্থানান্তরে পালাবে, স্থির হন স্থির হন।

গুরু। হাঁরে নরাধম! এখনও শ্লেসবাক্য, এখনও চাতুরি, এখনও শঠতা, জানিস্ "বংশান্তে ব্রাহ্মণ রিপুঃ।"

কুন্দ। ভাই চন্দ্রহাস! গুরুদেব উপহাস ভেবে আরো

ক্রোধের বশীভূত হোলেন, সম্প্রতি গুরুর প্রতি যে ক্রোধ-চণ্ডাল আধিপত্য কর্‌ছে, তা'কি তোমার দ্যাখা উচিত, আমরা যে ক্রোধ চণ্ডালকে অপবিত্র জ্ঞানে ভ্রমেও স্পর্শ করি নাই, যে ক্রোধ আমাদের কাছে চির পরাজিত, আজ্ সেই অপবিত্র ক্রোধ চণ্ডাল গুরুপুত্রের হৃদয়-রাজ্য অধিকার করে সর্ব্বস্ব অপ-হরণ কোরেছে, আহা, হা, গুরুর আর পূর্ব্বরূপ প্রসন্নতা নাই, কেবল ক্রোধের আদেশে কুদেশেই যেতে উদ্যত, ভাইরে! এখন আর উপেক্ষা করো না তোমার সেই অমোঘাস্ত্র হরিনামকে হৃদয়-তনু হোতে বার করো। সখে! তুমি যে হরিনাম স্বর দ্বারায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ছয় রিপুকে পরা-জয় করেছ, ভাই চন্দ্রহাস! আজ্ একবার সেই হরিনামস্বরূপ স্বরকে সঙ্গীত রসরূপ রসনা দ্বারায় সুস্বর সংযোগে রসনা-ধনুকে যোজনা কর, গুরুদেবের কর্ণ বিবরের দ্বারায় হরিনাম স্বর প্রবেশ করে, এখনি ক্রোধ চণ্ডালের মূলোচ্ছেদ কর্‌বে সন্দেহ নাই, ভাইরে! ত্রিতাপনাশক জ্ঞানপ্রকাশক হরিনাম স্বর যদি সু-স্বর গুণে রসনা-ধনুকে যোগ করা যায়, তবে শমন রাজ পর্য্যন্ত দমন হয়, তা'তে ক্রোধ কোন ছার, ভাই চন্দ্রহাস! এসো একবার সকলে মিলে হরিনাম করি।

ছেলের গীত।

রাগিণী বরিয়াড়ি।—তাল কীর্ত্তনের সুর।

কর হরিনাম, রাখ পরিণাম, মনরে হবে শমন দমন।
অপার গভীর, সংসার সাগর, তরিবার তরি হরির চরণ॥
একি তোর মোহরে, হরেকৃষ্ণ হরে,
মুখেতে করোনা উচ্চারণ।
কেবল আমার আমার, এই কথা অনিবার,
দারা সুতের মায়ায় হ'য়ে মগন॥

কামাদি রিপু ছয়, আয়ুধন হয়ে রয়,
একি ভ্রম নাহি তোর চেতন, রিপু নাশ কর,
হরিনাম স্বর, রসনা ধনুকে করি যোজন॥

কুলী। আজ্ আমি ধন্য হ'লেম, আজ আমার জীবন সার্থক হ'লো, বৎস সকল! তোমরা এখন স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করো প্রাণাধিক চন্দ্রহাস! তুমিও অন্তঃপুরে যাও, তোমাকে না দেখে মহিষী বড় ব্যাকুলা আছে, আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের যেন হরিপদে মতি থাকে।

(হরিনাম করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।)

কুলী। (গুরুর প্রতি) গুরুদেব! আপনি আজ হরিনাম শুনে ওরূপ ক্রোধ কর্লেন কেন? আমি জানি আপনি হরি-নামের প্রকৃত ভক্ত, হরিনাম কর্তে ও শুন্তে আপনি নিতান্ত উৎসুক, প্রভো! আপনার প্রকৃত ভাব প্রকাশ ক'রে চির-দাসের চিত্ত-চাঞ্চল্য দূর করুন।

গুরু। বৎস! তুমি বুদ্ধিবান্, বিদ্যাবান্, ধনবান্, জ্ঞান-বান্ বলে অবশ্যই বুঝ্তে পার্বে, বিবেচনা ক'র তোমার এই অতুল সম্পদ, এর উত্তরাধিকারী একমাত্র চন্দ্রহাস, ওর যদি ভালরূপ লেখা পড়া অভ্যাস না হয়, তা'হলে কি এ রাজ্য রক্ষা হবে, কখনই না, এখনকার রাজ্যরক্ষার জন্য নানারূপ চাতুর্য্য চাই, নানাবিধ ভাষা আবশ্যক তোমার চন্দ্রহাস কেবল হরি বৈ অন্য কথা জানে না, তা'তে কি বিষয় কার্য্য চলে, হরিনাম যে বিষয় বিরোধী, তা'ত তুমি জ্ঞান চক্ষে দেখ্তে পাচ্ছ, যা'রা বিষয় চায়, তা'রা হরি পায় না, আর যা'রা হরি চায় তা'রা বিষয় পায় না, বিষয়-বাসনা-হরণ করে বলেই তো হরিনাম এই জগতে যে পর্য্যন্ত জীবগণের বিষয়-রস আস্বাদনে

আগ্রহ থাকে, সে পর্য্যন্ত কখনই শ্রীহরির প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হ'তে সমর্থ হয় না, এই জন্যই পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা নিয়ম ক'রে গেছেন যে প্রথমতঃ লেখাপড়া শিখ্‌বে, পরে বিবাহ ক'রে পুত্র পৌত্রাদির সহিত বিষয়-রস আস্বাদন কর্‌বে পরিশেষে ইন্দ্রিয়-স্রোত ক্রমশঃ নিবৃত্ত হ'লে সংসারত্যাগী বিবাগী হয়ে বনে গিয়ে নির্জ্জনে অনন্যমনে অনুপম হরিনামামৃত আস্বাদন ক'রে অমৃতত্ব লাভ কর্‌বে, তোমার চন্দ্রহাস যে সে নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে বাল্যকাল হ'তেই অমূল্যধন হরিসাধন কর্‌তে প্রবৃত্ত, সুতরাং তা'র আর বিষয়রসে মন যাবে না রাজ্যাদি শাসন হওয়াও তার দ্বারায় সম্পন্ন হবে না, যা'রা প্রকৃত ভোক্তা, তা'রা প্রথমতঃ তিক্তাদি রস আস্বাদন করে, শেষে পরমান্ন প্রভৃতি মধুর রসের আস্বাদনে আহ্লাদিত হয়, যদি কেহ প্রথমেই পরমান্নাদি মিষ্টরস আস্বাদন করে তবে তা'র আর কোন ক্রমেই তিক্তরস আস্বাদনে আগ্রহ প্রকাশ পায় না, হরিনাম যে সকল রসের সার, হরিনাম যে সংসার সান্নিপাতের মহৌষধি, হরিনাম যে বিষয়বিপিনের প্রবল দাবানল, হরিনাম পাপপারাবারের একমাত্র অক্ষয় তরণী তা'ত আমি জানি, হরিনামে যা'র রুচি নাই, তা'র রসনাই নয় একথা কে না জানে, কে না মানে, তবে যে চন্দ্রহাসকে হরিনাম কর্‌তে বারণ কর্‌ছি, তা'র প্রকৃত বিবরণ এই তোমাকে বল্লেম, এখন বুঝ্‌লে তো।

কুলী। গুরুদেব। মহাজ্ঞানী জনকঋষি, মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি যেমন হরিপরায়ণ হয়েও বিষয়কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন, যদি হরির কৃপায় বৎস চন্দ্রহাসেরও সেইরূপ হয়, এ কারণ আমি মনে করেছি যে আগামী দিবসেই চন্দ্র-

হাস্‌কে রাজ্যাভিষিক্ত কর্‌বো, দেখি সে কিরূপ রাজ্য-শাসন করে, আপনি মন্ত্রীর কাছে যান্, যে যে বস্তু আবশ্যকীয় তাঁ'কে বলুন্‌গে, আমি মহিষীকে এই শুভ-সংবাদ দিতে চল্লেম।

(সকলের প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চন্দনাবতি রাজ-সভা।

(কুন্দহাস ও মন্ত্রীসহ রাজ-বেশে চন্দ্রহাস আসীন।)

চন্দ্র। ভাই কুন্দহাস! পিতা যখন আমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করেছেন, তখন কিছু দিনের জন্য অগত্যা ভার-বহন করাই আবশ্যক, যদ্যপিও রাজ্য বৃথা কোন কার্য্যকরই নয়, তথাপি পিতার প্রীতির জন্য আমাকে এ কার্য্যে ব্রতী হ'তে হ'বে, তবে এই এক দুঃখ যে অনেকটা সময় বিষয় আলোচনা কোর্‌তে হ'বে, ঐ সময় নিয়মিত হরিনাম করা হ'বেনা, আমি জানি যা'রা কুশাসন গ্রহণ কোরে হরিনাম অশন করে, তা'রাই প্রকৃত কুশাসন ত্যাগ ক'রেছে আর যা'রা সিংহাসন পেয়ে কুশাসন করে এবং রাজভোগ অশনে আনন্দিত হয় তা'রা কখনই কুশাসন হ'তে নিস্কৃতি পায় না, শমন রাজার ভীষণ শাসনে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকে, এখন আর ও সব ভেবে কি কোর্‌বো, সকলি হরির ইচ্ছা, তাঁ'র অনভিপ্রায়ে কোন কার্য্যই হ'তে পারে না।

কুন্দ। সখে! আমি সাধু-লোকের মুখে শুনেছি .যে আশক্তি রহিত বিষয় কর্ম্ম অধর্ম্মজনক নয়, বিষয়েতে আশক্তিই মুক্তিপথের কণ্টক তুমি অনাশক্ত হ'য়ে বিষয় কর্ম্ম ক'রো, তা'তে তোমার কোন অনিষ্ট হ'বে না, "সুখ্যাতি সূক্ষ্ম পরিত্যজ্য মানা," অতি সূক্ষ্ম বিষয়-সেবী সাধু পুরুষেরা কখনই ভগবান্ মুকুন্দের পাদপদ্ম পরিত্যাগ করে না, যেমন সুর তাল লয় সংযোগে সঙ্গীত-কারিণী মনোহারিণী নর্ত্তককারিণী স্বীয় মস্তক-স্থিত কুম্ভকে সযত্নে রক্ষা করে কখনই ত্যাগ করে না, তা'র প্রত্যক্ষ মিথিলাধিপতি মহারাজ জনক, মিত্রবর! সেই মহা-জ্ঞানি জনক-রাজ রাজ-কার্য্য করেও যেমন হরিপরায়ণ ছিলেন তুমিও সেইরূপ বিষয়-কার্য্যে ব্রতী হও, সবদিক্ রক্ষা হবে, আরো বলি "যথা নিযুক্তোস্মি, তথা করোমি," হরি আমাকে যেরূপ নিয়োগ কোর্‌ছেন, আমি সেই রূপই কার্য্য ক'র্‌ছি, কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা আমি নৈ, সকল কর্ম্মের কর্ত্তা এক মাত্র সেই হরি, ভাইরে! আমি নিশ্চয় শুনেছি যা'রা এই ভাবে কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ কোরে কার্য্য করে তারা কখনই কর্ম্ম ফলে বদ্ধ হয় না হরি তাদের অনুকূল হ'য়ে সর্ব্বদা রক্ষা করেন, তুমিও ভাই ভগবান্ প্রতি মন অর্পণ ক'রে হরিকে সর্ব্ব কর্ত্তা স্থির জেনে স্বয়ং অকর্ত্তা হ'য়ে কেবল হরির প্রীতির জন্য কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বিচরণ ক'রো, তাতেই তোমার মঙ্গল হ'বে, তা'হ'লেই তোমাতে হরি প্রসন্ন থাক্‌বেন্ এ'তে আর সন্দেহ নাই।

চন্দ্র। ভাই কুন্দহাস! মুকুন্দ তোমার মঙ্গল করুন, তোমার উপদেশই আমার আদরণীয়, (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রীবর! হরির ইচ্ছায় যখন এই কার্য্য-ভার আমাকে বহন কোর্‌তে হ'লো তখন আমার অভিমত কার্য্য করাই তোমাদের কর্ত্তব্য।

মন্ত্রী। তার আর সন্দেহ কি? আপনার আদেশ আমাদের শিরোধার্য্য।

চন্দ্র। মন্ত্রি! নগরে নগরে এই ঘোষণা ক'রে দাও, যে আজ্ হ'তে যা'রা একাদশীর দিনে আহার কোর্‌বে, তা'রা আমার পরম শত্রু, যা'রা ভ্রমেতে হরি আরাধনা না ক'রে জলগ্রহণ কোর্‌বে তা'রা আমার দণ্ডনীয় হবে, এই রাজ্যের কর্ত্তা কেবল কৃষ্ণচন্দ্র, চন্দ্রহাস তাঁর আজ্ঞাবহ দাস, যাও তোমরা সর্ব্বত্রে এই আদেশ প্রচার ক'রে দাও, আমি এক্ষণে হরি আরাধনায় চল্‌লেম, তোমরা সাবধানে আপন আপন কার্য্য করগে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে!

(সকলের প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—চন্দনাবতি রাজপথ।

ত্রিশূল হস্তে শাক্তগণের প্রবেশ ও মদ্যপান।

(বাদ্যকর সহ অস্ত্রধারির প্রবেশ।)

অস্ত্র। মহারাজ চন্দ্রহাস কোরেছেন নিয়ম।
একাদশীতে খেলে অন্ন তারে জেনো যম॥
প্রতিদিন হরিপূজা সকলে করিবে।
না পূজিলে ভূপতির কোপেতে পড়িবে॥
সকলে সতর্ক হ'য়ে বুঝো কর কাজ।
বাজারে দামামা আজ্ বাজা বাজা বাজ্॥

১ম শাক্ত। ওরে ভাই শাক্তানন্দ! আনন্দময়ীর
আনন্দ ধামেতে আজ্ অকস্মাৎ আসি
দামামা বাজায় কোন দুর্ম্মতির দাস।
শক্তিসহ উপবিষ্ট আমরা ভৈরব,
মহা ভৈরব ভাবিনী মহাশক্তি রূপা
মহামায়ার মহাপূজায় গাঁপিয়াছি মন,
কোন কু-চক্রীর এ চক্র ভৈরবি চক্রের
ব্যাঘাত করিবার আশে দামামা বাজায়।
অদ্য তার সদ্য রক্তে তৃপ্ত হোক্ ত্রিশূল॥

অস্ত্র। কেরে কুলাঙ্গার তোরা কুলটা সহিতে,
কৌতুক করিস্ আজ্ একাদশী তিথি,
জানিস্ না বর্ব্বর, তা'তে অদ্য মদ্যপান,
সদ্যচ্ছিন্নশির হ'বি রাজার আদেশে
হরিভক্ত চন্দ্রহাস ধ্বংসিবে এখনি
এরূপ কুকার্য্য যদি যায় তার কানে।
ত্রিভুবনে কেনা জানে রাজার শাসনে,
পশুপক্ষী হরি ভজে একাদশী দিনে
তা'তে তোরা কি সাহসে বেশ্যাসহ এবে
মদ্যপানে বিমোহিত বৈষ্ণব-বিরোধি॥

২য় শাক্ত। কেরে তোরা মৃত্যুবশে বকিস্ প্রলাপ
ফিরিতে হ'বে না আর এই দ্যাখ্ ত্রিশূল
বিঁধিব যেমন ব্যাধে বিঁধে বিহঙ্গম।
শক্তিকে বলিস্ বেশ্যা পরম কারণে
-মদ্য ব'লে অদ্য নিন্দা করিস্ পামর?
ছেদিব রসনা আর নাহিরে নিস্তার,

বলি দিব কালীর দ্বারে ওরে নরপশু,
বলি জয় মা দক্ষিণা কালী দেও নরবলি,
পালা'বার পথ আর না'পা'বি দুর্ম্মতি।

(ত্রিশূল উত্তোলন।)

(বাদ্যকর ভয়ে বাবাবে গাবে করিয়া বেগে প্রস্থান।)

জুড়ীর গীত।

রাগিণী মূলতান।—তাল রূপক।

কি সাহসে আজি দুরাচার।
এসেছিস্ মমালয়, পাঠাব যমালয়,
প্রাণ যা'বে পালা'তে না পার্‌বি আর॥
জানি মহাকালী কাল কামিনী,
কাল-ভয়-হরা কাল বরণী,
তার পূজাতে করিবো তোরে ছেদন,
রুধির ভোজন, করিবে শৃগালগণ,
রাখিবে তোরে হেন সাধ্য কার॥

অস্ত্র। এই অস্ত্রে অদ্য আর র'বে না তোর উন্নত মস্তক
এখনি হইবি ছিন্নমস্তা প্রায়। (অসি উত্তোলন)

১ম শাক্ত। কি বলিলি নরপশু! আর না ক্ষমিব,
শুনিব না বৃথা দম্ভ, স্তম্ভিত করিয়ে
শুম্ভ নিশুম্ভ মর্দ্দিনী শুম্ভ সীমন্তিনী
মহাশক্তি মার পদ তোদের রুধিরে
বঞ্চিব ভঞ্জিবো গর্ব্ব সর্ব্বং সহা আজি
পশু শূন্য হ'বে এই বীরের প্রভাবে।

(যুদ্ধ)

(সকলের প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—চন্দনাবতী রাজসভা।

(মন্ত্রী ও সেনাপতিসহ চন্দ্রহাস আসীন।)

চন্দ্র। মন্ত্রিন্! হরির কৃপায় আমার শাসনে প্রজাগণ তো সুখে আছে আমার আদেশে সকল দেশে হরিনাম তো প্রচলিত হ'য়েছে সকলে তো সানন্দ মনে একাদশীতে অনশন ব্রতাবলম্বন ক'রেছে, হরি-পরায়ণ ভিন্ন তো কেহই নাই।

মন্ত্রী। মহারাজের আদেশ প্রচার জন্য এক জন বাদ্যকর ও এক জন অস্ত্রধারী নিযুক্ত করেছি, তা'রা সর্ব্বত্রে ঘোষণা দিচ্ছে, আপনার এম্‌নি প্রতাপ যে সকল লোকে অবনত মস্তকে আদেশ পালনে অঙ্গীকার ক'রেছে, মনুষ্যের কথা আর কি ব'ল্‌বো, পশু পক্ষী পর্য্যন্ত একাদশীতে আহার করে নাই সকল দেশের সমাচার পেয়েছি, কেবল পূর্ব্ব দেশ হ'তে ঘোষণাকারী আজ্ পর্য্যন্ত ফিরে আসে নাই।

(নেপথ্যে বাদ্যকর।)

মহারাজ! রক্ষা করুন রক্ষা করুন বাবা কি ভয়ানক ত্রিশূল, মেরেছিল আর কি।

(কম্পন)

চন্দ্র। মন্ত্রি! একি, চীৎকার করে কে।

(বাদ্যকরের প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজ! এই তো সেই ঘোষণাকারী, (বাদ্য-করের প্রতি) হ্যাঁরে! তুই ও রূপ পাগলের ন্যায় কি ব'ক্‌ছিস্।

বাদ্য। মন্ত্রী মহাশয়! পলাও পলাও এলো ব'লে গো এলো ব'লে, ধর্‌লেই অক্কা, বাবা যে ত্রিশূল, ভাগ্যে পালিয়ে এসেছি তাই রক্ষে (কম্পন)

মন্ত্রী। হাঁরে তোর সঙ্গে যে অস্ত্রধারীকে পাঠিয়ে ছিলাম সে কোথায়।

বাদ্য। ত্রিশূলে বিঁধেছে এতক্ষণ যমের বাড়ী।

মন্ত্রী। ত্রিশূল কিরে, স্থির হ স্থির হ ভয় নাই ভয় নাই প্রকৃত ঘটনা কি, ভেঙ্গে বল্।

বাদ্য। মন্ত্রী মহাশয়! তবে বলি শোন।

রাজার আদেশে, ভ্রমি দেশে দেশে,
সর্ব্বত্রে আমাদের জয়।
কি কুক্ষণে শেষে, গেলাম পূর্ব্ব দেশে,
অকালে হলো প্রলয়॥
মিন্‌সে দুইজন, আরক্ত লোচন,
মাগী একটা আছে সঙ্গে।
বাহ্য-জ্ঞান হীন, একাদশীর দিন,
মদ খায় কত রঙ্গে॥
রক্তবস্ত্র পরা, হাতে ত্রিশূল ধরা,
রুদ্রাক্ষের মালা গলে।
কার সাধ্য যায় কাছে, বীরভাবে ব'সে আছে,
মুখে জয় কালী কালী বলে॥
আমাদের মরণ, তাই এসব আচরণ,
দেখেও গেলেম তথা।
বড় গর্ব্ব করি, বল্‌লেম বল হরি,
তা'নৈলে র'বেনা মাতা॥

মশয় গো ! এই কথা বল্‌বামাত্র, রাগে প্রকম্পিত গাত্র,
বাম করে মদের পাত্র, আরক্ত নয়ন।
ঠিক যেন জবাফুল, ডান্ হাতে তীক্ষ্ণ ত্রিশূল,
সাহস দেখ্‌লাম অতুল, করাল বদন॥
ওগো, যখন জয় কালী বলে মুখে, দাঁড়ালো এসে সম্মুখে,
তখন আঁধার দেখ্‌লাম চখে, কাঁপিল জীবন।
একজন বল্লে রাগে, হরি টরি কোথায় লাগে,
আমাদের হৃদে যাগে, কালী অনুক্ষণ॥
জগৎকর্ত্রী কালী জানি, হরি টরি নাহি মানি,
আমাদের কাছে মর্দ্দানী, খাট্‌বে না অমন।
এই বোলে উঠালো শূল, যুদ্ধ বাঁধিল তুমুল,
ভয়ে প্রাণ হ'লো আকুল, কল্লেম পলায়ন॥
অস্ত্রধারী বোধ হয়, রণে হ'যে পরাজয়,
গিয়েছে শমনালয়, ফির্‌বেনাকো আর।
হায় রাজার আদেশ, বীরপ্রসূ পূর্ব্ব দেশ,
মান্‌লে না এই বিশেষ, মনক্লেশ আমার॥

সেনাপতি। আর না শুনিতে পারি এসব কাহিনী,
হায় কি অদ্ভুত খেলা, সিংহের প্রতি অবহেলা
করিবেক জীর্ণ শীর্ণ শৃগাল শাবক।
গরুড়ের সঙ্গে গর্ব্ব করিবে গৃধিনী,
ভ্রু-ভঙ্গী করিয়ে ভেক ভুজঙ্গে ভৎর্সিবে,
কি আশ্চর্য্য চঞ্চুদ্বয় করিযে বিস্তার,
চটকে করিছে রঙ্গ গ্রাসিতে গিরির শৃঙ্গ,
মশকের নাহি আতঙ্ক মাতঙ্গের নিকটে।
এসব অদ্ভুত দৃশ্য কার সহ্য হয়,

নাথ! আদেশ আদেশ এখনি দেখ্‌বেন
বাঁধিয়ে আনিব বিপক্ষ দলে কার সাধ্য
ভূমণ্ডলে অবহেলে আপনার আদেশ,
পাতালে পাঠা'বো আজি পূর্ব্বদেশী সবে,
দেখুক২ ত্রিলোকবাসী মম বাহুবল।

বাদ্য। সেনাপতি মশায়! তবে আপনি শীঘ্র যান শীঘ্র যান আপনার তো আর ভাবনা নাই পুত্র উপযুক্ত যা'হয় তাই ভাল।

সেনা। চুপ্‌কর্ আর তোর চালাকি কর্ত্তে হ'বে না, তা'রা এখন কোথায় আছে দেখাবি চল্।

বাদ্য। সেনাপতি মশায়! আমি তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দাও সেখানে যাওয়া আর যমের বাড়ি যাওয়া একই কথা, তোমার ঐ অসির দ্বারা বরং আমায় কেটে ফ্যাল, সেও ভাল, কিন্তু আমি ত্রিশূলের খোঁচানি কখনই সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না, মন্ত্রী মশায়! আমি তোমার পায়ে পড়ি তোমার গু খাই আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে আর কেন ভোগাও, আমাকে সেখানে গিয়ে আর দ্যাখাতে হবে না, একবার পূর্ব্বদেশে গিয়ে "হরিবোল হরিবোল" বল্‌লেই, সেই বিপক্ষেরা ত্রিশূল হস্তে "জয় মা কালী" বোলে যমের মত হয়ে এসে দাঁড়াবে। সেখানে গিযে আর যুদ্ধে বেশি পরিশ্রম কর্‌তে হ'বেনা, তা'রা রেগেই রয়েছে যাবামাত্র কাজ্ ফর্শা।

(বেগে অস্ত্রধারির প্রবেশ।)

অস্ত্র। মহারাজের জয় হ'ক্ মহারাজ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

চন্দ্র। সমস্ত বৃত্তান্ত বাদ্যকর মুখে শোনা হয়েছে আর বল্‌তে হ'বেনা, এখন চলো শত্রুগণকে সমূলে নির্ম্মূল কর্‌বো।

অস্ত্র। মহারাজ! তা'রা বড় সহজ শত্রু নয়, দৈব-বলে বলবান, তারা ত্রিলোককে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করে, তিলক দেখ্‌লে তেড়ে আসে, মুখে কেবল "জয়কালী জয়কালী" শব্দ, ত্রিলোক-জয়ী ত্রিশূল তা'দের সম্বল অহঙ্কারে ধরাকে শরা দ্যাখে বৈষ্ণবদিগের পক্ষে তা'রা বিশেষ বিদ্রোহী বোধ হয় আবার হিরণ্যকশিপুর নূতন বপু সৃষ্টি হয়েছে।

চন্দ্র। আর বিলম্ব করা উচিত নয়, চলো তারা কোথায় আছে দ্যাখাবে।

সবল থাকিতে চন্দ্রহাসের বাহুদ্বয়,
জীবিত অদ্যাপি আছে হরি-দ্বেষী জীব,
এ হ'তে আর আমার কি আছে অযশ,
হিরণ্যকশিপু যদি আবির্ভূত পুনঃ
তাতেই শঙ্কা কেন? যে নরসিংহ
নাশিল তাহারে, সেই হরিনাম অস্ত্র
দীপ্তমান, সেই অসি নাশিবে দুষ্টেরে।
চ'লো সবে হরি-রবে মাতাও জগৎ,
কি চিন্তা, কুচিন্তাহারী চিন্তামণী হরি,
সংহারিবে স্বয়ং শত্রুকে সমূলে,
উপলক্ষ মাত্র মোরা, রটিবে জগতে
হরিনাম মোক্ষ ধাম শত্রু নিসূদন।

(প্রস্থান।)

জুড়ীর গীত।

রাগিণী বাহার খাম্বাজ।—তাল ঝাঁপতাল।

অবিলম্বে সমরে চলো সবে।
বিনাশিব বিপক্ষে রক্ষিতে কেও নাবিবে॥

চন্দ্রহাস নামে মম ধিক্ ধিক্ শতবার,
অদ্যাপি জীবিত আছে কৃষ্ণ-দ্বেষী দুরাচার,
এ হ'তে আরো কিবা আছে অপযশ,
আয় অরিকুলে নির্ম্মূলিব হরি হরি রবে।

(সকলের প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধ স্থল।

(যোদ্ধৃবেশে সেনাপতি সহ চন্দ্রহাসের প্রবেশ।)

চন্দ্র। হরিনাম-দ্বেষী দুষ্ট দুরাচার কোথায়
প্রাণ লয়ে পালাবার পাবিনারে স্থান,
এখনি অশনিপাৎ হবেরে মস্তকে।
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল যেখানে যাইবি,
কোথাও নিস্তার নাই নিশ্চিত মরণ।
হরিদাস চন্দ্রহাস কৃতান্ত তোদের,
আজ হরে অগ্রসর, সম্মুখ সংগ্রামে,
দ্যাখা বলবীর্য্য কে তোদের রক্ষক,
ভক্ষক তক্ষক আমি তোরা ভেক শিশু।

(শাক্তের প্রবেশ।)

শাক্ত। জয় মা কালী, জয় মা কালী, জয় মা কালী,
কোন পামরের আজ আসন্ন মরণ
উচ্চরবে আহ্বানিছে অন্তকে অন্তিকে,
আর না ক্ষমিব এই বিশাল ত্রিশূল,

বিন্ধিব এখনি বিন্ধে যথা কিরাৎ কপোত শিশু।
তিলক-ধারী দুরাচার বৈষ্ণব বর্ব্বর!
বারবার বিদ্রোহিতা কার বুদ্ধি দোষে
যাবি যমালয়ে রক্ষা নাহি রে এবার,
এই দ্যাখ ত্রিলোক-বিজয়ী ত্রিশূল
তীক্ষ্ণ মুখে আস্বাদিবে তোদের হৃদের,
ধমনী বাহিত উষ্ণ শোণিত সম্প্রতি।

চন্দ্র। বৃথা বাগাড়ম্বরে আর নাহি প্রয়োজন,
ডাক্ তোর যদি কেহ রক্ষা-কর্ত্তা থাকে,
হরিভক্ত চন্দ্রহাস ধ্বংশিবে এখনি।

শাক্ত। মরি মরি হাসি পায় তোর কথা শুনি,
গলে তুলসীর মালা কপালে তিলক
নিস্তেজ বৈষ্ণব পশু আশু মৃত্যু মুখে
প্রবেশিত এলি হেতা শাক্ত সন্নিধানে।

চন্দ্র। আর অবসর তোরে না দিব দুর্ম্মতি,
এখনি অস্থির হইবি অসির আঘাতে
স্মর ইষ্টদেবেরে এ জনমের মত।

শাক্ত। কার বলে বলবান তুইরে বর্ব্বর!
ঘুচাইব দাম্ভিকতা স্তম্ভিত করিবে
এই দ্যাখ্ মৃত্যুরূপ সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূল।

(যুদ্ধ।)

শাক্ত। সাবাসি সাবাসি তোর শিক্ষার কৌশল
এই ত্রিশূলের কাছে অসি সঞ্চালন,
এতক্ষণ করেছিস্ তথাপি জীবন
ত্যজনাইরে তেঁই শত ধন্যবাদ।

চন্দ্র। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বৈরী দাঁড়ায়ে সম্মুখে
বলে কথা তুলে মাথা, ধিক্ বাহু মম,
চন্দ্রহাস নামে মম শতবার ধিক্।

শাক্ত। হাঁরে মূঢ় বল তোর কে অভীষ্টদেব
কার বলে বলী হয়ে এলি আজ্ রণে,
শুনিতে বাসনা মম সে সব কাহিনী।

চন্দ্র। ত্রিলোকের কর্ত্তা কৃষ্ণ কালীয়-দমন
কংশ ধ্বংশকারি মোর অভীষ্ট দেবন।
যে কৃষ্ণ নামেতে জীব কৃতান্ত বিজয়ী,
সেই কৃষ্ণ নাম করে আমি এসেছি সমরে।
কার সাধ্য করে যুদ্ধ বঙ্গ বৈরিদল,
করিব পাষণ্ড মুণ্ড খণ্ড খণ্ড আজি।

শাক্ত। কি বলিলি কৃষ্ণ তোর অভীষ্ট দেবতা
যে কৃষ্ণ কংসের ভয়ে নন্দালয়ে গিয়ে
গোপনে গোপান্ন খেয়ে রক্ষিল জীবন
তার উপাসক হয়ে এতো অহঙ্কার।
কি আশ্চর্য্য মশক শাবক সহকারে
সিংহসহ আজ্ সম্মুখ সমরে সাধ,
চুরি কোরে খেতো ননী তাই যশোমতি
বেন্ধেছিল, বাজাত বেনু ধেনু চরাইত
ডাকিত কানুয়া কানুয়া বলে রাখালেরা যারে
সেই কৃষ্ণ কি হয় তোর অভীষ্ট দেবতা।
আয়ানের নারীসহ উৎসাহ অন্তরে,
দিবসে কু-রসে মত্ত নিকুঞ্জে লম্পট,
আয়ান ধাইল রুষি, অসি উত্তোলিয়া

শুনি পাপী যোড় করি কালীকার পদে
কান্দিয়া কহিল কত কাকুতী করিয়া
উপজিল কৃপা তেঁই রক্ষিত কিঙ্করে
উদরে পূরিয়ে কৃষ্ণে স্বীয় কালীরূপে
ভুলাইল আয়ানেরে, ইষ্ট মূর্ত্তি হেরি
মোহিল আয়ান, তাই নিষ্কৃতি যাহার
সেই কৃষ্ণ কি তোর অভীষ্ট দেবতা।
গোচারণ কোর্‌তে যেতো ঘোর বনে যবে
ক্ষুধায় কাতর হয়ে কান্দিয়া কহিত
দশভুজা রূপে কালী দিত যারে ননী
সেই কৃষ্ণই কি তোর অভীষ্ট দেবতা।
জরাসিন্ধু ভয়ে যার ব্যাকুল জীবন,
সেই কৃষ্ণ কি তোর জানি প্রবল সহায়
তাই কি এতো গর্জ্জন, হায়রে দুর্দ্দশা
বায়সের বলে বক গরুড়ে না গণে
তুই যাহার রক্ষিত সেই কৃষ্ণ দীক্ষিত
মহাকালী মন্ত্রে। সেই কালিদাস মোরা
প্রকৃতি সেবক বলে ক্ষমিলাম এবে
প্রাণ লয়ে পালা পামর আর নাহি ভয়।

জুড়ীর গীত।

রাগিণী সোহিনী বাহার।—তাল একতালা।

আর নাহি ভয় ওরে দুরাশয় দিলাম অভয় তোরে।
করে পলায়ন রক্ষরে জীবন শক্তি তোর জেনেছিরে॥
যদি শক্তি ধরি, ত্রিশূল প্রহারি, পাঠাইতে পারি, কৃতান্তের পুরি,
প্রকৃতি সেবক, বলিয়ে নির্ব্বোধ, ক্ষমিলাম আজিরে॥

চন্দ্র। বৃথা এ বিশাল বাহু বৃথা অহঙ্কার
বৃথা অস্ত্রশিক্ষা মোর বৃথা প্রাণ ধরি।

কৃষ্ণ নিন্দাকারি অরি দাঁড়ায়ে সম্মুখে
পশিল কর্ণ বিবরে কৃষ্ণ নিন্দা স্বর।
ব্যথিত করিল প্রাণ সহিতে না পারি
সাবধানে সেনাপতি সৈন্যগণ সহ
রোধ পাপীষ্ঠের পথ পালাতে না পারে
আর না সহিব এই উত্তোলিত অসি
অন্তক সমান তোর আহ্বানিছে রণে,
আয়রে উন্মত্ত তোর উন্নত মস্তক
অসি খণ্ডে খণ্ড হয়ে ধরাশায়ী হবে।

শাক্ত। মস্তক সঁপেছি মোরা মস্তক মালীনী
কালীকার পদে চাই বিপদে না ডরি,
পশুর অবধ্য বীর নিশ্চয় জানিস্
প্রভাকর হয় যদি পশ্চিমে উদিত,
গিরি চূড়া খসে যদি চটকের ভরে
শৃগালে যদ্যপি করে সিংহের সংহার
তথাচ পশুর ঠাঁই নহে কভু ধির,
আর কেশ ভ্রান্ত পশু ক্ষান্ত হয়ে রণে
পূজার সময় হলো মহাকালীকায়,
ক্ষণেক বিলম্ব কর বিঘ্ন বিনাশিনী
ঈশানীর পাদপদ্ম পূজিতে চলিনু।

(প্রস্থান।)

চন্দ্র। পূজার ছলনা করে প্রাণ ভয়ে পশু!
পলায়ন করিস্‌নারে আসিস্ সত্বরে,
আমিও চলিনু কৃষ্ণের চরণ কমল
চন্দন তুলসী দিয়ে করিতে অর্চ্চনা।

(প্রস্থান।) (ঐক্যতান বাদ্য।)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অমরাবতী ইন্দ্র সভা।

(ইন্দ্র, চন্দ্র পবন ও যম আসীন।)

ইন্দ্র। কিহে কৃতান্ত! কি বিপদের কথা বল্‌ছিলে বলতো।

চন্দ্র। বলি আবার তো অসুরগণ উন্নত হয় নাই।

যম। অসুরগণ উন্নত হলেইবা আমাদের ভয় কি? অসুর-নাশিনী ঈশাণী অথবা দানবারি হরি এর একজনের শরণ নিলেই সে শঙ্কা একেবারে সমূলে নির্ম্মূল হবে, এতো তা নয় তাইতে বড় ভীত হচ্ছি।

পবন। যদি দানবগণ উন্নত না হয়ে থাকে, তবে তোমার এতো ভয় কিসের? কি হয়েছে বল, আমি এখনি তার উপায় কর্‌ছি।

যম। আর বল্‌বো কি মাথামুণ্ড শুন্‌তে পাওনা কি শাক্ত বৈষ্ণবের ঘোরতর যুদ্ধ বেধেছে।

পবন। তাতে তোমার ভীত হ'বার কোন কারণ নাই, বরং আনন্দিত হওয়াই উচিত, তুমি আবার মরার কর্ত্তা যুদ্ধে যত মর্‌বে, ততই তোমার অধিকার বাড়্‌বে।

যম। ওহে এখন রহস্যের সময় নয়, মহাবৈষ্ণব চন্দ্রহাস, মহাশাক্ত শাক্তানন্দ এদের ঘোরতর যুদ্ধ বেধেছে, আমি শুন্‌লেম মহাবিষ্ণু স্বয়ং সেই বৈষ্ণব পক্ষে পক্ষপাতি, এবং মহাকালী

স্বয়ং সেই শাক্ত-পক্ষে পক্ষপাতি কর্‌বেন, সুররাজ! বিবেচনা করুন আমরা দেববর্গ এই দুয়ের দয়াকাঙ্খী, আমাদের যখন যে বিপদ উপস্থিত হয়, তখনি এই দুয়ের দয়াবলে উদ্ধার পাই, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি প্রধান প্রধান দৈত্য ভয়েতে কেবল নৃসিংহ রূপী হরির কৃপাতেই নিষ্কৃতি পেলেম, বিবেচনা কর, মহিষাসুর, চন্দ্রাসুর, শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত দনুজ দলকে যদি কৃপাময়ী কালী বিনাশ না কর্‌তেন, তবে কি আর দেবদলের দুর্দ্দশা কখনও দূরীভূত হ'তো সে নাই হক্ যদি শাক্ত-বৈষ্ণবের যুদ্ধ উপলক্ষে মহাবিষ্ণু এবং মহাকালীর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তবে আমরা কোন পক্ষে থাক্‌বো।

ইন্দ্র। কৃতান্ত! একেই বলে উভয় শঙ্কট, তুমি যে ঘটনা বল্‌লে, এতে আর আমি স্থির থাক্‌তে পার্‌ছিনা আমাদের দেব-দলের এর চেয়ে আর কি বিপদ আছে, পিতা মাতা পরস্পর কলহ কর্‌লে যেমন কোলের বালকের কষ্ট হয়, আমাদের দেখ্‌ছি সেইরূপ ঘটেছে আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়, চল সকলে পিতামহ ব্রহ্মার কাছে যাই, এর যা বিহিত হয় তা, তিনি কর্‌বেন, আমাদের সকল বিষয়ের মন্ত্রণা দিতে কেবল একমাত্র সেই পিতামহ।

যম। তবে চলুন।

(প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—ব্রহ্ম-লোক।

ব্রহ্মা যোগাসনে উপবিষ্ট।

(দেবগণের প্রবেশ।)

ইন্দ্র। পতিত বড় বিপদে আজি দেবগণ।
প্রসন্ন নয়নে হের পতিত পাবন॥
তুমি অগতির গতি ত্রিলোক পালক।
সৃজিলা স্বেচ্ছাতে প্রভো! তুমিত ত্রিলোক॥
সম্প্রতি শরণাপন্ন অমর সকল।
ভয়েতে কম্পিত প্রাণ ভাবি অমঙ্গল॥
তুমি আমাদের নাথ মঙ্গল কারণ।
একবার দ্যাখ আঁখি করি উন্মীলন॥

ছেলেদের গীত।

রাগিণী বেহাগ জংলা—তাল একতালা।

কুরু ভয় নাশং হে ভয় হারি।
ওহে দয়াময়, দয়াময় হে,
যদি নিজগুণে কৃপাবিতরি।
আজ্ দেবদল বলহীন নাথ, পড়িয়ে বিষম বিপদে,
তোমার কৃপাবিনে আর গতি নাই, বিপদ সাগরে দাও পদতরি।

ব্রহ্মা। বৎসগণ! তোমরা আজ্ অসময়ে উপস্থিত কেন? দেবরাজ! দৈত্যগণ তো গর্ব্বিত হয় নাই?

ইন্দ্র। পিতামহ! এখন আর আমাদের দৈত্য-ভয় নাই, সে ভয়ে এখন নির্ভয় আছি।

ব্রহ্মা। তবে বিষণ্ণ বদন কেন ?

যম। প্রজানাথ! সম্প্রতি সর্ব্বনাশ উপস্থিত, পরম বৈষ্ণব চন্দ্রহাস এবং শাক্ত চূড়ামণি শাক্তানন্দ এদের পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ হচ্ছে, আমি শুনেছি মহাবিষ্ণু স্বীয় ভক্ত চন্দ্রহাসের সহায় কর্‌তে সুদর্শন চক্রসহ যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা কর্‌বেন এবং মহাকালী নিজভক্ত শাক্তানন্দের পক্ষ সমর্থন কর্‌তে অসীহস্তে ডাকিনী যোগিনী সহ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণা হবেন। পদ্মযোনী এইরূপে মহাকালীর সঙ্গে মহাবিষ্ণুর যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে যেঁ আপনার সৃষ্টি লয় হ'বে তা'তে আর সন্দেহ নাই আর আমরাইবা এখন কোন পক্ষে যাই উভয় পক্ষই আমাদের রক্ষার স্থান, যিনি ক্রোধ কর্‌বেন, আমাদের তা'তেই ক্ষতি তা'তেই সর্ব্বনাশ, উভয়ের মন রক্ষা করা বড় কঠিন কার্য্য, এখন আপনার যা কর্ত্তব্য হয় তাই করুন, উপস্থিত যুদ্ধে বড় বিপদ দেখ্‌ছি।

ব্রহ্মা। কৃতান্ত! তুমি যা বল্‌লে এতো বিপদের বিষয়, মহাশক্তির সঙ্গে মহাবিষ্ণুর যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে যে সর্ব্বনাশ হ'বে তা'তে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, এখন এর আর অন্য কোন উপায় নাই, কেবল যা'তে যুদ্ধ না ঘটে, মহাশক্তির এবং মহাবিষ্ণুর যা'তে ক্রোধ পরিত্যাগ হয় তারই উপায় করা আবশ্যক।

ইন্দ্র। পিতামহ! সে উপায় কি ? তাও যে আমরা জানিনা কি কর্‌তে হবে বলুন আমরা আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী।

ব্রহ্মা। এক্ষণে স্তবের দ্বারায় তাঁদের তুষ্ট কোরে বর গ্রহণ ছলে যুদ্ধ যাত্রায় নিবৃত্তি করা এইটীই দেবগণের কর্ত্তব্য।

চন্দ্র। যে আজ্ঞে তবে অগ্রে চলুন মহাকালীর নিকটই যাওয়া যাক্।

ব্রহ্মা। তা কি হয়, তমগুণাবলম্বিনী মহাকালীর ক্রোধ

নিবৃত্তি সহসা হ'বার নয়, তবে মহাসত্ত্বস্বভাব মহাবিষ্ণুর ক্রোধ সম্বরণ অতি অল্প কালেই সম্ভব, অগ্রে আমাদের বিষ্ণুর কাছে যাওয়া উচিত হচ্ছে।

সকলে। যে আজ্ঞে তবে চলুন।

(প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৈকুণ্ঠ ধাম।

(বিষ্ণু আসীন।)

বিষ্ণু। (সক্রোধে) ক্ষত্রবংশ অবতংশ চন্দ্রহাস মম,
পুত্রসম প্রিয়তম, তারে আজ্ কি ত্রিশূলে বিঁধিবে,
এতো শক্তিধরে কি সেই শক্তির সেবক,
সুদর্শন! তুমি মম ত্রিলোক-বিজয়ী চক্র,
সুদর্শনে দেখি চিরকাল
করিয়ে ভৈরবি চক্র কুচক্রী কপটি
শাক্তানন্দ সহকারে নিন্দিছে আমারে
সতেজ থাকিতে তুমি,
যাও যাও দ্রুতবেগে শাক্তের রসনা ছেদ,
ক্রোধ রোধ কখন না হবে মম।

(দেবগণের প্রবেশ।)

ব্রহ্মা। দেবরাজ! প্রেতরাজ যা বলেছিল, তার প্রত্যক্ষ পেলেতো, উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার, ভক্তবৎসল ভগবান আজ্ একেবারে ক্রোধে অজ্ঞান হয়ে পোড়েছেন।

চন্দ্র। পিতামহ! এখন এর উপায় কি? কৃষ্ণের ক্রোধানলে যে ত্রিলোক দগ্ধ হয়ে যাবে, এখন উপায় কি শীঘ্র বলুন।

ব্রহ্মা। সকলে ঐক্য হয়ে স্তব করো তবে যদি সত্ত্ব স্বভাবের ক্রোধের অভাব হয়।

সকলে। যে আজ্ঞে।

ইন্দ্র। সম্বর হে পীতাম্বর ভয়ঙ্কর ক্রোধ,
যম। ক্ষমাকর যজ্ঞেশ্বর এই অনুরোধ।
চন্দ্র। বিশ্বময়! অসময় কেন লয় কর,
পবন। তাই বলি বনমালী ক্রোধ পরিহর।
বিষ্ণু। (ক্রোধে) সুরাসেবী শাক্তানন্দ উন্মত্ত সমরে,
ঐ দ্যাখ, সুদর্শন!
খণ্ড খণ্ড কর তার করের ত্রিশূল্।
ইন্দ্র। ভগবন! কৃপাবান হও দেবদলে।
হেরনাথ দাসগণে নয়ন কমলে।
বিষ্ণু। শূলপাণি স্বয়ং যদি শঙ্করী সহিত,
সমরেতে শাক্তানন্দের সহায়তা করে,
তবুনা ডরিবে সুদর্শন,
বধিবে বৈষ্ণববদ্বেষী শাক্ত পাপাত্মারে।
ব্রহ্মা। দেবগণ বহুক্ষণ প্রণত ও পদে।
দয়া করি দানবারি রক্ষ এ বিপদে।

বিষ্ণু। কেও প্রজাপতে! এ কি! দেবরাজ সহ দেবগণ এ সময়ে উপস্থিত কেন? কি নিমিত্ত শীঘ্র বল, আমি তোমাদের অভিলাষ এখনি পূর্ণ করবো, আমি অন্যমনস্ক ছিলাম ব'লেই তোমাদের কথায় কর্ণপাত করি নাই।

ব্রহ্মা। আমাদের এইমাত্র অভিলাষ যে আপনি তমগুণ

পরিত্যাগ করুন, সৃষ্টি রক্ষা করুন, আপনি মহাসত্ত্বস্বভাব পূর্ণব্রহ্ম হ'য়ে, আজ্ একটা মাতালের কথায় ক্রোধ কর্‌ছেন, কি আশ্চর্য্য! মশকের পক্ষ চালনায় সুমেরুসঞ্চালন। অগ্নিকণার আকর্ষণে অম্বুধির উষ্ণতা। এ অপেক্ষা অদ্ভুত আর কি হ'তে পারে, প্রভো! ক্রোধ সম্বরণ করুন ক্ষান্ত হ'ন।

বিষ্ণু। প্রজাপতে! আমার ভক্তের প্রতি শাক্তের অত্যাচার তা'তে আবার শুনেছি মহাশক্তি নাকি স্বয়ং সেই সমরে সহায়তা কর্‌তে যাচ্ছে এ সময় যদি আমি ভক্তের পক্ষ না হই, তা'হ'লে আর আমাকে লোকে ডাক্‌বে কেন?

ব্রহ্মা। দয়াময়! আপনি ক্ষান্ত হ'ন্, আমি মহাশক্তির নিকটে যাই এখনি তাঁকে শান্তিপথে আন্‌বো।

বিষ্ণু। পিতামহ! আমি তোমার কথায় ক্ষান্ত হ'লেম, কিন্তু তুমি মহাশক্তিকেও ক্ষান্ত হ'তে বলগে, পরে আমাদের উভয়ের আদেশমত বৈষ্ণবগণকে এবং শাক্তগণকে সদুপদেশ দ্বারায় শান্ত কর্‌বে, বিষ্ণুতে এবং শক্তিতে যাতে তাদের ভেদ জ্ঞান না থাকে, অথবা অভিন্ন জ্ঞান জন্মে, তুমি যুদ্ধস্থলে গিয়ে তা'দের যুদ্ধ হ'তে নিরস্ত করগে, যাও আর বিলম্ব করো না।

ব্রহ্মা। যে আজ্ঞে।

(সকলের প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কৈলাশ পুরী।

(ডাকিনী সহ কালী আসীনা।)

কালী। শুনিয়াছি বিষ্ণু আজ বৈষ্ণব সহায়ে,
করিবারে রণ, সুদর্শন সহ সমরে হবে অগ্রসর,
আরত নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে না পারি,
শাক্তচূড়ামণি ভক্ত শাক্তানন্দ মোর
ষড়ানন গজানন সম যারে জানি,
তারে রণে জিনে সাধ্য কার ?
কোটি কোটি কৃষ্ণ যদি একত্রিত হয়ে,
শতকোটি সুদর্শন চক্র করি হাতে,
তাতেই বা শঙ্কা কিসে,
এই ঘোর অসী, বিনাশিবে বিপক্ষ সকলে।

ডাকিনী। মা গো! আদেশ এখনি,
গিয়ে অরি সমুদয় উদরেতে পুরি,
উষ্ণ শোণিত আস্বাদি,
চক্র হেরি, নাহি ডরি মোরা।

(দেবগণের প্রবেশ।)

ব্রহ্মা। রক্ষ রক্ষ মোক্ষদাত্রী দক্ষযজ্ঞ নাশিনী।

কোটি কোটি মেঘনাদ ভেদ ঘোর হাসিনী ?
সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্বকারী ভীম খড়্গ চালিনী।
মুঞ্চ মুঞ্চ কোপ সদ্য দৈত্যমুণ্ড মালিনী॥

কালী। বীর সহ অহঙ্কার করে পশুগণ ?
তার আবার সহায়তা করিবে কেশব ?
চামুণ্ডা সহিতে নারে এতো অত্যাচার,
যাও হে ডাকিনীগণ ডাক ভূতগণে,
সংহার করিবো আজি সংহার মূর্ত্তিতে,
দেখি কার কত শক্তি কার কত তেজ,
কার কত যুদ্ধশিক্ষা কত সৈন্য বল,
করিতে পারি ত্রিলোক পলকে প্রলয়,
শক্তির যে কত শক্তি দেখাইবো আজি,
সব শক্তি সংহারিব শক্তি প্রহারিয়া,
যাও যুদ্ধে জনার্দ্দন সবলে সত্বর,
সুদর্শন চক্রসহ গরুড় বাহনে,
ব্রহ্মা আদি দেবগণ সঙ্গি হক্ তবো,
একত্রিত হক্ আসি ত্রিলোক নিবাসী,
সবে মেলি করো বলে অস্ত্র বরিষণ,
শঙ্কিত হবেনা কভু শাক্তানন্দ বীর,
অলক্ষিত ভাবে আমি শূন্যেতে থাকিব,
বদন ব্যাদন করি গ্রাসিব সকল।

ব্রহ্মা। রক্ষ রক্ষ মোক্ষ দাত্রি দক্ষযজ্ঞ নাশিনি,
কোটি কোটি মেঘনাদ ভেদ ঘোর হাসিনি,
সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্বকারি ভীম খড়্গ চারিণী,
মুঞ্চ মুঞ্চ কোপ সদ্য দৈত্য মুণ্ড মালিনী,

ছেলের গীত।

রাগিণী পরজ বাহার।—তাল ঢিমে তেতালা।

দয়া কর মা বিপদ নাশিনী।
দাও মা অভয় চরণ নিস্তারিণী॥
তুমি জগদ্ধাত্রী, তুমি জগৎকর্ত্রী, তোমার অন্ত কে জানে জননী।
ওমা তুমি বিনে তারা, দীনে দুঃখহারা, কে আছে বিশ্ব পালিকে,
ওমা সেইজন ধন্য, ত্রিলোকেরি জন্য, কটাক্ষে লহমা যাকে,
বিশ্ব প্রসবিনী, ওমা ভক্তের ভয় বিনাশিনী, ;
ওমা তুমি কুলকুণ্ডলিনী, মূলাধারা স্বরূপিণী,
ওমা তোমার অনন্তলীলা নিরদবরণী,
তোমার কৃপাতে শঙ্করী, জীবে তরে বিপদবারি,
(সেই মৃত্যুঞ্জয়ী ত্রিপুরারি ত্রিলোক,পালক হরি শশী প্রকাশে শর্ব্বরী)
তোমায় বিনয় করি, ধরি শ্রীচরণে,ক্রোধ সম্বর মা সনাতনী॥

কালী। উঠ উঠ বৎসগণ পায়ে পড়ি কেন,
ছেড়ে দাও যাব আমি সত্বর সমরে,
সুদর্শন চক্রসহ চক্রীর গরিমা,
চূর্ণীত করিবো আজ্ ঘূর্ণীত অসিতে,
কত বল ধরে বিষ্ণু দেখিব এখনি,
কি নিমিত্ত প্রজাপতি! ইন্দ্রাদি অমরে,
অসময়ে সঙ্গী করি কি বাসনা বল,
অচিরে করিয়ে পূর্ণ ভূর্ণ যাই রণে,
চূর্ণীকৃত করিব চক্রীর চক্রের গরিমা॥

ব্রহ্মা। মাতঃ! আজ্ আপনার ক্রোধ মূর্ত্তি দেখে ত্রিলোকস্থ সমস্ত প্রাণী ভয়ে প্রকম্পিত, অভয়ে! অমরগণকে অভয় দিন্ জগৎ সুস্থ করুন, জগজ্জননি! আপনি সকলের অধীশ্বরী, আপনার তো কা'র প্রতি ক্রোধ করা উচিত হয় না, প্রণত-

পালিকে! দেবগণের প্রতি দয়া কোরে আজ্ উগ্রভাব পরিত্যাগ করুন, ক্ষেমঙ্করি! আজ্ রণক্ষেত্রে যেতে ক্ষান্ত হন্, দেবি! দাসগণের এই অভিলাষ পূর্ণ করুন।

কালী। হিরণ্যগর্ভ্ভ! বিষ্ণুর সাহায্যে বৈষ্ণবদল যখন শাক্তের প্রতি অত্যাচার কর্‌ছে, তখন কি আমার ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য, আমি সকল সহ্য কোর্‌তে পারি, কিন্তু আমার ভক্তের প্রতি যদি কেহ অস্ত্রত্যাগ করে, তখন আর স্থির থাক্‌তে পারি না, ভক্ত যে আমার প্রাণ হ'তেও প্রিয়, তাতো তোমরা জান, যে দিন শুম্ভ-ভয়ে ভীত হয়ে তোমরা সকলে আমার স্মরণ গ্রহণ করেছিলে সে দিন তোমাদের জন্য আমি কি না করেছি, কেমন ইন্দ্র! স্মরণ হয় তো।

ইন্দ্র। জননি! যদ্যপি আমাদের প্রতি আপনার দয়া না হোতো, তা'হ'লে কি দৈত্যগণকে দূর কোর্‌তে কার সাধ্য হতো, কখনই নয়।

ব্রহ্মা। জগদম্বিকে! আমি এইমাত্র বিষ্ণুর নিকট হ'তে আস্‌ছি, তিনি যুদ্ধে যাবেন না, আর কারো সহায়তা কর্‌বেন না, আমাকে স্পষ্ট বল্‌লেন, পরমারাধ্যা! বিষ্ণু আরো বলেছেন যে আমাদের আত্ম বিচ্ছেদ করা তো কোন মতেই উচিত হয় না, সুতরাং শক্তির বিরুদ্ধে আমি কখন কোন কর্ম্ম করি না এবং কর্‌বোও না, তবে যাতে শাক্তের ও বৈষ্ণবের পরস্পর ভেদ জ্ঞান না থাকে, তাই করা কর্ত্তব্য।

কালী। পিতামহ! বিষ্ণুর বিজ্ঞতাতে এবং বিনয়বাক্যে আমার সকল ক্রোধ দূর হ'লো, তুমি বিষ্ণুকে ব'লো, আমি তো বিষ্ণুর চিৎ শক্তি, সুতরাং বিষ্ণুর বিরুদ্ধে আর আমি থাক্‌বো না, ক্ষান্ত হ'লেম, তুমি এখন যুদ্ধস্থলে গিয়ে দুই দলকে যুদ্ধ

করতে বারণ করগে, আমাদের উভয়ের আদেশে দুই দলের পরস্পর ভেদ বুদ্ধি দূর করগে আমি বিষ্ণুর সহিত একত্রে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের উপরিভাগে থেকে সমস্ত অবলোকন কর্‌বো এবং সকল অবগত হ'বো।

ব্রহ্মা। যে আজ্ঞে জননি!

(সকলের প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—যুদ্ধস্থল।

(চন্দ্রহাস আসীন।)

চন্দ্র। এখনো এলোনা কেন শাক্ত শৃগালেরা,
প্রাণ ভয়ে পামরেরা বুঝি পলাইত
জানে না বর্ব্বরগণ কৃষ্ণ নিন্দা করি,
মৃত্যু বিনা অন্য কার পাবে না আশ্রয়।

(শাক্তানন্দের প্রবেশ।)

শাক্তা। জয় মা কালী! জয় মা কালী! জয় মা কালী!
কালী নাম ডঙ্কা যার শঙ্কা তার কোথায়?
ভজিয়ে কারণে, আজি একারণে, যদি ত্রিশূল প্রহারি,
তবে ত্রিলোকে জিনিবো, ক্ষুদ্র পশু তুই
মোর যুদ্ধ যোগ্য নস্ ধর্ অসি এই শূল মৃত্যুরূপ তোর।

(যুদ্ধ)

(ব্রহ্মার প্রবেশ।)

ব্রহ্মা। যুদ্ধে ক্ষান্ত হও যুদ্ধে ক্ষান্ত হও শাক্তানন্দ! শূল সম্বরণ কর, চন্দ্রহাস! অসি চালনা করো না, শাক্ত কি বৈষ্ণব গে পরিচয় দাও। (দুই হস্তে দুই জনার অস্ত্রধারণ।)

শাক্তা। করিতে অবলম্বন কোন পক্ষ তুমি,
উভয় পক্ষের অস্ত্র দ্যাখ উত্তোলিত।

ব্রহ্মা। বিবাদ ভঞ্জন জন্য, কৃষ্ণ কালী দোঁহে,
পাঠাইলেন হেতা, সৃষ্টি কর্ত্তা, ব্রহ্মা মম নাম।

চন্দ্র। (অসি ভূমে নিক্ষেপ)
প্রণমামি পিতামহ! প্রসীদ এ দাসে।

শাক্তা। (ত্রিশূল ভূমে নিক্ষেপ)
আহাহা কি সৌভাগ্য বলে,
হেরিলাম অভয় যুগল চরণ।

ব্রহ্মা। অজ্ঞান আঁধারে তোরা অন্ধপ্রায় এবে,
কৃষ্ণ কালী এক বস্তু নহে ভিন্ন ভাব,
প্রদানিতে জ্ঞান চক্ষু আগমন মম,
হাঁরে মূর্খগণ! এতো কাল উপাসনা কোরেও কি অজ্ঞান অন্ধ, শ্যাম এবং শ্যামার যে এক প্রকৃতি এক বর্ণ তা'কি বুঝ্‌তে পারো না তবে বলি শুন।

শাক্তা। প্রভো! আমরা অবোধ, আপনি আমাদিগকে প্রবোধ দিন্।

ব্রহ্মা। বৎসগণ! বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ পূর্ণ ব্রহ্মের শ্যাম এবং শ্যামা দুইটি নাম মাত্র মূল একই প্রকৃতি, কেবল প্রত্যয়ের প্রভেদেতে স্ত্রী ও পুরুষ বোলে পরিচিত, যা'দের প্রত্যয়ের ভেদ নাই, তা'দের মনে স্ত্রী পুরুষ নপুংসক এ সকল চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই কেবল পূর্ণ ব্রহ্মরূপে তারা কৃষ্ণ কালী আরাধনা করে থাকে, সুতরাং ঐরূপ উপাসক সকলই এক মতাবলম্বী, পরস্পর বিদ্বেষ ভাব থাকে না, আরো বিবেচনা কর, যাঁর আদ্যে এবং অন্তে সমানরূপ সমান বর্ণ, ভাবান্তর হয় না তা'কেই তো পূর্ণ-

ব্রহ্ম বলে। তবে এখন প্রত্যক্ষে দ্যাখ সেই বস্তু কে, কালীকা এবং নন্দনন্দন ইহাদের আদির অন্তেতে এক বর্ণ, কালীকা ইহার আদিবর্ণ ও অন্ত্যবর্ণ এক, নন্দনন্দন ইহারও আদিবর্ণ ও অন্ত্যবর্ণ এক, সুতরাং উভয়েই এক ব্রহ্ম বস্তু, এর ভেদ জ্ঞান করা কেবল বিনাশ অস্ত্র, কালীকা এবং নন্দনন্দন ইহাদের যে ভাবে চিন্তা কর, তাতেই সমান, অর্থাৎ বিপরীত ভাবে চিন্তা কর্‌লেও একরূপ থাকে, অন্ত হ'তে আদি এবং আদি হ'তে অন্ত এই উভয়েরই একরূপ ভাবে শ্রুতিতে এক রূপই জানা যায়, কেমন হে চন্দ্রহাস! সন্দেহ গেল তো, কেমন হে শাক্তানন্দ! এখনও কি কালীতে কৃষ্ণেতে ভেদ জ্ঞান আপনাআপনি কাটাকাটি করে মর্‌বে, আর আমি বেশী বল্‌তে ইচ্ছা করি না, ঐ দ্যাখ ঊর্দ্ধভাগে তোমাদের উভয়ের ইষ্ট মূর্ত্তি একস্থানে থেকে তোমাদের ভেদ জ্ঞান ছেদ কর্‌ছেন ঐ দ্যাখ ঐ দ্যাখ।

শাক্তা ও চন্দ্র। (উভয়ে স্তব)

প্রণমামি কালীরূপা কালী কাত্যায়নী।
প্রণমামি কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণ চিন্তামণি॥
কাতরে বিতর কৃপা ছেদ ভেদ জ্ঞান।
উভয়ের চরণাশ্রিত আমরা অজ্ঞান॥

শাক্তা। ভাই চন্দ্রহাস! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

চন্দ্র। ভাই শাক্তানন্দ! তুমিও আমায় অনুগ্রহ কর।

ব্রহ্মা। শাক্তানন্দ! তুমি বারম্বার কৃষ্ণ নিন্দা করেছ অতএব তোমার ঐ রসনাতে একবার হরেকৃষ্ণ বল।

শাক্তা। ভাই চন্দ্রহাস! এসো আমরা সকলে একবার কালী-কৃষ্ণের নাম সংকীর্ত্তন করি এস।

জুড়ীর গীত।

রাগিণী বাহার।—তাল খাম্বাজ।

ভব জলধি তারণ কারণ।
হে নারায়ণ, ত্রিলোক পালক, গোকুল পালক,
ব্রজেন্দ্রবালক, বারিদ্ বরণ॥
কালী কাত্যায়নী কাল ভয় হরা,
নিরদ নিন্দিত নীল কলেবরা,
কালের কামিনী কবে অসিধরা,
কালের বক্ষে শোভিছে অভয় চরণ॥
অন্তরে চিন্তরে, সত্যরে হরে মন বিষয় বন্ধন ছেদন ;—
সেই কালী কৃষ্ণ নহে ভিন্ন মন,
অভিন্ন ভাবে চিন্তন করবে অনুক্ষণ,
ভয় বারণ শমন দমন,
হে নারায়ণ ত্রিলোক পালক,
গোকুল পালক, ব্রজেন্দ্র বালক, বারিদ বরণ॥

(সকলের প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

অষ্টম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কুন্তলরাজ-রাজসভা।

(মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি আসীন।)

ধৃষ্ট। এতো অল্প দিনের মধ্যে কুলীন্দ এতো অর্থ উপার্জ্জন কর্‌লে কিরূপে ? আর অহঙ্কারইবা কত, যারা ভেট্ নিয়ে এসেছিল, তারা আমার অন্ন পর্য্যন্ত খেলে না মিছামিছি একটা একাদশীর ভাণ কোর্‌লে মাত্র, যাই হোক্ আর অবসর দেওয়া হ'বে না, কোন না কোন একটা ছল কোরে তার অর্থগুলি আত্মসাৎ কোর্‌তে হয়েছে, এই কুন্তল নগরের একাধিপত্য তো আমারই, বৃদ্ধ রাজা তো কোন কর্ম্মই দেখেন না, কেবল হরিনাম কোরেই কাল কাটান বিশেষতঃ অপুত্রক, এ রাজ্য তো পরিশেষে আমারই হ'বে, আর হ'বে কেন, একরূপ হয়েছে, আমার অনভিমতে কার্য্য করে এমন সাধ্য কার নাই, যাক্ দূতকে অনেকক্ষণ পাঠান হয়েছে এখনও সেনাপতি আস্‌ছে না কেন ?

(সেনাপতির প্রবেশ।)

সেনা। মন্ত্রী মহাশয়! অভিবাদন করি।

ধৃষ্ট। সেনাপতি! আমি অদ্যই চন্দনাবতি নগরে কুলীন্দ রাজের সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে যাব, তুমি যানবাহকগণকে

প্রস্তুত হ'তে বলগে আর দুইশত সেনা যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত কোরে তুমি সিংহদ্বারে আমার অপেক্ষা কোর্‌বে, আমি অন্তঃপুর হতে এখনই আস্‌ছি, যাও আর বিলম্ব করো না।

সেনা। শিরোধার্য্য মহারাজ!

(সকলের প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

নবম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—চন্দনাবতি রাজসভা পার্শ্বকক্ষ।

(কুলীন্দ আসীন।)

কুলী। হরির কৃপায় পুত্ররত্ন চন্দ্রহাসকে লাভ কোরে আমার মনোদুঃখ একেবারে তিরোহিত হয়েছে, বৎস আমার রাজ্যগ্রহণ কোরে যা'তে রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, কিসে দেশের উন্নতি সাধন হয়, এ বিষয়ে তার বিশেষ লক্ষ্য, বিশেষ যত্ন, স্থানে স্থানে দেবমন্দির, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, অতিথিশালা এবং পান্থশালা প্রভৃতি সংস্থাপন করায় রাজ্যটী অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ কোরেছে, চন্দ্রহাসের সুবিচার সুশাসন সুনিয়ম এবং সুপ্রণালীতে প্রজারা পরমসুখে কালযাপন করায় আমার দ্বিগুণ কর বৃদ্ধি হয়েছে বৎস আমার রাজ্যভার গ্রহণের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র এখন বিষয় বাসনা পরিত্যাগ কোরে মহিষীকে লোয়ে নির্জ্জনে হরিচরণ চিন্তায় মন নিবেশ করাই আমার উচিত।

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজ! অভিবাদন করি।

কুলী। দূত! সম্বাদ কি?

দূত। মহারাজ! কুন্তল রাজ্য হতে মন্ত্রী মহাশয় এসেছেন কি অনুমতি হয়।

কুলী। (ব্যস্তভাবে) কি? মন্ত্রী মহাশয় এসেছেন, সর্ব্বনাশ, সহসা মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির এখানে আস্‌বার কারণ কি? বিনা আহ্বানে, বিনা সম্বাদে তাঁ'র আগমন তো কখনই সম্ভবেনা, তিনি যেরূপ ছলগ্রাহি খলস্বভাব বিশিষ্ট, না জানি কি সর্ব্বনাশ কর্‌তেই এমন অসময়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন, যাই হ'ক্ আর ভাবিচিন্তার আবশ্যক নাই, হরির মনে যা' আছে তাই হ'বে, এক্ষণে স্বয়ং গিয়ে সম্মানের সহিত তাঁ'কে লোয়ে আসা কর্ত্তব্য, দূত চল দূত চল।

(প্রস্থান।)

(ধৃষ্টবুদ্ধিকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

অদ্য আমার কি সৌভাগ্য! আপনার আগমনে চন্দনাবতি রাজ্য ধন্য হ'লো, (স্বগত) আজ্ ধৃষ্টবুদ্ধির মুখভঙ্গী দেখে আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে, সেদিন একাদশী তিথিতে আমার ভৃত্যগণ উপহার লোয়ে যায়, ইনি তা'দের আহার কর্‌তে বলেন, কিন্তু একাদশী ব্রত বোলে কেউ কিছু খায়নি, ভৃত্যদের মুখে শুনেছি,তা'তে ইনি আপনাকে অপমানিত জ্ঞান কোরে তা'দের উপর ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন, বোধ হয় সেই কারণেই এঁর আগমন, বাসুদেব হরি! এঁর ক্রোধ শান্তি করুন, আমাকে রক্ষা করুন, (প্রকাশ্যে) মন্ত্রী মহাশয়! আপনি কুশলে আছেন তো, মহারাজ কুন্তলক ভাল আছেন তো, প্রজাগণ সুখে আছে তো, শত্রুগণ রাজদণ্ড ভয়ে ভীত হয়ে আছে তো।

ধৃষ্ট। কোন কোন শত্রু ভীত নয়, তা'দের শাস্তি দিতে হবে।

কুলী। (স্বগত) আমার অনুমান মিথ্যা নয়, বোধ হয়, আমাকে লক্ষ্য করেই বল্‌ছেন, (প্রকাশ্যে) কা'রা মহারাজ কুন্তলক পতির ও আপনার সহিত শত্রুতাচরণ কোর্‌ছে?

ধৃষ্ট। এর পর বোল্‌বো, আচ্ছা কুলীন্দ! পূর্ব্বাপেক্ষা নগরের শোভা তো বিলক্ষণ দেখ্‌ছি, আমি প্রায় বিংশতি বৎসর এ রাজ্যে আসি নাই, দেবমন্দির করেছ কেন?

কুলী। আপনার আশীর্ব্বাদে একটী পুত্র লাভ করেছি এ সকল তারই কর্ম্ম, পুত্রটী বড় সৎস্বভাব, সর্ব্বদা হরিনাম করে, এ সকল মন্দির তারই স্থাপিত, এখন আমি আর রাজকার্য্য কিছুই করি না, সকলই পুত্র হস্তে অর্পণ কোরেছি।

ধৃষ্ট। তোমার কি একটী পুত্র হয়েছে? কৈ? আমি তো কিছুই জানি না, আমি জান্‌তাম্ তোমার পুত্র হ'বার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

কুলী। সকলই হরির কৃপায়, আমার ঔরসজাত পুত্র নয়।

ধৃষ্ট। তবে কি দত্তক?

কুলী। আজ্ঞে না তাও নয়।

ধৃষ্ট। তবে কিরূপ পুত্র?

কুলী। সচিবশ্রেষ্ঠ! প্রায় দ্বাদশ বৎসর গত হ'লো, আমি বনে মৃগয়া কোর্‌তে যাই, হরির কৃপায় দেখি, নিবিড় বন মধ্যে পঞ্চম বর্ষীয় একটি বালক এক মনে হরিনাম কোর্‌ছে, দেখ্‌লাম তা'র পায়ের অঙ্গুলি একটী ছিন্ন, তা'তে রুধির পড়্‌ছে, কি আশ্চর্য্য হরিনামের মহিমা! ঐ বালকের মুখে হরিনাম শুনে বনের হিংস্রক জন্তু সকল হিংসাভাব পরিত্যাগ কোরে বালককে বেষ্টন কোরে রয়েছে আমি তখন সানন্দ মনে ঐ বালককে পুত্র বোলে গ্রহণ কোর্‌লেম, ঐ যে পুত্র চন্দ্রহাস এই দিকেই আস্‌ছে।

(চন্দ্রহাসের প্রবেশ।)

কুলী। বৎস চন্দ্রহাস! মন্ত্রী মহাশয়কে প্রণাম করো, ইনিই আমাদের অধীশ্বর।

চন্দ্র। (প্রণামান্তে) পিতঃ! অধীশ্বর কি মনুষ্য হ'তে পারে, আমি জানি একমাত্র হরিই অধীশ্বর, অন্য কা'কেও আমি অধীশ্বর বোলে স্বীকার করি না, তবে আপনার কথা অবশ্যই আমার শিরোধার্য্য।

ধৃষ্ট। কুলীন্দ! এই বালকটী তোমার পুত্র।

কুলী। হাঁ মহাশয়!

ধৃষ্ট। (স্বগতঃ) কে এই বালক, কেন একে দেখে আমার মন এতো চঞ্চল হলো? এঁ্যা! আবার সেই দুশ্চিন্তা,কে যেন কানে কানে বোলে গেল, ধৃষ্টবুদ্ধি এই বালক সেই চন্দ্রহাস, তোমার সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হবে, উঃ কি ভয়ঙ্কর! আবার একি শুনি, নিষ্ঠুর মন্ত্রী তুমি ব্রাহ্মণগণের কথা শুনে নিতান্ত পামরের ন্যায় যা'কে বনমধ্যে বিসর্জ্জন কোরে চণ্ডাল হস্তে নিহত কোর্‌তে মনস্থ করেছিলে, এই সেই চন্দ্রহাস, উঃ কি কঠিন, কি কুটীল, কি ভয়ঙ্কর ঘটনা, (চন্দ্রহাসকে নিরীক্ষণ করিয়া) এই বালক তো সেই বটে এর মুখ দেখে আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হলো, যাই হ'ক্ এই আমার পরম শত্রু, একে নিশ্চয় বিনাশ কোর্‌তে হবে, কৌশলে বিনাশ না কোর্‌লে লোকে আমায় নিন্দা কোর্‌বে, কি ভয়ানক কথা, আমার ঐশ্বর্য্যের প্রভু একজন পর, তা' কখনই হ'বে না, (প্রকাশ্যে) কুলীন্দ! আমি তোমার পুত্রকে দেখে, যারপরনাই সন্তুষ্ট হ'লেম, তোমরা পতি-পত্নী এই পুত্রের সহিত কালযাপন কর, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

কুলী। আপনার সন্তোষে আমার পুত্রের অবশ্যই মঙ্গল হবে।

ধৃষ্ট। কুলীন্দ! আমি তোমার যেমত সম্পদ দেখ্‌ছি এবং তুমি যেরূপ ভক্তি প্রকাশ কোর্‌ছো, এতে এমন ইচ্ছা হয় যে চিরদিন এই স্থানেই থাকি, আর তোমার পুত্রের মুখে হরিনাম শুনি, কিন্তু রাজকার্য্য নষ্ট করাতে ইষ্ট হয় না, আমি ব্যস্ত প্রযুক্ত এখানে আস্‌তে একটা কথা ভুল কোরে এসেছি, মহারাজকে একটা বিশেষ কথা বোলে আস্‌তে বিস্মৃত হয়েছি, তোমার পুত্র চন্দ্রহাসকে কুন্তলপুরে অদ্যই পাঠাও আমি এর হস্তে একখানি পত্র পাঠাই সেই পত্রে প্রয়োজনীয় কথা লেখা থাক্‌বে।

কুলী। উত্তম, চন্দ্রহাস পত্র লোয়ে এখনি যাবে।

ধৃষ্ট। (স্বগত) জ্যেষ্ঠপুত্র মদন আমার বড় বিশ্বাসী, চন্দ্রহাস যেমন আমার পত্র লোয়ে তা'র নিকটে উপস্থিত হ'বে, সে অম্‌নি পত্র পাঠমাত্র একে বিষদানে বিনাশ কোর্‌বে, (প্রকাশ্যে) চন্দ্রহাস! আমার পুত্র মদনের নামে পত্র লিখ্‌বো, তুমি তা'কে সেই পত্র প্রদান কোর্‌বে, দেখো বৎস! রাজপত্র অতি গোপনীয়, তুমি পাছে উন্মোচন কর।

চন্দ্র। না মহাশয়! এরূপ অন্যায় কার্য্য কোর্‌লে আমার পাপ হ'বে হরি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

ধৃষ্ট। হ্যাঁ, তুমি যেরূপ হরিভক্ত, তোমাকে বিশ্বাস হয় বলেই তো আর কা'কেও পাঠা'লেম না, হরির শপথ করো দেখি যে পত্র উন্মোচন কোর্‌বে না।

চন্দ্র। আমি হরির শপথ করে বল্‌ছি পত্র উন্মোচন কোর্‌বো না।

ধৃষ্ট। কুলীন্দ! দোয়াত কলম কাগজ দাও তো।

কুলী। যে আজ্ঞে, এই নিন্।

ধৃষ্ট। দেখ কুলীন্দ! রাজ্য সম্বন্ধে গোপনীয় কথা কার সাক্ষাতে লেখা কিম্বা পড়া অবিধি তোমরা একটু—

কুলী। আজ্ঞে হাঁ নিকটে থাকা অবিধি বটে, আচ্ছা আপনি লিখুন।

(অন্তরাল।)

ধৃষ্ট। (পত্র লিখিয়া) একবার পাঠ করে দেখি।

পার্ব্বতিয়ঃ মিদং জ্ঞাত্বাঃ, ত্বয়া মদনঃ সত্বরে।
বিষমস্বৈঃ প্রদাতব্যং নাত্র কার্য্য বিচারণা॥

(অর্থাৎ) বৎস মদন! এই পত্র বাহককে পরম শত্রু জ্ঞান কোরে অবিলম্বে বিষদান কোর্‌বে, কোন বিচার বা বিবেচনায় আবশ্যক নাই, (পুনর্ব্বার লেখা) আশীর্ব্বাদ শ্রীধৃষ্টবুদ্ধি।

এই সহজ অর্থ মদন অবশ্যই বুঝ্‌তে পার্‌বে, তবে আর ভাবনা কি, এবার আর কোন প্রতিবন্ধক নাই, বিষ দিলে মৃত্যু হ'বেই হ'বে, প্রথমে চণ্ডাল দ্বারায় চেষ্টা করা আমার অন্যায় কার্য্য হয়েছিল, তারা অর্থলোভী বোধ হয় অধিক অর্থ পেয়ে বালককে ছেড়ে দিয়েছিল, এবার আর কোন মতেই নিস্তার নাই!

কুলী। মহাশয়! আপনার পত্র লেখা কি সমাপ্ত হয়েছে।

ধৃষ্ট। হ্যাঁ হয়েছে এই লও।

কুলী। দিন্ আমায় দিন্ (চন্দ্রহাসের হস্তে দিয়া) যাও বৎস! সাবধানে যেও, হরি তোমার মঙ্গল কর্‌বেন, শীঘ্র এসো, তুমি আমার অন্ধের যষ্টি, দরিদ্রের বল, তোমাকে পলকে না দেখ্‌লে আমি প্রলয় ভাবি।

চন্দ্র। তবে আমি চল্‌লেম।

(প্রণামান্তে প্রস্থান।)

ধৃষ্ট। (স্বগত) চন্দ্রহাসকে তো আর ফির্‌তে হ'বে না, বিষ খেলেই মৃত্যু, তবে আর বিলম্ব কেন, কুলীন্দের কাছে অর্থগুলি আদায় করা যাক্ (প্রকাশ্যে সক্রোধে) দেখ কুলীন্দ! তুমি আমার বড় অবমাননা করেছো।

কুলী। সেকি মহাশয়! আপনি এ রাজ্যের কর্ত্তা, আপনার অপমান কি কুলীন্দ কোর্‌তে পারে, এ কেমন কথা হ'লো।

ধৃষ্ট। আর তোর ভণ্ডামি কোর্‌তে হ'বে না, আমার রাজ্যটাই তুই নষ্ট করেছিস্, স্থানে স্থানে দেবালয়, চিকিৎসালয়, অতিথি আলয়, পুষ্করিণী খনন এ সকল কার্য্য তুই কার আদেশে কর্‌লি, জানিস্ না যে এ সকল কার্য্যে দেশের ক্ষতি হয়, যদি এই সকল স্থানে কৃষি রোপণ করা হ'তো, তা'হ'লে বরং রাজকর বৃদ্ধি হতো।

কুলী। এতেই বা রাজকরের হানি কি হয়েছে?

ধৃষ্ট। আমি তোর ও সকল অতিরিক্ত কথা শুন্‌তে আসি নাই, তুই আমাকে সকল সময় সকল বিষয় জানাস্ না কেন? আর যে বনে গিয়ে পুত্র লাভ করেছিস্ এ সংবাদ একদিনও আমায় দিস্‌নে, আর আর অনেক কারণ আছে তা তোকে বল্‌বার আবশ্যক নাই, আমি এই কারণে আজ্ তোকে রাজ্যচ্যুত কর্‌লেম, তুই আর এখানে থাক্‌তে পাবি না, তোর সম্পত্তি সকল আমার রাজকোষে ন্যস্ত হবে, এই আমি সেনাপতিকে আদেশ কোর্‌তে চল্‌লেম।

(বেগে প্রস্থান।)

কুলী। মন্ত্রী মহাশয়! ক্ষান্ত হ'ন্ ক্ষান্ত হ'ন্ এমন সর্ব্বনাশ কর্‌বেন না কর্‌বেন না একটু অপেক্ষা করুন।

(পশ্চাতে পশ্চাতে প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—চন্দনাবতি নগরোপকণ্ঠ।

(ধৃষ্টবুদ্ধিব দুই জন সৈন্যের বেগে প্রবেশ।)

২ জন সৈন্য। মার্ মার্ মার্‌রে ধর্‌রে মার্ মার্।

(ধৃষ্টবুদ্ধিব বেগে প্রবেশ।)

ধৃষ্ট। এই যে ভৃত্যগণ আমার আদেশ পালন কোর্‌ছে, তাই চন্দনাবতি নিদারুণ আর্ত্তনাদে অস্থির, এই আর্ত্তনাদ আমার পক্ষে পরম আহ্লাদ, আমার প্রতিজ্ঞা চন্দনাবতির যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, গৃহ দাহন, প্রজা পীড়ন। দুরাত্মা কুলীন্দ! আজ্ তোর অহঙ্কার চূর্ণ কোরে তবে আমার অন্য কাজ্, পাপীষ্ঠ! তুই ক্ষুদ্রাদপী ক্ষুদ্র পতঙ্গ হয়ে, ধৃষ্টবুদ্ধির দুর্দ্দম্য ক্রোধরূপ অগ্নিতে যখন ঝাঁপ দিয়েছিস্ তখন চন্দনাবতি নগরি সমেত তোকে আজ্ উচ্ছন্ন হ'তে হ'বে।

কুলী। মন্ত্রীবর মন্ত্রীবর পরিহর পরিহর রোষ
কিবা দোষ করিল আমার প্রজা,
কেন দাও হেন নিদারুণ সাজা,
হের হের মহাশয়!
তব অনুচরগণ হইয়া নির্দ্দয়
সর্ব্বনাশ করিল আমায় আদেশে তোমার।

ও হো হো ! সাধের চন্দনাবতি হ'লো ছারখার ।
অচিরে নিবার সবে
নতুবা না র'বে প্রজাগণ,
রাজমন্ত্রি !
রাজ কার্য্যে এসে
মজাইলে শেষে আমা সবে
দেহ ভিক্ষা প্রজাগণে
করো ত্রাণ এ ঘোর শঙ্কটে ।

ধৃষ্ট । আরেরে দুষ্টমতি !
মুখে কাতরতা ভাণ অন্তরে শঠতা তোর
রাজার সামান্য ভৃত্য তুই, একাদশী উপবাস,
ভাল ভাল কারাবাসে করাইব চির উপবাস ।

কুলী । ওহো হো সন্দেহ ঘুচিল মোর
এই হেতু হেথা আগমন তব,
এই হেতু পুরি কৈলে নাশ
এই হেতু প্রজাপ্রাণে ত্রাস,
ওহো হো এই হেতু প্রিয় পুত্র চন্দ্রহাসে মোর
পাঠাইলে কুন্তল নগরে ।
ওহো সন্দেহ সন্দেহ বাড়ে,
মন্ত্রি ! কি ছলে পাঠালে তারে
ধরি পায় বলহে ত্বরায়
মোর পুত্রের জীবনে
কুলক্ষ্য নাহি তো তব,
হা হা চন্দ্রহাস !
বৎস রে !

না বুঝিয়া করিনু বিশ্বাস,
শেষে হয় মোর সর্ব্বনাশ,
হা পুত্র! হা পুত্র!
হা চন্দ্রহাস!
কোথায় পাঠালে তারে
মন্ত্রীবর!
কোথা গেল চন্দ্রহাস,
হরি! পুত্র মোর দেখাইয়ে দাও,
ওহো হো অস্থির হয়েছি অতি
চন্দ্রহাস! চন্দ্রহাস!
ভয় নাই ভয় নাই এই যাই এই যাই
দেখি, দেখি কতদূরে পুত্র মোর।

(প্রস্থানে উদ্যত।)

ধৃষ্ট। (হস্তধারণ করিয়া) আরে রে দুরাচার!
ছল করি কোথায় পালাবি
কে আছো কোথায় আইসো ত্বরায়।

কুলী। ধৃষ্টবুদ্ধির নামের, সফলতা দেখিনু নয়নে,
ছি ছি মন্ত্রি!
ধর্ম্মে নাহি সবে তব হেন অত্যাচার।

ধৃষ্ট। হাঁরে অধার্ম্মিক!
ধর্ম্মাধর্ম্ম কি দেখাস তুই,
দেখি ধর্ম্ম কিরূপে বাঁচায় তোরে,
কে আছ আইস ত্বরায়

(দুইজন অনুচরের প্রবেশ।)

বাঁধদুষ্টে কঠিন নিগড়ে।

(অনুচর কর্ত্তৃক কুলিন্দকে বন্ধন)

কুলী। হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!
তোমারে পূজিয়া
তব একাদশী ব্রত করি
এ হেন দুর্গতি হ'লো শেষে
প্রভো!
সর্ব্বান্তর্য্যামি তুমি
তুমি সাক্ষী মম।

(বেগে মেধাবতীর প্রবেশ।)

মেধা। একি একি মন্ত্রি! কি করিলে কি করিলে
কি হেতু বাঁধিলে স্বামীরে আমার
খুলে দাও খুলে দাও দারুণ বন্ধন।
মন্ত্রীর মতন কি হে এই কাজ্
কি বলিবে মানব সমাজ,
কি বলিবে মহারাজ!

ধৃষ্ট। আরে দুষ্টে!
স্বামী তোর রাজদ্রোহি, তুইও তাই,
এই হেতু দোঁহে দিব ছলে
কুন্তল নগরে রাজার গোচরে।

মেধা। রাজদ্রোহি মোরা
মন্ত্রি! হেন পাপ কথা না কহিও আর
হরি সাক্ষী চির দিন রাজভক্ত মোরা।

ধৃষ্ট। প্রবঞ্চনা!

কুলী। পত্নি! যে জন না বোঝে ব্যাথা,
তার সনে কেন কও কথা,
ধৃষ্টবুদ্ধি নামের মহিমা

দেখাইল আমা দোঁহাকারে।

ধৃষ্ট। আরে রে দুরাচার! বার বার সেই কথা
যাবে মাতা তবু নাহি ডর।

মেধা। মন্ত্রি! পত্নীর গোচরে
পতিরে এ হেন কথা উচিত কি তব,
হায় হায় নগর ভাঙ্গিলে মোর
অগ্নিদাহে পোড়াইলে গৃহ,
ক্ষত দেহ করিলে প্রজাগণের
লুটিলে ভাণ্ডার।
তবু না মিটিল আশা
শেষে করিলে স্বামীর দুর্দ্দশা;
নাহি কিহে ধর্ম্মভয় তব।

ধৃষ্ট। ভৃত্যগণ! ইহারেও বাঁধ ত্বরায়?

(ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক মেধাবতিকে বন্ধন।)

কুলী। (ক্রোধে) মন্ত্রি! নিতান্তই কাপুরুষ তুমি।

ধৃষ্ট। পিশাচ! (মুষ্ট্যাঘাত)

মেধা। হরি! হরি! রক্ষাকর স্বামীরে আমার
দয়াময় তোমা বৈ আর কেও নাই
মধুসূদন! ত্রাণ কর বিপদ সাগরে।

ছেলের গীত।

প্রাণ যায় হায় কোথায় দীননাথ।
এসে দাসীর দুর্দ্দশা দেখহে,
মন্ত্রী অকারণে, নিষ্ঠুরাচরণে,
বেঁধেছে প্রাণে তা না সহে॥
দেখে অত্যাচার, হয়েছি নাচার,

মন্ত্রী স্বেচ্ছাচার, কে করে বিচার ;—
তুমি বিনে হরি, উপায় নাহি হেরি,
হে পীত বসন, যেদিন দুঃশাশন,
দ্রৌপদীর বসন, করে আকর্ষণ,
সেদিন বস্ত্রময়, হোয়ে দয়াময়,
তুমি পাঞ্চালীর লজ্জা নাশিলে ;—
তাই ডাকি নাথ তোমারে, বিপদে আমারে,
রক্ষা কর বিপদ বারি হে ॥

কুলী। হরি !
প্রাণ যায় সেও ভাল,
তবু না ভুলিব তব নাম,
তব নামে পড়িনু বিপদে,
তব নামে মরিতেও চাই,
হরি !
ধৃষ্টবুদ্ধি রুষ্ট তব নামে,
তব নামে পুত্রে মোর করিল বিনাশ,
শেষে তব নামে আমাদোঁহে দিল শূলে,
দিক্ ক্ষতি নাহি তায়,
লোকেতে বলিবে তবু
এক হরি নামে,
চন্দ্রহাস মেধাবতী কুলীন্দ মরিল।

ধৃষ্ট। চল দোঁহাকারে লয়ে কুন্তল নগরে।

(সকলের প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য)

দশম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কুন্তলপুর।

রাজভবনের নিকটস্থ উদ্যান।

(চন্দ্রহাস আসীন।)

চন্দ্র। এইতো কুন্তলনগরে এসেছি, বেলাও যে তৃতীয় প্রহর, আর্‌তো চল্‌তে পারিনা, সম্প্রতি এই মনোহর উদ্যানে একটু বিশ্রাম করি, নিদ্রায় বড় আকুল করেছে, এই বৃক্ষমূলে শয়ন করি। (শয়ন)

(চম্পকমালিনীর ও কনকলতার সহ গান করিতে করিতে বিষয়ার প্রবেশ)

গীত।

প্রাণ সৈ হের সাধের বাগানের বাহার।
মরি মরি কি মধুর মধু করেলো ঝঙ্কার॥
মল্লিকে মধু মালতি, শেউতি গোলাপ জাঁতি যুঁথি,
শোভিছে ফুল নানা জাতি, দেখে মন ভোলেনা কার॥
ফুটেছে প্রায় ফুল সকলি, জুটেছে তায় এসে অলি,
গুণ গুণ তান তুলি, গায়িছে বসন্ত বাহার॥

বিষ। দেখ্‌লো ওলো কনকলতা ঝুম্‌কোলতার বাহার।
কনক। আগে যে দেখে ওফুল চখে, খাসা বর হয় তার॥
চম্পাক। মন্ত্রী নিজে গিয়েছে খুঁজে আন্‌তে বিষয়ার বর।
কনকের কথা হবেনা বৃথা, মিল্‌বে লো সত্বর॥
বিষ। তুমিও যেমন কনকও তেমন, দুইজনেই খেপেছ।
কোন্ গণকের কাছে থেকে গণক্কার হয়েছ॥
যে কাজে এলে, সে কাজ ফেলে, বাজে কথায় সার।
অমন কথা বল্লে হেতা থাক্‌বো নাকো আর॥
চম্প। শুন বিষয়ে এ বিষয়ে রাগ করোনা ভাই।
বিয়ের ফুল ফুটেছে তোমার ভাবে বুঝিতে পাই॥
কনক। মন্ত্রীর মেয়ে তোমার চেয়ে বয়েসে ছোট জানি।
ওর্ বিয়ের ফুল ফোটে না ভাই তোমার ফুটেছে আগে।
বলি চিন্তা কি আর ভ্রমর তোমার আস্‌বে অনুরাগে॥

(গৌবিগোয়ালিনীর প্রবেশ।)

গোয়া। বলি হ্যাঁলা কণকলতা! কিসের কথা কৈতে ছিলি বল্।
কনক। নয় অনেক দূর, ঐ যে পুকুর, দুধে ঢাল্‌গে জল্॥
গোয়া। চালাকি ভাল, শিখিছিস্ হাঁলো, এত হয়েছিস্ পাকা।
আমার কাছে খাট্‌বেনা তোর শাকদিয়ে মাচ্ ঢাকা॥
দিদির কাছে লাজ্‌কি আছে মনের কথা খোল।
কনক। বল্‌ব কি আর ইচ্ছা আমার খেতে টকো ঘোল॥
চম্পক। (বিষয়ার প্রতি) ওদের কথা শুনে বৃথা সময় নষ্ট ভাই।
ফুল তুল্‌বো মালা গাঁথ্‌বো আর বেলা নাই॥
(কনকের প্রতি) ও কথা রাখ, এ দিকে দ্যাখ,
ফুল ফুটেছে কত।
লাকে লাকে, ঝাঁকে ঝাঁকে, ভ্রমর তাতে রত॥

গোয়া। কামে জ্বর জ্বর, কাঁপে থর থর, ঐ মালতি ফুল।
তা'রে একা পেযে, অলপ্পেয়ে, ভোমরা বসায় হুল॥
কে জানে কি রীত, পোড়া পিরীত, তবু নলিনী হাসে।
কনক। ছেড়ে ছলনা, দিদি বলনা, অলি কেন ফুলে বসে॥
গোয়া। পিরীতে পড়ে, এসেছে উড়ে, বসেছে মালতির বুকে।
কনক।
কা'রে কয় পিরীতি, বলনা তা'র কি রীতি, শুন্‌বো আজ্ কৌতুকে॥
গোয়া। জান্‌বি কি তোরা, পিরীতের ধারা, এখন রসের কলি।
ফুট্‌বে যখন, জান্‌বি তখন, কি কাজ করে অলি॥
মনের মতন, রসিক রতন, বর যদি মেলে।
সে হযে সুহৃদ, শেখা'বে পিরীত, মনের কপাট খুলে॥
চম্প। আই আই আই, লাজে মরে যাই, ও তোর কেমন কথা।
বিষ। মর মর মর, শর শর শর, বলছিস্ কি তোর মাথা॥
গোয়া।
দোষ করেছি, ঘাট্ মেনেছি, আর ক'বনা কথা।(রাগ ভরে যাওয়া)
কনক। দিবনা ছেড়ে, ধর্‌বো তেড়ে, যাবি তুই ভাই কোথা॥
একবার অনুরাগে, ললিত রাগে, সেই গানটী গাও যদি।
গোয়া। কথা কয়েছি, কটু শুনেছি, গাইলে কি মার খাব।
চম্পা। নাত্নীর কথায়, রাগ করোনা ভাই, আমরাও সঙ্গে গাব॥

গীত।

বল লো সৈ, মনের কথা প্রাণ জুড়াই কিসে।
আমার জ্বল্‌ছে প্রাণ দিবানিশি দারুণ কালীয়ার বিষে॥
কালার কটাক্ষ বাণে, আমায় বিঁধেছে প্রাণে,
আমি কেন চাইলাম সে কালার পানে,
আমার একুল ওকুল দুকুল গেল বিষাদ হ'লো হরিষে॥

কনক। গয়লা দিদি না এলে ভাই আমার জমকায় না, গয়লা দিদি! আবার কাল এসো ভাই, আর বেলা নাই আমরা এখন ফুল তুল্‌বো।

গোযা। তবে আমি এখন যাই ভাই।

(প্রস্থান।)

বিষ। কনকলতা। দেখ্‌লি ভাই মাগীটা কি বেহায়া মুখে কিছু আটকায না।

চম্পা। ছোট লোকের দশাই ঐ।

কনক। যাই হোক্ হাসিয়েছি কিন্তু।

চম্পা। আর কথায় কাজ নাই বেলা প্রায গেছে, শীগ্‌গীর কোরে ফুল তুলে নে যাই চল্।

কনক। আচ্ছা ভাই তবে চল্ ঐ যে বিষয়া এখনও ফুল তুল্‌ছে আয়লো বিষযা আয়।

বিষ। ভাই তোমরা চলো, আমি আর কিছু ফুল তুলে নে যাচ্চি।

চম্পা। আচ্ছা তুমি এসো।

(উভয়ের প্রস্থান)

বিষয়া। (স্বগত) আহা কি সুন্দর গোলাপ ফুলটী ফুটে রয়েছে, তুলে আনিগে, (কিছু অগ্রসর ও চন্দ্রহাসকে দেখে) একি! ইনি কে? বন দেবতা নাকি! না ফুল জগতের রাজা, মরি মরি এমন রূপতো কখন দেখি নাই, পৃথিবীতে এমন রূপ অসম্ভব শুনেছি কার্ত্তিক আর কামদেব এঁরাই বড় রূপবান, ইনি কি তাঁদেরি কেউ হবেন নাকি, যা'হক্ দেখ্‌তে হচ্ছে, ও না না বোধ হয় রাহুর-ভয়ে চন্দ্র এসে এই স্থানে লুকিয়ে আছে, এঁকে যে নিদ্রিত দেখ্‌ছি, ভালই হয়েছে, এঁর কটাক্ষে

কি আর রক্ষা থাক্‌তো, না, তা'হ'লে প্রাণ ভোরে আর ও রূপ দেখ্‌তে পেতাম, লজ্জা প্রথম দর্শনে চারি চক্ষু উন্মিলিত রাখে না, ইনি যেমন চক্ষু উন্মিলন কোর্‌বেন, অম্‌নি আমার চক্ষু নিমিলিত হবে, আশ মিটিয়ে ও রূপ দেখা হ'বে না, আমি দেখে নয়ন সার্থক করি।

বিষয়ার গীত।

আহা মরি মরি কি হেরি।
কিন্নর কি নর মরি কি মাধুরি॥
কোটি আঁখি দিলে বিধি,
নিরুপম রূপ নিধি,
ইচ্ছাকরে আঁখিভরে সদা নেহারি।
মন মোর এর প্রেমের ভিকারি।
ভুরুযুগ কবিধনু অতনু হানিল তনু,
অনুরাগ বাণে এখন আমি কি করি,
দাসী হ'তে সাধ এ দেহ দিতরি॥

একি, এক খানি পত্র নয়, পত্রইতো বটে, নিদ্রার ঘোরে হাত ঢলিয়ে পড়াতে পত্রখানি মাটিতে পড়ে গেছে, পত্রখানি পড়ে দেখ্‌বো, কি লেখা আছে, দেখি (মনে মনে পাঠ সবিস্ময়ে) কি সর্ব্বনাশ! এঁ্যা একি? আবার পড়ি, "পার্ব্বতিয় মিদং জ্ঞাত্বাঃ, ত্বয়া মদনঃ সত্বরে, বিষমস্যৈ, প্রদাতব্যং, নাত্র কার্য্য বিচারণা" উঃ কি ভয়ানক ব্যাপার! এ পুরুষ পিতার পরম শত্রু, পিতা এঁর প্রাণ বিনাশ কোর্‌তে উদ্যত হয়েছেন, এ ব্যক্তি যে পিতার কি অপহরণ করেছেন, তা জানি না, সম্প্রতিতো আমার মন হরণ কোরেছেন, এই যে স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে, পিতা দাদাকে লিখেছেন মদন, এই শত্রুকে পার্ব্বতিয় বিষ প্রদান কোর্‌বে, কোন বিচার কোর্‌বে না, উঃ কি সর্ব্বনাশ। উঃ কি সর্ব্বনাশ! পিতার প্রাণ কি পাষাণ, এঁর মুখ দেখেও

কি দয়া হ'লো না, এই পত্র দাদাকে দিলেইতো এঁর প্রাণ যা'বে, হায় হায় এমন পাত্র পেলে দেব-কন্যারা অমৃত দিয়েও আশ মিটাতে পারে না, তা'তে এঁর মুখে বিষ দিবে, আর এই হতভাগিনী বিষয়া তাই জেনে প্রাণ রাখ্‌বে ধিক্ আমার প্রাণে, যদি এমন পাত্রকে চিরদিন নেত্র ভরে দেখ্‌তে না পাই যদি এঁর মুখের প্রিয় সম্ভাষণে বঞ্চিত হ'লেম, তবে চক্ষু কর্ণ ধারণের ফল কি, (ঊর্দ্ধে) ভগবান্ ভূতভাবন ভবাণীপতে! দয়া করে দাসীকে এই বর দিন্, যেন এই বরকে বরণ কোর্‌তে পারি, আহা! এঁর যে আসন্ন মৃত্যু তা' একবার ভ্রমেতেও জানে না, হায় হায় পত্র মধ্যে নিজের মৃত্যুবাণ বহন করে এনেছে, পিতা যদি লেখ্‌বার সময়ে বিষমস্যৈ এই শব্দের মধ্যস্থিত সকারের একটু কালি কম দিতেন, এবং একটী আকার লিখ্‌তেন, তা'হ'লেইতো বিষয়াস্যৈ হ'তো, আর প্রদাতব্যং এই শব্দের অনুস্বরটীর কালিটুকু লেখণীর দ্বারায় ভারি কোর্‌তেন, তবেইতো প্রদাতব্যা হ'তো, বিষয়ারও আশালতায় সুফল ফল্‌তো, তা না লিখে এমন সর্ব্বনাশের লেখা লিখ্‌লেন কেন, তবে কি বিষয়ার চিরকষ্টের জন্যই এই লেখা লিখেছেন, আমিতো প্রাণ থাক্‌তে এই প্রাণবল্লভকে বিষ খেতে দিব না, (জীবকেটে) ছি ছি কল্লেম কি কল্লেম কি একেবারে একজন অপরিচিত মরণ্মুখ পুরুষকে প্রাণবল্লভ বোলে ফেল্লেম, এখন আর ভাব্‌লে কি হ'বে, যা' প্রাণ হ'তে বেরিয়েছে তা' আর ফের্‌বার নয় ইনিই আমার প্রাণবল্লভ ইনিই আমার প্রাণপতি জগতে ইনি ভিন্ন অন্য কেহই বিষয়ার প্রাণেশ্বর হ'তে পার্‌বে না, এতো ভাবনাই বা করি কেন? আমিও তো লেখা পড়া শিখেছি লোকে যে এক লেখা আর করে, আমিওতো তা

জানি, পিতার লেখার অন্যথা করাই বা আবশ্যক কি, এই যে চক্ষের জল আছে, আর এই যে হাতে ফুলের বোঁটা আছে এর দ্বারাই সব কাজ কর্‌বো, মকারের কালি টুকু তুল্‌লেই আকার হবে, ঐ কালির দ্বারায় আকার কর্‌বো, এবং অনুস্বরটীকে আকার করে রাখ্‌বো, তবেই সব কাজ মিটে যা'বে, তাই করি, (ঐরূপ করণ) লেখার তো অন্যথা কর্‌লেম আচ্ছা একবার পড়ে দেখি, কি অর্থ বোধ করে, পার্ব্বতীয় মিদং জ্ঞাত্বা, ত্বয়া মদন সত্বরে, বিষয়াস্যৈ প্রদাতব্যা নাত্র কার্য্য বিচারণা। বেশ হয়েছে আর কোন গোল নাই, এই যে স্পষ্টই বোধ হচ্ছে মদন শত্রু অর্থাৎ শিব তুল্য এই বরকে পার্ব্বতী তুল্য বিষয়াকে প্রদান কর্‌বে, কোন কার্য্যের বিচার কর্‌বে না, ধন্য আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্র, কিছু পরিবর্ত্তন হ'লেই আকাশ পাতাল হয়ে পড়ে, কোথায় বিষ দেবে, এই অর্থের বিপরীত কি না বিষয়া দেবে বোধ হচ্ছে, মাত্র দুটি বর্ণের পরিবর্ত্তন করেছি, আর চিন্তা কি এই ফুল নিয়ে মালা গেঁথে যে পুঁতুল সাজাতেম, তা' না কোরে বরং আজ এই প্রাণ পুঁতুলের গলায় দিই।

সাক্ষী থেকো দেবগণ, এঁকে দিলাম মালা।
আজ্ হ'তে এঁর দাসী হ'লো, রাজমন্ত্রীর বালা॥
মন প্রাণ সঁপিলাম এঁকে, ইনিই আমার পতি।
চিরদিন থাকে যেন, এঁর পদে মতি॥

(মাল্যদান)

বাসনা হইল পূর্ণ সফল জীবন।
সফল জনম আর সফল নয়ন॥
পাইয়ে পতি-রতনে, প্রমোদ কাননে।
গৌরি পূজার সুফল, লভিলাম এতদিনে॥

নিদ্রাগত বহুক্ষণ, জাগিতেও পারে।
আর না থাকিব হেতা, যাই অন্তঃপুরে॥

(প্রস্থান।)

চন্দ্র। একি! এত কি নিদ্রার ঘোরে ছিলাম জড়িত,
সমাগত সায়াহ্ন না জানিনু অলসে,
বসন্ত অনীল আছে কুসুম সৌরভ,
কণ্টকিত দেহ মন মদন আবেশ,
কেন হেন ভাব আজি, পুনশ্চ একি দেখি,
সুচিক্কণ গ্রথিত প্রসূন মালা গলে
কে দিল পরায়ে মোরে সাদরে ;
জনশূন্য উপবন কোথাও না হেরি
চক্ষে মানব সঞ্চার, তবে কে আসিল,
কেমনে বা দিল মম কণ্ঠে ফুলহার,
বিমোহিত প্রাণ মন দক্ষিণাঙ্গ সব
নাচিছে অবিরাম, লভিব কি বিনায়াসে
সাগর সঞ্চিত নারী অমূল্য রতন।
দেখা যাক্ বিধাত হে কিবা তব মনে,
বিলম্ব উচিত নহে যাইব কখন
মন্ত্রীর পত্রিকা লয়ে মদন সমীপে।
হরি স্মরি যাই চলি যা' হ'বার হ'বে
বৃথা চিন্তা মম আর।

(প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য কুন্তলপুর, মন্ত্রী-সভা।

(দুইজন পণ্ডিতসহ মদন আসীন।)

১ম পঃ। হাঁহে শ্রুতিভূষণ দাদা! আপনি যে বল্‌লেন বয়োধিকা কন্যা ঘরে রাখ্‌তে নাই, ঋতু হ'লে পিতা তাহা পান করে, এ কেমন কথা হলো হে।

২য় পঃ। হাঁহে বাচস্পতি দাদা! তুমি হ'লে নৈয়ায়িক তুমি কেবল বহ্নি ও ধূমই জান, ঐ "সদৈব ধূমে, পরিত্যাজ্যমানা, নৈয়ায়িকা মুদ্যফরাস তুল্যা" সদাই ধূম অনুসন্ধান করা হয়, এই জন্য নৈয়ায়িক পণ্ডিতকে মুদ্যফরাস বলে।

১ম পঃ। তুমি স্মৃতির কি জান, স্মৃতিতো পড়া নাই, ঐ যে বচনে লেখা আছে "পিতা পিবতি শোণিতং" পিতা শোণিত পান করে, বস্তুতঃ কি শোণিত পান করে তা নয়, ও শব্দের তাৎপর্য্য এই যে ঐ শোণিত পানে যে পাপ হয়, পিতা সেই পাপে পরিলিপ্ত হন্, এখন তো বুঝ্‌লে, বলি ভায়া দু'পাত পড়্‌লে পণ্ডিত হয় না, এসব ধর্ম্মশাস্ত্র স্মৃতি পুরাণ জানা অতি আবশ্যক।

২য় পঃ। কি বল্‌লে কি বল্‌লে স্মৃতি আমি পড়্‌বো দশা আর কি, ওতো মেয়েলি শাস্ত্র, পুরুষে ও সব পড়্‌বে কেন।

১ম পঃ। বটে, আচ্ছা তুমি বল দেখি, আ—কা—মা—বৈ—শনত্তকা, এর অর্থ কি ?

২য় পঃ। তর্কবাগীশ ভায়া ও আর কি বল্‌বো, ওতো সহজ কথা আদ্য আদ্য অক্ষরে সঙ্কেত করা।

১ম পঃ। ভায়া হে তবে তোমার পড়া আছে, না পড়ে সঙ্কেত বলে কা'র বাবার সাধ্য।

২য় পঃ। দেখ বাপ তুলিও না, তোমার ও স্মৃতিতে আমি প্রস্রাব করে দিই, স্মৃতি আবার শাস্ত্র, আঁরশলা আবার পাখি।

১ম পঃ। কি বল্‌লি মূর্খ স্মৃতি শাস্ত্র তোর গ্রাহ্য হ'লো না, তোর তর্ক শাস্ত্রে আমি মুতে ভাসিয়ে দিই, রাম বলেছেন, "তর্কশাস্ত্র মসীমানং স্বর্গানীং যোনীমাপ্নুয়াৎ" তর্কশাস্ত্র পড়্‌লে শৃগাল হয়, আজ তাই ঠিক দ্যাখা গেল।

মদন। আচ্ছা পণ্ডিত মহাশয়!—আ—কা—মা—বৈ—শনত্তকা, এর আদ্য অক্ষরে কি সঙ্কেত আছে ভেঙ্গে বলুন দেখি।

১ম পঃ। বুঝ্‌লেন না, আ—কা—মা—বৈ—শনত্তকা, আ হ'লো আলু, কা হ'লো কাচকলা, মা হ'লো মাচ, বৈ হলো বৈশাখ মাস অর্থাৎ বৈশাখ মাসে আলু কাচকলা দিয়ে মাচের ঝোল খেলে অনন্ত ফল হয়, এইটী স্মৃতিশাস্ত্রের বড় ফাঁকি, তা, নৈয়ায়িকের কাছে ও সব খাটে না, "নিপীতঃ কালকূটস্ত্বঃ হরস্ত্বা হি মানাঃ।"

২য় পঃ। দূর মূর্খ, ছি ছি তোকে আবার পণ্ডিত বলে কে, তুই কি মাতা মুণ্ড বল্‌লি, আষাঢ়ী কার্ত্তিকা মাঘী বৈশাখী পূর্ণিমাতে দান কর্‌লে অনন্ত ফল হয়, তা' না বুঝে কোথা হ'তে আলু কাচকলা মাচ এনে ফেল্‌লি এমন মূর্খকে রাজসভায় বস্‌তে দিতে নাই।

১ম পঃ। আমি মূর্খ না তুই মূর্খ।

২য় পঃ। আমি মূর্খ না তুই মূর্খ।

১ম পঃ। আমি মূর্খ না তুই মূর্খ। (এইরূপ উভয়ে কাপড় সামলান, নস্যগ্রহণ, টিকিনাড়া ইত্যাদি)

মদন। আরে আরে বসুন বসুন এতো রাগ কেন। (উভয়কে নিরস্ত)

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। চন্দনাবতি হ'তে এক জন পত্রবাহক দ্বারে উপস্থিত কি অনুমতি হয়।

মদন। লোয়ে এসো।

(দূতের প্রস্থান।)

(চন্দ্রহাসের প্রবেশ ও মদনকে পত্র প্রদান।)

মদন। (পত্র পাঠ করিয়া) পণ্ডিত মহাশয়! পিতা যে পত্রখানি লিখেছেন এর অর্থ কি বলুন।

১ম পঃ। (পত্র পাঠ করিয়া) কেন বেশ লিখেছেন, "পার্ব্বতিয় মিদং জ্ঞাত্বা ত্বয়া মদন সত্বরে" মদন শত্রু অর্থাৎ শিব-তুল্য এই বরকে, "বিষয়াস্থৈ প্রদাতব্যা নাত্র কার্য্য বিচারণা" পার্ব্বতি তুল্য বিষয়াকে প্রদান কোর্‌বে, কোন কার্য্যের বিচার কোর্‌বে না। এই তো অর্থ।

মদন। এই অর্থই ঠিক, তা'তে আর সন্দেহ নাই, এতো স্পষ্টই লেখা আছে আমিও তো ঐ অর্থ স্থির করেছি ভাল ভাল আপনাদের সঙ্গে কথার অমিল হ'লো না, আচ্ছা আজ কি বিবাহের দিন ভাল আছে।

২য় পঃ। বড় উত্তম বড় উত্তম আজ সুতহিবুক যোগ আছে।

১ম পঃ। উত্তম উত্তম দিন আছে আরও লেখা আছে "বর পা'বে যখন কন্যা দিবে তখন" আজি বড় উত্তম দিন, বিশেষ গোধূলী যোগ আছে।

মদন। এখনও কি গোধূলী আছে।

২য় পঃ। তা তর্কবাগীশ ভায়ার পদধূলী থাক্‌লেই গোধূলী থাক্‌বে।

১ম পঃ। বটে বটে তা' ভায়া বলা হয়েছে তো দাদা মহাশয় কেমন উত্তর হ'লো তো হাঃ হাঃ হাঃ তার্কিকের কাছে কার চালাকি চলে না, তবে চল চল বিবাহের উদ্যোগ করা যাক্‌গে চলো চলো।

(সকলের প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কুন্তলরাজ্য ; অন্তঃপুর।

ঢুলীগণের বিবাহবাদ্য।

(কুলরমণীগণসহ বিষয়া ও পণ্ডিতদ্বয়সহ মদন ও চন্দ্রহাসের প্রবেশ।)

পঃ। ওহে বাপু মদন! এখন তোমার ভগ্নীর বিবাহে অন্য কোন আড়ম্বরের আবশ্যক নাই, এক্ষণে গন্ধর্ব্বমতে মাল্যদান করাই কর্ত্তব্য, কেমন।

মদন। আজ্ঞে হ্যাঁ,—

পঃ। তা বুঝ্‌তে পেরেছি, "মৌনঃ সম্মতিঃ লক্ষণঃ" ওহে বাপু চন্দ্রহাস! তোমার গলার মালা ছড়াটা খোলো দেখি খুলে বিষয়ার গলায় দেও এঁ্যা—ই—তুমি আবার খোলো তো বাছা, খুলে বরের গলায় দেও, ধর ধর নিজে ধর, লজ্জা কোর্‌লে কি হ'বে ঐ ঘর চিরকাল কোর্‌তে হ'বে এঁ্যা—ই—(পরস্পরে

মাল্যদান) বেশ হয়েছে যেমন বরটী তেম্‌নি মেয়েটী অতি উত্তম হ'য়েছে ওহে বাপু পরামাণিক নেও না শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ছাউনি নেড়ে নেও না।

(পরামাণিক কর্ত্তৃক ছাউনি নাড়া, খুঁটী খাঁটা ছেড়ে দাও ইত্যাদি।)

(ববণাদি নৃত্য ও গীত।)

গীত।

আহা মরি কি আনন্দ আজি রাজ ভবনে।
হইলো শুভ-বিবাহ দ্যাখ দুর্নয়নেরে॥
বামে শোভে রাজবালা দেখ সৌদামিনী,
কুমার নিন্দিত কুমার কি মূর্ত্তি মোহিনীরে,
মরি কি রূপ মাধুরি যুগল মিলনে,
রোহিণী মিলিত চন্দ্র যেন ধরাশনেরে,
হেমলতা জড়িত যেন শোভে হেমতরু,
তেমতি বিরাজে দোঁহে কিবা সুচারু রে,
রতিপতি সহ রতি যেরূপ শোভিত,
শোভে চন্দ্রহাস তেম্‌নি বিষয়া সহিত রে॥

মদন। হরিভক্ত চন্দ্রহাস! পিতার আদেশ—
লিপি মতে, তব করে মোর বিষয়া ভগ্নী
করি সম্প্রদান, হইলাম আনন্দিত প্রায়,
হরিপদে মতি রাখি, দোঁহে, সুখে রহ চিরকাল।

চন্দ্র। মন্ত্রীপুত্র! ইচ্ছাময় হরির ইচ্ছায়,
হইনু আজ্ মন্ত্রীর জামাতা, এ বড় সৌভাগ্য মোর।

মদন। চলো এবে সবে মিলি, উৎসবাদি করি দরশন।

পঃদ্বয়। হাঃ হাঃ চলো চলো, উদরদেব বড় জ্বালাতন হ'য়েছে চলো চলো। বাজারে বেটারা বাজা, (বাদ্য)

(সকলের প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কুন্তলরাজ্য, রাজপথ।

(ধৃষ্টবুদ্ধি আসীন।)

ধৃষ্ট। কুলীন্দেরে পত্নী সহ, আনিলাম করিয়ে বন্ধন,
আজ্ঞায় আমার,
ভৃত্যগণ লয়ে গ্যাল সে দোঁহারে কারাগারে,
রাজারে বুঝায়ে ছলে, দিব এখনি সে দোঁহে,
এদিকেও আমার আদেশ পত্র পেয়ে,
চন্দ্রহাসে বিষদানে বধেছে মদন,
কণ্টক হইলো দূর,
চন্দ্রহাস! মম বিষয়ের তুই ভাবি প্রভু,
না না দুরাশয় আমার বিষয় নয়,
যমালয় ভাগ্যে তোর লেখা,
বিপ্রের বচন সত্য নহে কভু, প্রবঞ্চক শঠ্ বিপ্রজাতি,
মিথ্যাভাসে মজায় সবারে,
আর না বিপ্রগণে করিব বিশ্বাস;

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

এ কি, কিসের বাদ্য বাজে,
ওহোহো ঠিক মদন নন্দন মম শত্রুনাশ করি,
আনন্দ উৎসব বুঝি করে,
বাচনিক প্রশ্নোত্তর করিবার আগে
বাদ্য রবে বুঝাইল মোরে,

পিতা। হন্দ্রহাসে করেছি বিনাশ,
মদন রে! ধন্য পুত্র তুই মোর,
ঐশ্বর্য্য আমার নিশ্চয় অর্দ্ধ ভাগ তোর,
বাকি অর্দ্ধ দুই ভাগ করি,
এক ভাগ দিব কনিষ্ঠ নন্দনে,
আর ভাগ দিব প্রিয় কন্যা বিষয়ারে।

(বাদ্যকরগণের বাদ্য করিতে করিতে প্রবেশ।)

কহরে বাদকগণ! কোথায় মোর কুমার মদন।

বাদ্য। ওরে শালারা মন্ত্রীমহাশয়কে লোমস্কার কর্‌রে শালারা, মন্ত্রীমহাশয়! লোমস্কার লোমস্কার আপনার জয় হোক আমাদের বশ্‌কীস দিন।

১ম বাদ্য। মন্ত্রী মশায়! একটা হুঁকো দিন।

২য় বাদ্য। মুশায়! আমায় একটা কল্কে দিন।

৩য় বাদ্য। মুশায়! ছেঁড়া চ্যাটা দিন।

৪র্থ বাদ্য। (কাঁসি পাতিয়া) মুশায়! ত্যাল দিন।

ধৃষ্ট। ভাল ভাল পুরস্কার দিব আশাতীত,
কহ অগ্রে কোথায় মদন।

বাদ্য। আজ্ঞে তিনি যে এতোক্ষণ এই আপনার জামাই মশায়ের সঙ্গে এইখানে ছিল।

ধৃষ্ট। কি? আমার জামাই!

বাদ্য। আজ্ঞে হ্যাঁ, দিব্বি জামাই যেম্‌নি আপনার মেয়েটী তেম্‌নি জামাইটী হয়েছে খুঁজে খুঁজে বেশ পছন্দ করেছো মহাশয়, বেশ জামাই হয়েছে আর বড়লোক কি না বেশ পচন্দ, আজ্ আমরা বাজিয়ে হাত সার্থক কর্‌বোরে শালারা বাজা বাজা বাজা। (বাদ্য।)

ধৃষ্ট। আরে বেটারা থাম থাম থামরে বেটারা থাম থাম্।

বাদ্য। কি জ্বালা মশায়! কেন মশায় থাম্‌বো কেনগো, আপনার কান ব্যতীত আমাদের ঢোলের বোল বুঝ্‌তে পারে কে? ভগবানের ইচ্ছায় আপনার যদি চার্‌টে কান হতো আর আমাদের যদি চার্‌টে করে হাত হতোরে শালারা তা হলে আজ্ বাজিয়ে—বাজা শালারা বাজা বাজা বাজা (বাদ্য)

ধৃষ্ট। আরে রে বাদকগণ! কেন না কহিস্ কথা,
বল্ কে মোর জামাতা।

বাদ্য। সে কি মশায়। আপনি শ্বশুর হয়ে জামায়ের নাম জানেন নি, আমরা ত জানি জামাই চন্দরহাস।

ধৃষ্ট। কি, চন্দ্রহাস,
আরে দুষ্টগণ। মোর সনে পরিহাস
বাদ্যযন্ত্রসহ মস্তক করিব চুর, (প্রহার)

বাদ্য। আজ্ঞে না না না চন্দরহাস নয়, সুদু চন্দর, মশায়।

ধৃষ্ট। চন্দ্রহাস আবার চন্দ্রহাস এঁ্যা (প্রহার)

বাদ্য। মশায় গো আমার মাতা ফাটান গো ঢোল না ফাটে গো, ঢোলের চামড়া ফাট্‌লে খাব কি গো।

ধৃষ্ট। দূর হরে নীচগণ (প্রহার)

(বাদ্যকরগণের প্রস্থান।)

(ক্ষীর, দৈ, সন্দেশ, শরা, হাঁড়ী লইয়া ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।)

সকলে। (উদ্গার) হেউ, হেউ, হেউ,—মন্ত্রী মহাশয়ের জয় হোক জয় হোক হেউ, হেউ,—

১ম। অদ্য আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র মদন আমাদের চোষ্য চোষ্য লেহ্য পেয় কোরে উত্তমরূপ আহার করিয়েছেন। (উদ্গার)।

ধৃষ্ট। কোন কার্য্য উপলক্ষে ?

২য়। আপনার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে, আপনার আস্‌বার অগ্রেই তিনি আপনার অনুমতিক্রমে এই শুভ-কার্য্য সম্পন্ন করেছেন, আপনার জামাতা বড় হরিভক্ত বড় সুশ্রী।

ধৃষ্ট। চন্দ্রহাস জামাতা আমার, আমারই খেয়ে আমারই অপমান। (প্রহার)

৩য়। আহাঃ হাঃ হাঃ সব ক্ষীরটাই পড়ে গ্যাল গো।

৪র্থ। আহাঃ হাঃ হাঃ গা ময় দৈ মাখামাখি হ'লো যে গো।

১ম। ঐ যা সন্দেশগুলো পিণ্ডিবৎ তাল পাকিয়ে গ্যাল হে, দশ দশ গণ্ডা মণ্ডা একেবারে চট্‌কে একটা—

২য়। তবু তো তোমার ভাই একটা, আমার গোল্‌লা গুলো যে গোল্‌লায় গেল হে ঝক্‌মারি কোরে পেট ভ'রে না খেয়ে কি কুকাজই কোরেছি গো।

৩য়। মন্ত্রী কি সুরাপান করে থাকেন।

৪র্থ। অবশ্য। নৈলে আজ্ এতো উন্মত্ত কেন।

ধৃষ্ট। আরেরে দুষ্টগণ এক দড়িতে বান্ধিবো সকলে আজ্। (প্রহার)

১ম। ও ভায়া! গতিক বড় ভাল নয় "যৎপলাণ্ডী সঃ জীবতি।"

(ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।)

(স্ত্রীগণের প্রবেশ।)

ধৃষ্ট। কহ কহ নারিগণ! কিসের কারণ,
বাদ্যরব, মহোৎসব, ব্রাহ্মণ ভোজন।

১ম না। আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র মদন চন্দ্রহাসকে কোথা থেকে পেয়েছেন তাই বাদ্য।

ধৃষ্ট। মদন চন্দ্রহাসকে কি কিছু ধন দিয়েছে।

২য় না। সামান্য ধন নয়, চন্দ্রহাসকে আপনার কন্যা বিষয়া ধনকে দিয়েছে।

ধৃষ্ট। আরে রে নিশাচরিগণ! আমার সম্মুখে তোদের এ কথা বোল্‌তে লজ্জা বোধ হ'লো না দূর হ।

১ম না। ও মা, কি ঘেন্না, মন্ত্রী মহাশয়কে হন্যা কুকুরে কামড়েছে নাকি।

২য় না। তাই হ'বে নৈলে এতো উন্মত্ত কেন।

ধৃষ্ট। এখনও যে দাঁড়িয়ে আছিস্ পুরস্কার চাস্ এই নে। (প্রহার)

(স্ত্রীগণের প্রস্থান।)

ধৃষ্ট। কি বিভ্রাট সকলের মুখেই যে ঐ কথা শুনি, ব্যাপার কি হ'লো মদন ক'রেছে কি।

(মদনের প্রবেশ।)

পুত্র পুত্র কহ ত্বরা কিসের উৎসব,
আজ্ঞা মোর করেছ পালন।

মদন। পিতঃ! আজ্ঞা তব কোরেছি পালন,
পত্র পাঠ করি তব,
চন্দ্রহাসে বিষয়া করিনু সম্প্রদান,
কল্য নিশাকালে হইয়াছে মঙ্গল বিবাহ,
পিতঃ! ধন্য তুমি,
বহু তপস্যার ফলে পেয়েছেন সুন্দর জামাতা,
ধর্ম্মবীর চন্দ্রহাস নবপত্নী সনে,
পৌর জনগণ লোয়ে আনন্দিত মনে,
অন্তঃপুরে হরি সংকীর্ত্তনে,

উঠিয়াছে একেবারে মাতি,
পিতঃ পিতঃ হরিনাম হীন এই কুন্তল নগর,
শুনিনে কখন হেন হরি সংকীর্ত্তন।
নব বরবধূ হরিনাম মধু ঢালিছে পিয়াসী জনে,
চল চল তুমিও শুনিবে পিতঃ!

ধৃষ্ট। আরে রে পাপাত্মা কুমার!
ধিক্ তোরে কোটী কোটী বার,
দর্প তেজ গৌরব আমার,
একেবারে করিলি ছারখার।
ছি ছি ছি কি লজ্জার কথা,
কি ঘৃণার কথা, প্রাণে দিলি ব্যথা,
দৃষ্টিপথ ছাড়ি, গৃহ মোর ছাড়ি,
দূর হ রে দুরাচার, কি আর বলিব অধিক।

জুড়ীর গীত।

কি আর বলিবো ধিক্ ধিক্ রে তোরে।
যে ব্যথা দিলি অন্তরে, জীবন না গেলে পরে,
এ যাতনা নিরন্তর, দাহন করিবে আমারে॥
দুরাচার মূর্খ বিষয়ার বিবাহ,
কি ভাব বুঝিয়ে তুই করিলি নির্ব্বাহ,
পিতারে দিলি তাপ, করিলি ঘোর পাপ,
মনস্তাপ পাবিরে পরে॥

মদন। একি পিতঃ! একি কথা,
কি হেন অন্যায় কার্য্য করিনু সাধন,
তোমারই স্বাক্ষরিত পত্র পাঠে,
চন্দ্রহাসে বিষয়া করিনু সম্প্রদান।

ধৃষ্ট। ছি ছি, ধিক মোরে।
হেন মহা মূর্খ পুত্র জন্মিল আমার,
মূর্খ পুত্র হ'তে যে কি সর্ব্বনাশ ঘটে,
আজ্ তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

মদন। মূর্খ নহি পিতঃ!
তব লিপি আদ্য অন্ত করিয়ে পঠন,
চন্দ্রহাস সনে বিষয়ারে,
বাঁধিয়াছি বিবাহ বন্ধনে।

ধৃষ্ট। মূর্খ হ'তেও মূর্খ তুই,
বর্ণ জ্ঞানমাত্র নাহি তোর,
ভাল কোথা পত্র দ্যাখা ত্বরা মোরে।

মদন। আমার নিকটে আছে,
এই লহ পিতঃ। (পত্র প্রদান)

ধৃষ্ট। (পত্র পাঠ করিয়া স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য!
এ কি দেখি শিহরে পরাণ,
বিষদান স্থলে বিষয়া দান,
আমার হস্তাক্ষর এই,
এই তো পত্রের তলে স্বাক্ষর করেছি নিজ নাম,
না লিখিয়া বিষ,
লিখিনু বিষয়া,
ওহো হো পত্র লিখিবার কালে আছিনু চঞ্চল,
বিষয়া অক্ষরচ্যুতি ঘটিয়াছে তাই,
বিষয়া তনয়া মোর,
স্নেহে সদা ভাবি তারে,
তাই পত্র লিখিবার কালে,

বজ্রাঘাত কৈনু নিজ ভালে,
বিষয়া ! কেন তোর অন্য নাম,
রাখিনি অভাগী,
ধিক্ ধিক্ কি কার্য্য করিনু নিজে,
ওহো আশা ভেঙে গেল,
হিতে বিপরীত হ'লো,
মহা শত্রু চন্দ্রহাস,
করিল আমার সর্ব্বনাশ,
হইল আমার জামাতা,
বিনাশিতে যা'রে কৈনু কুটীল মন্ত্রণা,
আমারে সে করিল বিনাশ,
বুঝিলাম ভাগ্য-লিপি না হয় অন্যথা,
নৈলে কেন মোর লিপি মোরে দিবে ব্যথা,
যাই হ'ক্ তবু না ছাড়িব চন্দ্রহাসে,
নিশ্চয় বধিব,
হয় হ'ক্ বিষয়া বিধবা,
তথাপি পরের পুত্র,
কভু না হইবে মোর বিষয় অধিকারী,
(প্রকাশ্যে) যাও পুত্র ! অন্তঃপুরে।

মদন। পিতঃ ! যদি কোন অপরাধ করে থাকি, আমাকে ক্ষমা করুন, বলুন এ বিবাহে কি ত্রুটী করেছি, আমি এখনই তা'র প্রতিবিধান কর্‌ছি।

ধৃষ্ট। মহারাজকে নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল, তিনি আমার প্রভু, কিন্তু আমার কন্যার বিবাহটা তাঁ'কে না জানিয়ে দেওয়া ভাল হয়নি।

মদ। আপনার পত্রে তো লেখা ছিল না।

ধৃষ্ট। বৎস! তোমার দোষ নাই আমার ত্রুটী হয়েছে বৃথা ভৎর্সনা কর্‌লেম, তজ্জন্য দুঃখিত হও না।

মদন। আচ্ছা আমি মহারাজকে এখনি গিয়ে বুঝিয়ে বল্‌ছি, আপনি অন্তঃপুরে যান, নব বরবধূকে আশীর্ব্বাদ করুন গে, আমি রাজবাটী চল্‌লেম।

(মদনের প্রস্থান।)

ধৃষ্ট। (স্বগতঃ) নব বরবধূকে আশীর্ব্বাদ! এখন আমার আশীর্ব্বাদ অন্য রূপ, চন্দ্রহাস নিহত হ'ক্, বিষয়া বিধবা হ'ক্ তবেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'বে, যাই এখন অন্তঃপুরে।

(প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—মন্ত্রী-সভা।

(ধৃষ্টবুদ্ধি আসীন।)

ধৃষ্ট। (স্বগতঃ) তাই তো কি কর্‌লেম, কি হ'লো, বিধাতার লেখা কখনই অন্যথা হয় না, ব্রাহ্মণের বাক্য ফল্‌বেই ফল্‌বে, আজ্ তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলেম, কোথায় বিষ দেবে বোলে পত্র লিখ্‌লাম, তা' না হয়ে বিষয়া দেবে এই ফল ফল্‌লো, সে যা' হ'ক্ "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" ব্রাহ্মণের কথার অন্যথা কর্‌বোই কর্‌বো, কোন প্রকারে একে বধ করা অতি আবশ্যক কর্‌ছে, (চিন্তা) উঃ কি সর্ব্বনাশ! বিষয়া যে একে

বিবাহ করেছে, এ যে এখন আমার জামাতা, এর প্রতি আমার মমতা করাই উচিত, একে বধ কর্‌লে যে বিষয়া বিধবা হ'বে, চির-দিন বৈধব্য জ্বালায় জ্বল্‌বে, পিতা হয়ে কন্যার সে কষ্ট দেখ্‌বো কেমন কোরে, না, ধৃষ্টবুদ্ধিদ্বারায় আর এ কার্য্য সম্পন্ন হলো না, বিষয়ার বিষয় চিন্তা কোরে ক্ষান্ত হ'তে হ'লো, (মৌন) না, না, না, ব্রাহ্মণের কথা সফল হ'তে দেব না, একে বধ করা কর্ত্তব্য আর বিবেচনা করা অনাবশ্যক, অবিলম্বেই এ কার্য্য করা উচিত, বিলম্ব কর্‌লে পাছে জামাতার মমতায় বাধ্য হ'তে হয়, অতএব এ কার্য্য অবিচার্য্যভাবে অবিলম্বে সমাধা করা কর্ত্তব্য হচ্ছে, কে আছিস রে।

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। কি আজ্ঞে হয়।

ধৃষ্ট। শীঘ্র চণ্ডালগণকে ডাক্ তো।

দূত। যে আজ্ঞে।

(দূতের প্রস্থান।)

ধৃষ্ট। (স্বগতঃ) অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য না ক'রে থাকে, অনিষ্টাশঙ্কা হ'লে অকর্ত্তব্য কিছুই থাকে না, সকল কার্য্যই কোর্‌তে পারে, মহারাজ কংশ স্বীয় ভগ্নী দেবকীরে যে কারারুদ্ধ করেছিলেন, তা'র আর কারণ কি ছিল ? কেবল দেবকীর সন্তান হ'তে অনিষ্ট আশঙ্কা আছে বোলে। তবে একে বধ কর্‌তে বাধা কি ? এখনই কর্ত্তব্য (ক্ষণেক স্থির) না, না, না, তা পার্‌বো না হোক্ ব্রাহ্মণের কথা সফল হোক্, এতেই বা হানি কি ? চন্দ্রহাসতো আমার পর নয়, সে যে এখন আমার জামাতা, সে এ দেশের রাজা হয় হ'লেই বা জামাতা আর পুত্রে প্রভেদ কি ? দুই স্নেহের পাত্র, আমার কন্যারত্ন বিষয়া যদি

রাজমহিষী হয়, তা'তো আমার ভাল, অতএব জামাতা হত্যা হ'তে নিবৃত্ত হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ, (ক্ষণেক মৌণে) না, না, কখনই দোব না, ব্রাহ্মণের কথা বৃথা কোর্‌বোই কোর্‌বো, এ রাজ্যের রাজা আমার মদনই হ'বে, চন্দ্রহাসের হিংসাই স্থির, বিষয়ার চিরবৈধব্য কপালের লেখা, আমি এ কার্য্যে কৃত সংকল্প হ'য়েছি অবাধে সম্পন্ন কোর্‌বো।

(চণ্ডালদ্বয়ের প্রবেশ।)

চ দ্বয়। মন্ত্রী মুশায়! পেন্নাম করি।

ধৃষ্ট। (স্বগতঃ) উঃ আমি কি কঠিন, বিষয়ার চির-বৈধব্য ফলাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে কুকর্ম্ম যোগে জামাতাকে পশু প্রতিনিধি কোর্‌তেছি এবং চণ্ডালগণকেও আহ্বান করেছি, (ক্ষণেক চিন্তা) অন্যায় করি না, সাক্ষাৎ জামাতা বধ এ কার্য্য কেবল নির্দ্দয় নিষ্ঠুর চণ্ডালেরাই পারে, আমিও যখন এই নিষ্ঠুর কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছি, তখন আমিও নির্দ্দয় নিষ্ঠুর চণ্ডাল, সুতরাং আমার কর্ম্মভারও চণ্ডালের হাতে দেওয়াই উচিত, আর দয়া মমতাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া হ'বে না, নিষ্ঠুর পাষাণ হওয়াই আবশ্যক। চণ্ডালগণ! তোদের সেই ভ'দো আর ম'দো কোথায় রে?

১ম চ। আজ্ঞে সেই যে সেবারে তা'দের বনে পাঠিয়ে ছ্যালেন, সেই বন থেকে এসে পর্য্যন্ত আর তা'রা জীব-হত্যা করে না।

ধৃষ্ট। আর বিশেষ কারণ কি জানিস্?

১ম চ। আজ্ঞে কারণ এই যে সেই যে ছেলেটাকে কাট্‌তে পাঠিয়ে ছ্যালেন, সেই ছেলেটা কি হরিনাম মদ তা'দের কানে দিয়ে ছ্যাল, সেই নেশার ঘোরে কেবল তা'রা দিবা রাত্রি

"হরিবল হরিবল" কোরে বেড়ায় আর তা'দের আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত নাই, কেবল "হরিবল হরিবল" কোর্‌ছে।

ধৃষ্ট। আহা হা হরিনামের কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি! নিষ্ঠুর নির্দ্দয় চণ্ডালকে পর্য্যন্ত হিংসাবৃত্তি হ'তে নিবৃত্ত করেছে, এখন আমি নিশ্চয় জান্‌লেম, এই ছেলেই সেই চন্দ্রহাস, হরিনামে চণ্ডালগণকে ভুলিয়ে দিয়েছিল, চণ্ডালগণ ওকে কাটে নাই, কেটেছি এ কথা আমার নিকট মিথ্যা বলেছিল, কিন্তু আজ্ এমন মন্ত্রণা করেছি যে চণ্ডালদের সঙ্গে চন্দ্রহাসের দেখা পর্য্যন্ত হ'বে না, হরিনামও কোর্‌তে পা'বে না চণ্ডালগণকে ভুলাতেও পার্‌বে না, যেমন চণ্ডীকে প্রণাম কোর্‌বে, অম্‌নি চণ্ডালেরা কেটে ফেল্‌বে, এবার আর রক্ষা নাই, দ্যাখ চণ্ডালগণ! তোরা আজ্ সন্ধ্যার পরে চণ্ডীর মন্দিরে লুকিয়ে থাক্‌বি, যা'কে দেখ্‌তে পা'বি, তা'কেই কাট্‌বি, এমন কি আমায় দেখ্‌তে পেলে আমায় পর্য্যন্তও কাট্‌বি কেমন পার্‌বি তো।

১ম চ। আজ্ঞে পুড়স্কার কি হ'বে?

ধৃষ্ট। এ কার্য্যের পুরস্কার সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা আর পাঁচ মোণ মদ পাবি, কেমন পার্‌বি তো।

১ম চ। আজ্ঞে খুব পার্‌বো।

এক কোপেতে কেটে ফেল্‌বো রাখ্‌বো নাকো বাকি।

২য় চ। মন্ত্রীমশায় দোহাই তোমার শেযে দিওনা ফাঁকি।

১ম চ। চল্‌রে হরে শুঁড়ী দোকানে আজ্ পেটভরে মদ খাব।

২য় চ। খেয়ে সন্ধ্যার পরে দেবীর ঘরে নাচ্‌তে নাচ্‌তে যা'ব॥

(প্রস্থান।)

(চন্দ্রহাসের প্রবেশ।)

চন্দ্র। (প্রণাম)

ধৃষ্ট। এসো, বৎস চন্দ্রহাস! আমার বড় সৌভাগ্য, নৈলে তোমার মতো হরিভক্ত জামাতা কি লাভ হয়, বৎস! এখনও তোমার আর একটী কার্য্য বাকি আছে।

চন্দ্র। আজ্ঞে কি কার্য্য বলুন।

ধৃষ্ট। আমাদের কৌলিক প্রথা আছে, বিবাহ অন্তে বরকে একাকী গিয়ে আমাদের কুলদেবতা চণ্ডীর পূজা কোর্‌তে হয়, তুমি আজ্ সন্ধ্যার সময়ে গন্ধপুষ্পাদি ল'য়ে দেবী চণ্ডিকার পূজা কোর্‌তে যাবে, তা' হ'লেই বিবাহ সফল হ'বে।

চন্দ্র। যে আজ্ঞে, আজি সন্ধ্যার সময় মাতা চণ্ডিকার পূজা কোর্‌তে যা'ব, কোথায় তাঁর মন্দির।

ধৃষ্ট। এই কুন্তল নগরের বহির্ভাগস্থ অরণ্যে।

চন্দ্র। যে আজ্ঞে আমি নিশ্চয় সন্ধ্যার সময় যা'ব।

(প্রস্থান।)

ধৃষ্ট। এইবার আমার আশা পূর্ণ হ'বে, চণ্ডালদের গোপনে বলে দিয়েছি, তা'রা আজ্ সন্ধ্যার পূর্ব্ব হ'তেই সশস্ত্রে চণ্ডীর মন্দিরে লুকিয়ে থেকে আমার আদেশমত কার্য্য কোর্‌বে, আজ্ চণ্ডিকা দেবী নর-রক্তে তৃপ্তিলাভ কোর্‌বেন, অথচ আমার পরম শত্রু বিনষ্ট হ'বে, মা চণ্ডিকে! ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো মা।

(প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কুন্তল-রাজ্য-সন্নিকৃষ্ট পথ।

(নৈবেদ্য হস্তে অগ্রে চন্দ্রহাস, পশ্চাতে মদন।)

মদন। ভাই চন্দ্রহাস! কোথায় যাচ্ছ?

চন্দ্র। চণ্ডীর পূজা কোর্‌তে যাচ্ছি।

মদন। একা কেন?

চন্দ্র। তোমার পিতা বল্‌লেন যে "আমাদের কৌলিক প্রথা মতে বিবাহান্তে কুল-চণ্ডীর পূজা না কোর্‌লে বিবাহ সফল হয় না, তুমি আজ্ সন্ধ্যার সময় দেবী চণ্ডিকার পূজা কোর্‌তে যা'বে" তাই তোমার পিতার সেই আদেশ পালন জন্য দেবী চণ্ডিকার পূজা কোর্‌তে যাচ্ছি।

মদন। পূজার দ্রব্যাদি সকল আমায় দিয়ে তুমি রাজবাড়ী যাও, বৃদ্ধ-রাজ তোমার মুখের হরিনাম শোন্‌বার জন্য অতি উৎসুক হয়েছেন, তাঁ'র আদেশমত আমি তোমায় ডাক্‌তে এলেম, যাও ভাই।

চন্দ্র। ভাই! আমি অগ্রে দেবী চণ্ডিকার পূজা কোরে আসি, তা'র পর যা'ব, তা নৈলে তোমার পিতা রাগ কোর্‌বেন।

মদন। না ভাই! তোমার এখনই যাওয়া কর্ত্তব্য, আমি পিতাকে বুঝিয়ে বল্‌বো এখন, তোমার কোন চিন্তা নাই, আমায় দিয়ে তুমি যাও।

চন্দ্র। ভাই! তোমার কথার অন্যথা কোর্‌তে আমি পার্‌ব না, তবে এই পূজার দ্রব্য সকল নাও, আমি চল্‌লেম। (মদনকে নৈবেদ্য প্রদান।)

(সকলের প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কুন্তল-রাজ্য-সন্নিদ্ধ বনমধ্যস্থ চণ্ডীর মন্দির।

(সশস্ত্রে চণ্ডালগণের প্রবেশ।)

১ম চ। মেঘের ডাকে, প্রাণ চমকে, তাতে বজ্রপাত।
২য় চ। যায় ব্রহ্মাণ্ড, এ কি কাণ্ড, হ'লো অকস্মাৎ॥
১ম চ। ফিরে চল্ ভাই, যেয়ে কাজ নাই, এ ভীষণ দুর্য্যোগে।
২য় চ। ভয় কিরে তোর, কাছে থাক্ মোর, আমি যাচ্ছি আগে।
১ম চ। বল্ ভাই তবে, কতদূর হ'বে, চণ্ডীর মন্দির।
২য় চ। অনেক দূর নয়, ঐ দ্যাখা যায়, মনকে কর্‌রে স্থির॥
১ম চ। তবে যাই চল্, যাত্রা সফল, কর্ব্বো শঙ্কর পরে।
২য় চ। মন্ত্রীর কথা, কাট্‌বো মাথা, যা'কে পা'বো আজ সেই ঘরে।
১ম চ। এইতো হরে, প্রাণে মরে, এলাম চণ্ডীর ঘরে।
২য় চ। ব্যাস্ত হ'স্‌নে, কথা ক'স্‌নে, থাক্‌রে অন্তর ধরে॥

(অন্তরালে অবস্থান।)

(নৈবেদ্য হস্তে মদনের প্রবেশ।)

মদন। এ কি? সহসা এমন দুর্য্যোগ হলো কেন? প্রচণ্ড-বেগে ঝড়, মূষলধারে বৃষ্টি, মেঘের ঘর্ ঘর্ শব্দে কর্ণ বধির হয়ে যাচ্ছে, এমন দুর্দ্দিন তো কখন দেখি নাই, তবে কি চন্দ্রহাসের

স্বহস্তের পূজা না পেয়ে মা চণ্ডী প্রকৃত চণ্ডীনামের সার্থকতা সম্পাদন কর্‌তে এইরূপ বিভীষিকা দেখাচ্ছেন, হ'তেও পারে, কারণ চন্দ্রহাস পরম বৈষ্ণব সর্ব্বদা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে, সুতরাং তার প্রদত্ত পবিত্র পূজা যে দেবী অপেক্ষাকৃত আদর কর্‌বেন তা'তে আর সন্দেহ নাই, মাগো চণ্ডিকে! এই পূজাই পরম পবিত্র চন্দ্রহাসের প্রদত্ত, আমি সেই চন্দ্রহাসের প্রতিনিধি মাত্র, জননি! আমি এই পূজার দ্রব্যাদি স্পর্শ করেছি বলে যদি ক্রোধ করে থাকেন, তবে নিজ গুণে ক্ষমা করুন, এই পূজাই বৈষ্ণব চূড়ামণি চন্দ্রহাসের প্রদত্ত বলে প্রসন্না হ'ন্ সৃষ্টি রক্ষা করুন, (কিঞ্চিৎ অগ্রসর) একি! একি! অকস্মাৎ বামচক্ষু নৃত্য কর্‌ছে কেন? কিছুই তো বুঝতে পার্‌ছি না, সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে প্রবেশ কোর্‌তে এই অমঙ্গল লক্ষণ নিরীক্ষণ হ'লো কেন? আর আমার মনেরই বা এরূপ বিষাদ ভাব হ'ল কেন? আর যে অগ্রসর হ'তে পার্‌ছিনে, শরীর অবশ চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌ছি, আর কে যেন আমার কানে কানে বোলে দিচ্ছে, "হারে মদন! চণ্ডীর সদন আজ্ তোর সমন সদন জান্‌বি, সাবধান, সাবধান, যাস্‌নে যাস্‌নে" একি এমন অদ্ভুত ঘটনা তো কখন দেখিনে যাই হ'ক্ আর অপেক্ষা করা উচিত নয়, যাই, মার মনে যা আছে তাই হ'বে, মাগো! দাসের প্রতি প্রসন্না হন। (প্রণাম)

(চণ্ডালগণ কর্ত্তৃক অস্ত্রাঘাত।)

মদন। কে—রে—(পতন)

১ম চ। ওরে শালা কি করেছিরে।

২য় চ। কেন কেন কি হ'য়েছেরে।

১ম চ। ওরে শালা এ যে মন্ত্রী-পুত্র মদন রে শালা করেছি কিরে।

২য় চ। ওরে বলিস্ কিরে শালা পালাই চল্ পালাই চল্।

১ম চ। আরে পালা'বি কোথা রে শালা যেখানে যা'বি সেই খানেই ধর্‌বে।

২য় চ। ওরে শালা রাজ্য ছেড়ে পালাই চল্ পালাই চল্।

(প্রস্থান।)

(দ্রুতবেগে ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ।)

ধৃষ্ট। কৈ, কৈ সে দুষ্টের মৃতকায়,
এই যে ভূতলে পড়ি যায় গড়াগড়ি,
মনোবাঞ্ছা পূরিল আমার,
মহা বৈরি হইল সংহার,
আজ্ চণ্ডালগণেরে দিব আশাতীত পুরস্কার,
আরে আরে হরিভক্ত চন্দ্রহাস!
কোথা তোর হরি এবে,
এই তোর হরি ভক্তি,
কৈ? হরিভক্তি বলে নারিলি জীবিতে,
মোর উপার্জ্জিত অর্থে গঠিত ভূষণ,
দিয়াছে মদন এরে বিবাহ সময়,
এখনও রয়েছে অঙ্গে,
কি হেতু ইহারে দিব,
সমস্ত খুলিয়া লই।
(বসন খুলিতে গিয়া) এ কি? এ কি? কা'র এ হত দেহ, হায়! হায়! এ কি হ'লো, পুত্র ম'লো, শত্রু বেঁচে গ্যাল, মদন! মদন রে! বাপ! একবার কথা কও জীবন ধন! একবার পাপাত্মা ধৃষ্টবুদ্ধিকে উত্তর দেও, বাপরে। একবার পিতা বলে ডেকে প্রাণ শীতল কর, বাপরে! তোমার এ অবস্থা আর দেখ্‌তে পারি

না, হায়! হায়! কি হলো কি সর্ব্বনাশ হলো, নয়নরঞ্জন রে! আজ্ আমি কি কর্‌তে কি কর্‌লেম বাপ্।

জুড়ীর গীত।

এ কি সর্ব্বনাশ হ'লো নয়ন মেলো প্রাণধন,
একবার পিতা বলে ডাক, জুড়াক্ আমার তাপিত মন।
এ দশা কি দেখা যায়, সোণার অঙ্গ মৃত্তিকায়,
হবে হেন সর্ব্বনাশ না জানি মনে কখন।
হয় না অন্যথা কভু জানিলাম বিধির লিখন॥
তুমি তো গুণেরি সদন, প্রাণাধিক পুত্র মদন,
বলে কথা নাশ ব্যথা জুড়াক আমার এ জীবন।
তোমাধনে হারা হয়ে, অন্ধকার হেরি ভুবন॥

ওহো হো পাপীষ্ঠের ইষ্ট-সিদ্ধি কখনই হয় না, মা চণ্ডিকে! এতদিন যে আমি তোমায় ভক্তিভাবে পূজা কর্‌লেম তার চরম ফল কি এই হলো, হায়! হায়! আমার বংশ ধ্বংস কর্‌লে, তোমার সম্মুখে আমার প্রিয় পুত্র মদনের প্রাণান্ত হ'লো, এ দেখে কি বিন্দুমাত্র দয়া হলো না, (চিন্তা) না না না চণ্ডিকার দোষ কি আর চণ্ডালগণেরই বা দোষ কি, এই পাপাত্মা ধৃষ্টবুদ্ধি স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধির ফল ভোগ কর্‌ছে, হাঁরে ধৃষ্টবুদ্ধি! আর তোর বাকি কি আছে, পামর! তুই যে ব্রাহ্মণের কথা মিথ্যা কর্‌তে চেয়েছিলি, তার ফল কি হ'লো, তুই যে বালককে বধ কর্‌তে চণ্ডাল হস্তে সঁপে দিয়ে বনে পাঠিয়েছিলি, যা'কে বধ কর্‌তে পত্রবাহক রূপে মদনের নিকট পাঠিয়ে ছিলি, যা'কে বধ কর্‌তে গত রাত্রে চণ্ডীর মন্দিরে পাঠিয়েছিলি, সেই হরিভক্ত চন্দ্রহাস অবৈধ-ভাবে বর্দ্ধিত, আজ্ সে কুন্তলপুরের রাজা, তোর জামাতা, তুই আজ্ নির্ব্বংশ, চন্দ্রহাস তোর সর্ব্বস্ব ধনের অধিকারী, কেমন, এখন তোর ব্রাহ্মণের কথা সত্য বলে বোধ হচ্ছে, পরের পুত্রের

মাথা কাট্‌তে গিয়ে, আজ আপন পুত্রের মাথা কাটা গেল, (মদনকে ধারণ করিয়া) বৎস মদন ! আমি তোমায় রাজ্যেশ্বর কর্‌বার জন্য অনেক পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেছিলাম, কিছু-তেই তোমায় সিংহাসনে বসা'তে পার্‌লেম না, যার ন মাতা ন পিতা, যে বালক পথের ভিখারী, সেই আজ্‌ এই কুন্তলপুরের সর্ব্বময় কর্ত্তা, আমার সর্ব্বস্বের অধিকারী, আমি প্রাণপণে যত্ন করেও কিছুতেই তা'কে বধ কর্‌তে পার্‌লেম না, বৎস মদন ! প্রাণাধিক ! আমি আর কি সুখে থাক্‌বো এখনই আত্মঘাতি হ'বো প্রাণ বার হও (মূর্চ্ছা) (মূর্চ্ছান্তে ক্ষিপ্তপ্রায়) এ কি ! এ কি ! চন্দ্রহাস ক্রোধভরে অসি হস্তে এ দিকে আস্‌চে কেন, তবে কি জান্‌তে পেরেছে যে আমি ওর বধের চেষ্টা করেছি, এই বারেই শেষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, শেষ অপমৃত্যু, আজ্‌ চন্দ্রহাস রাজ-জামাতা, এই রাজ্যের রাজাও যদি আমাকে মারে তবে কে রক্ষা কর্‌বে, আমার মদন কোথায়, মদন মদন উঠ উঠ ঐ যে এলো ঐ এলো এলো (করযোড়ে) চন্দ্রহাস ! আমি তোমার শ্বশুর, আমি তোমার ক্ষমার পাত্র, মের না মের না হাঃ হাঃ হাঃ এ কি ভ্রান্তি এ কি ভ্রান্তি ওকে ওকে ওকে মহিষবাহনে ওকে আমার পানে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, ভয়ানক পুরুষ, ঐ যে অনুচরগণকে বল্‌ছে পাপীষ্ঠ ধৃষ্টবুদ্ধিকে বন্ধন কোরে লয়ে কুম্ভীপাক নরকে ফ্যাল, পাপাত্মার পাপহিংসার প্রতিফল দেও, এখন পলাই কোথায়, কোথায় যাই, ঐ যে ধর্‌লে ধর্‌লে এই বেলা ধর্‌তে ধর্‌তে আত্মহত্যা করি, তবে আর ভয় কি, এই অসি লয়ে গলায় দিই, জগতের লোক দেখুক পাপীষ্ঠদের পাপের ফল এইরূপ।

(গলে অসি দিয়া পতন ও মূর্চ্ছা।)

(জনৈক ব্রাহ্মণসহ চন্দ্রহাসের প্রবেশ।)

ব্রাহ্ম। মহানুভব! ঐ দেখুন, পিতা পুত্রের মৃতদেহ পড়ে আছে।

চন্দ্র। এ কি, এ কি অদ্ভুত ঘটনা, এমন সর্ব্বনাশ কে কর্‌লে হায়! হায়! মদনের মৃতদেহ আমায় দেখ্‌তে হলো, ভাই মদন! তুমি যে আমাকে বড় ভাল বাস্‌তে, তার কি পরিণাম এই কর্‌লে, প্রাণাধিক! চন্দ্রহাস কি তোমাকে ছেড়ে এই কুন্তলরাজ্যে তিলার্দ্ধ থাক্‌বে, কখনই না, প্রেমাস্পদ! কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমার কাছে যাই, পরে দুই ভায়ে এক সঙ্গে শমন রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বো, ভাইরে! তুমি বিনে এখানে আর আমাকে কে আদর কর্‌বে, ধার্ম্মিকপ্রবর! একবার চেয়ে দ্যাখ একবার চন্দ্রহাসের সঙ্গে কথা কও, সুহৃদবর! তোমার এ অবস্থা আর আমি দেখ্‌তে পারি নে।

জুড়ীর গীত।

এ ভাব তোমার ও ভাই আমি আর দেখিতে না পারি।
অঙ্গ ধূলায় হায়, লুটিছে রুধির তায়,
প্রাণ জ্বলে নাহি হেরে সেরূপ মাধুরি॥
কি হ'লো কি হ'লো, সকল সুখ ফুরাল,
কপালে কি মোর, এত দুঃখ ছিল,
বলরে কথা, নাশয়ে মনেরি ব্যথা,
উথলিল হৃদি মাঝে, বিষাদ লহরি॥

হায়! হায়! এখন কি করি, ঘাতক যে পলাতক, অনুসন্ধান পাব কিরূপে ঠাকুর! তুমি সত্য করে বল, এ কাজ্‌ কে কর্‌লে, আমি এই অসিরদ্বারা তার মুণ্ড শত খণ্ড কর্‌বো।

ব্রাহ্ম। মহানুভব! আমি এর কিছুই জানিনে, প্রাতঃকালে এসে দেখি, মদনের ছিন্ন মুণ্ড, কিছু পরে দেখ্‌লেম মন্ত্রীমহাশয়ও

এসে, হা মদন! হা মদন! এইরূপে বিলাপ কর্‌তে লাগ্‌লেন, আর কেবল মস্তকে আঘাত কর্‌তে লাগ্‌লেন, শেষে এই বল্‌লেন যে পরের সর্ব্বনাশ কর্‌তে গিয়ে আজ আপনার সর্ব্বনাশ কর্‌লেম শেষে অসিরদ্বারায় প্রাণত্যাগ কর্‌লেন।

চন্দ্র। মন্ত্রীমহাশয় ধন্য, আর অধিককাল পুত্রশোকে কষ্ট পেলেন না, হতভাগ্য চন্দ্রহাসের জীবন যে এখনও যাচ্ছে না, সে যে কতকাল বন্ধু-বিচ্ছেদ-দাবানলে দগ্ধ হ'বে, তা' বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, প্রাণ! প্রিয় বন্ধু মদনের অনুগামী হও; দেবি! দাসের প্রতি দয়া কর, এই উপস্থিত বিপদ হ'তে উদ্ধার কর, শঙ্করি! এ সেবকের শোকশেলে হৃদয় বিদ্ধ, বিশ্বজননি! আপনি ভিন্ন আর কে কৃপা কোরে পরিত্রাণ কর্‌বে, আমার প্রিয় ভ্রাতা মদনের এবং পিতা ধৃষ্টবুদ্ধির অবস্থা দেখে আমি আর স্থির থাক্‌তে পার্‌ছি নে।

নবঘন নিন্দিত, কিরণ প্রকাশিত, দশদিক তুল্য প্রভাবে।
ভবভয় নাশিনী, ভব হৃদি বাসিনী, ভৈরবী ভৈরব রবে॥
ত্রিভুবন তারিণী, দনুজ প্রহারিণী, সংশৃতি সাগর তারে।
প্রণত প্রসন্না, প্রভাব প্রসন্না, নতি মতি রাজকুমারে॥
করাল সদন্ত্রে, জননী বিবস্ত্রে, দ্বিতিসুতা মস্তক মালী।
কমলজ লোচনী, কলুষ মোচনী, কাতর পালিনী কালী॥
সর্ব্ব বিমোহিনী, শঙ্কর গেহেণী, শৈলসুতা ভব গারে।
প্রণত প্রসন্না, প্রভাব প্রসন্না, নতি মতি রাজকুমারে॥

কৈ, মা চণ্ডিকে তো প্রসন্না হলেন না, জননি! তবে কি দাসের প্রতি দয়া হলো না, বিশ্বব্যাপিকে! বিশ্ব প্রসবিনি! বিষ্ণু-মায়ে! এই চন্দ্রহাসের কাতর কথায় কি কর্ণপাত কর্‌বেন না, জগদারাধ্যে! আজ্ জান্‌লেম, নররুধির পানে প্রীতিলাভ কর্‌ছেন,

এক্ষণে নররুধির বিনা আপনার দয়া হ'বে না, আপনি যখন ধৃষ্ট-বুদ্ধি ও মদনের এই দুর্দ্দশা দেখ্‌ছেন, তখন আমার মস্তক বলি অবশ্য গ্রহণ কর্‌বেন সন্দেহ নাই, মাতঃ! এই আমি শ্রীহরির প্রীতির জন্য আপনার উদ্দেশে, মস্তক বলি দিচ্চি (গলে অসি দিতে উদ্যত) (চণ্ডীর আবির্ভাব)

চণ্ডী। বৎস! ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও আত্মঘাতি হয়ো না।

ছেলের গীত।

রাগিণী খাম্বাজ কীর্ত্তন।—তাল লোফা।

বৎস ভব শান্ত মুঞ্চ বিশাদং।
(আজ্ স্থির হও স্থির হওরে কুমার,
আমি কৈলাস পুরি তেজে এসেছি স্থির হওরে কুমার)॥
কি কারণ, জীবন ধন, বল প্রাণ হারাবে;—
তোমার বাসনা কি মনে বল পূরাব এখনি,
কি কব অধিক তোমায় প্রাণাধিক জানি,
তোমার কাতর ভাব আর দেখ্‌তে নারি,
একবার মা বলে ডাক্ বদন ভরি॥

চণ্ডী। বৎস! আমি তোমার স্তবে বাধ্য হয়ে আর থাক্‌তে না পেরে কৈলাসপুরি পরিত্যাগ কোরে এসেছি, বৈষ্ণব চূড়ামণি চন্দ্রহাস! তুমি চক্রপাণীর চিরভক্ত, সুতরাং আমারও স্নেহের সন্তান তুল্য অতএব বৎস! তুমি তোমার অভিলষিত বর গ্রহণ কর।

চন্দ্র। প্রসীদ পরমেশ্বরি প্রণত পালিকা।

ভুবন-মোহিনী তুমি ভুবন ব্যাপিকা॥
কে জানে তোমার অন্ত অনন্ত রূপিণী।
লক্ষ্মীরূপা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব স্বরূপিণী॥
সংস্থাপিলে সত্ত্ব গুণ তুমি গো মা জলে।
দিয়েছ দাহিকা শক্তি তুমি গো অনলে॥

বর্ণিতে তোমার গুণ শক্তি আছে কার।
কৃপাময়ি কৃপা করি কর ভব পার॥

জননি! যোগীগণ যোগাসনে অনশনে নিবিড় কাননে তত্ত্ব-জ্ঞানে আপনার যে অলৌকিকরূপের চিন্তা কোরে দেখ্‌তে পায় না, আজ্‌ যখন এই অধম চন্দ্রহাস সেই সর্ব্ব-সেব্য শক্তিরূপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর্‌ছে, তখন আর তা'র বর গ্রহণের বাসনা নাই, অম্বিকে! আমার জন্ম ধন্য, আমার জনক ধন্য, আমার জীবন ধন্য, আজ্‌ আমার চক্ষু যুগল ধন্য হলো।

ছেলের গীত।

রাগিণী মঙ্গল বিভাষ।—তাল তিওট।

বিশ্ব জননী, বিপদ নাশিনী।
নিস্তারিণী গো বিশ্বমোহিনী॥
তুমি অনন্ত অন্ত হীনা, কে আছে তোমা বিনা,
কৃতান্ত ভয় বারিণী;—
কৃপা নয়নে চেয়ে এ দীনে,
দাও মা অভয়ে অভয় চরণ দু'খানি॥
ওমা যে পদ পা'বার আশায়, সদাশিব মহানিশায়,
শ্মশানে সমাধি করে;—
সে পদ দেখিলাম, ধন্য হইলাম,
পেলাম সংসার সাগর পারের তরণী॥

ইচ্ছাময়ি! যদি আশ্রিতের প্রতি অনুকম্পাই হয়ে থাকে, তবে দাসের প্রতি প্রসন্না হয়ে ধৃষ্টবুদ্ধি এবং মদনকে জীবিত করুন, আমি আর এ শোচনীয় অবস্থা দেখ্‌তে পারিনে।

চণ্ডী। বৎস! কাল পূর্ণ হ'লে সমস্ত প্রাণীর যে অবস্থা হ'য়ে থাকে এদেরও তাই হ'য়েছে আর কখনই এদের জীবন লাভের সম্ভাবনা নাই, তবে তুমি পরম বৈষ্ণব, কেবল তোমার

অনুরোধে আজ্ এই দু'জন জীবন পা'বে, বৎস! অনলে সুবর্ণ শুদ্ধি যথা, মরণে জীবের শুদ্ধি তথা, এক্ষণে ধৃষ্টবুদ্ধি পুত্রের সহিত পাপ মুক্ত হ'ল।

চন্দ্র। মা! কৃপা ক'রে তবে জীবনদান দিন।

চণ্ডী। বৎস! ধৃষ্টবুদ্ধি হরিভক্তের বিদ্বেষী ছিল, সেই বিদ্বেষ জনিত পাপে ওর জীবন নষ্ট হ'য়েছে, জনকের পাপে পুত্র মদনেরও প্রাণ বিনষ্ট হ'য়েছে, তুমি দু'জনার মস্তক স্পর্শ ক'রে ওদের কাণে জীবন-সঞ্জিবনী হরিনাম শ্রবণ করাও, তা'হলেই ওরা পুনঃ প্রাণ পা'বে, আর আমিও দীর্ঘকাল এই নিবিড় বন মধ্যে অবস্থান কোরে এক দিনের জন্যও মধুর হরি-নাম শুনি নাই, বৎস! আজ আমি তোমার মুখে সেই সুমধুর হরিনাম শ্রবণ কোরে কর্ণযুগল পবিত্র করি। বৈষ্ণব চূড়ামণি! আমি শূন্যমার্গ থেকে সমস্ত অবগত হ'ব, তুমি ভিন্ন আর আমাকে কেহই দেখ্‌তে পা'বে না, এখন আমি চল্লেম।

(প্রস্থান।)

চন্দ্র। তবে আমি এখন মা চণ্ডিকার আদেশ মত দু'জনার মস্তক স্পর্শ কোরে হরিনাম করি, তা'হলেই এরা জীবিত হ'বে।

(চন্দ্রহাস কর্ত্তৃক উভয়ের মস্তক স্পর্শন ও চৈতন্যলাভ এবং ধৃষ্টবুদ্ধি ও মদনের পুনর্জ্জীবন।)

মদন। একি ভাই চন্দ্রহাস! তুমি এখানে?

ধৃষ্ট। বৎস হন্দ্রহাস! আমি জান্‌লেম হরিভক্তের মৃত্যু নাই, এবং ব্রাহ্মণের কথাও কখন অন্যথা হয় না, আমি নিতান্ত নীচাশয়, নিতান্ত পাপিষ্ঠ, আমার আর নিস্তার নাই, বৈষ্ণব প্রবর! আমি তোমাকে বধ কর্‌তে চণ্ডাল হাতে সঁপে দিয়েছিলাম, তুমি কেবল হরিনামের বলে পাপিষ্ঠ ধৃষ্টবুদ্ধির

কৌশল জাল হ'তে পরিত্রাণ পেয়েছ, আমি করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর, এবং তোমার হরিকে বল, দয়াময় হরি, আমায় দ্বেষী ব'লে যেন বৈমুখ না হন্, বৈষ্ণবরাজ! রাজ্য ঐশ্বর্য্য আর আমার আবশ্যক নাই, বৎস! গম রাজ্যে অভিষেক আজ্ করিনু তোমারে, এস বৎস! চণ্ডীর খড়্গের শুভ সিন্দূর লইয়া, রাজ টীকা দিই তব ভালে, (টীকা দিয়া) প্রাণাধিক! হরি তোমাকে চিরজীবি করুন্, জগতে সকলে জানুক্ যে হরিভক্তের কোথাও বিনাশ নাই, হরিভক্তের অনিষ্ট চেষ্টা যে পামর ক'রে, তা'র আর কষ্টের সীমা থাকে না, বৎস! এস আমি তোমার পবিত্র দেহ আলিঙ্গন কোরে আমার এই পাপ দেহ পবিত্র করি (আলিঙ্গন) ভক্তরাজ! একবার ভক্তিভাবে হরিনাম কর, হরিগুণ গান কর, হরির মহিমা বর্ণন কর, শুনে অন্তরের পাপপঙ্ক প্রক্ষালন করে, আত্মাকে কৃতার্থ করি, বৎস! এস আমরা সকলে মিলে হরিনাম করি।

জুড়ীর গীত।

রাগিণী গৌর সারঙ্গ—তাল একতালা।

অপার সংসার সাগরের পার হরি বিনে কে তারে রে।
দুই বাহু তুলে ডাক হরি বলে ভবভয় নাহি রবে রে॥
মরণ বারণ কারণ চরণ, স্মরণ কর তাঁরে রে,
মনরে অনিবার অন্তরে চিন্তরে।
অনশনে বনে যোগী যোগাসনে, যে ধনে করে সাধন,
সেই ধন, নারায়ণ, সাদরে সাধরে॥

(সকলের প্রস্থান।)

(যবনিকা পতন।)